জয়দেব।

(ভক্তিমূলক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত)

কলিকাতা
৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট্
ট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩১৯

মূল্য [illegible] টাকা।

জয়দেব।

(ভক্তিমূলক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত)

কলিকাতা
৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট্
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩১৯

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রতিভাবান্ নাট্যকবি

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মথুরানাথ সাহা কোংর যাত্রায় অভিনীত

অলর্ক ৸৹

কল্যাণপুর, হাওড়া,

পশুপতি প্রেসে

শ্রীরাজকুমার রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ জয়দেব (ভক্তাবতার), নিরঞ্জন (জয়দেবের প্রতিবেশী জনৈক কৃপণ ব্রাহ্মণ), দিগম্বর (জয়দেবের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী), পরাশর (জয়দেবের অনুগত ভক্ত), লক্ষ্মণসেন (বঙ্গাধিপ), রাজ-গুরু, উড়িষ্যার রাজা, বানরূপ (জনৈক দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ), হেমন্তকুমার (লক্ষ্মণসেনের পুত্র) সুদেব (জনৈক ব্রাহ্মণ), বসন্ত (জনৈক শিশু), প্রতিবেশিগণ [illegible]গণ, পাণ্ডাগণ [illegible]গণ, নাগরিকগণ, ভক্তগণ, শিষ্যগণ, মুটেগণ [illegible], দূত, সভাদিগগজ, রাখালগণ, ও প্রহরীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

শ্রীরাধা, গঙ্গা, কবিতা, অরুণা (লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী) ললিতা, (রাজ পরিচারিকা), সুমতি (সুদেবের স্ত্রী), পদ্মাবতী (সুদেবের কন্যা), বিমলা (পরাশরের স্ত্রী), বসন্তের মাতা, নিরঞ্জনের স্ত্রী, দিগম্বরের স্ত্রী, শিশুকন্যা, পদ্মার সখীগণ, গোপীগণ, দেব-দাসীগণ ও নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

জয়দেব।

প্রস্তাবনা।

গোলোক—শূন্যকুঞ্জ।

শ্রীরাধা ও গোপীগণ আসীন।

গীত

গোপীগণ। কুঞ্জে এখনও কেন চাঁদ উদিলনা সই।

শ্রীরাধা। কালাচাঁদ গেল কোথা, আসি ব'লে এল কই ॥

গোপীগণ। শোন্ কিশোরি, ঐ বাজে বাঁশরী,

শ্রীরাধা। শোন্ কিনা মনভোলা রাধা বলা স্বরলহরী,

গোপীগণ। শোনা কেন দেখ্‌না প্যারি, আস্‌ছে তোর গুণের হরি—

চূড়ায় ঢাকা ময়ূর পাখা অই ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীরাধা এস এস নটরসাধার, বিহনে তোমার—
সেবিকা রাধার আকুল অন্তর অতি।
একি হে শ্রীপতি, ইন্দুমুখে ঘর্ম্মবিন্দু কেন?
স্থির সিন্ধুমতি চঞ্চল তরল,
আবক্তিম শ্রীগণ্ডযুগল,
সজল কমল-চক্ষু কোন্ দুঃখে নাথ।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে। সখ্য-পরমাদে—
বিষাদে আমার প্রাণ কাঁদে অনুদিন।
যারে আমি চাই,
পাই তারে অনায়াসে;
শেষে তার তরে, অন্তরে অন্তরে,
কাঁদিয়ে আকুল হই।
সে বই হোর না বিশ্ব,
দৃশ্য-সুখ সেই সে আমার,
অভাবে তাহার, আমার অভাব সব।

শ্রীরাধা হে কেশব। কোন্ ভাগ্যবান কিম্বা ভাগ্যবতী,
এত প্রেম-প্রীতি ঢেলেছে শ্রীপায়,
কহ দয়াময়!

শ্রীকৃষ্ণ। কলিযুগে ধন্য কেন্দুবিল্বগ্রাম অজয়-পুলিনে,
তথা জয়দেব নামে পণ্ডিত-অগ্রণী,
মহাকবি [illegible] চূড়ামণি—

শ্রীগীতগোবিন্দকাব্যে—
করিবে কীর্ত্তন মম গুণগান,
প্রেমামৃত পান করিবে ধরার জীব।

শ্রীরাধা। তাহে হে চঞ্চল-চিত কেন হরি?

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর,
এই পঞ্চভাবে আমার মূরতি সতি,
এই পঞ্চভাবে ভক্তের জগৎ,
চায় ভক্ত শুধু এই পঞ্চভাব—
শক্তি বিনা শক্তিময়ি! অপূর্ণ সকল।
ভাবি তাই কোথা পাই ভক্তের কারণ,
কোমল মধুর শক্তি যাহা প্রয়োজন।

শ্রীরাধা। তাই বল, ছল কেন তাহে কালোচাঁদ!
সাধ যদি তাই, রাধার অদেয় কিবা—
তোমায় শ্রীনাথ! লও শক্তি শক্তিময়!
রাধা অঙ্গ হ'তে শ্বেতবর্ণা পদ্মিনী সমান,
পদ্মাবতী নাম ত্রিলোক-দুর্লভা বালা।

(শ্রীরাধার দেহ হইতে পদ্মাবতীর উৎপত্তি)

পদ্মাবতী। আদেশ রমেশ!

শ্রীকৃষ্ণ। যাও তুমি মর্ত্ত্যধামে সুদেব-আলয়।

(পদ্মাবতীর অন্তর্ধান)

(স্বগতঃ) আর কেন ভক্ত জয়দেব!
যাও ছাড়ি সংসার-আশ্রম.

জয়দেব। [প্রস্তাবনা।

এস এস আমার মন্দিরে এস,
লহ লহ ভাবামৃত,
সে অমৃত করি পান,
কবি-ভৃঙ্গ কর মোব গান,
তপ্ত প্রাণ হ'ক সুশীতল,
"জল জল" চাতক ফুকারে।

পটপরিবর্ত্তন।
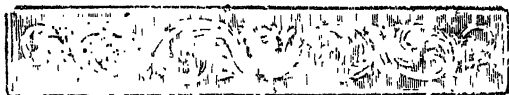
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অজয়তীরস্থ শ্মশান—নির্ব্বাণোন্মুখ চিতা।

জয়দেব ও ব্রাহ্মণগণ আসীন।

ব্রাহ্মণগণ। বল হরি হরিবোল!

১ম ব্রাহ্মণ। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল! কেঁদুলি অন্ধকারময় হ'য়ে গেল।

২য় ব্রাহ্মণ। যা বল ভাই, জয়ের মা বামা ঠাক্‌রুণ যথার্থই সতী সাবিত্রী। কলিতে এমনটী দেখা যায় না। যেমন ভোজদেব ঠাকুর প্রাণ ত্যাগ ক'র্‌লেন, অমনি বামা ঠাক্‌রুণও অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে সেই সঙ্গে প্রাণ দিলেন। আজ এক চিতায় দুজনকে পুড়িয়ে যাচ্চি।

দিগম্বর। আহা বাবাঠাকুর, তারা কি মুনিষ ছিলক্ গা, সব দেবতা, দেবতা! কত লোককে তাঁরা অন্ন যোগাতেন! অতিথ কি ফির্‌তক্! আহা হা, তাই ত ভাব্‌চি গো বাবা

ঠাকুর—এমন যাঁরা দেবতা—তাঁদের একটী ছেলে—সেটী এমন হ'লেক কিসে গো! হায় হায়—পাগল—পাগল। হা আমার মাথা মুণ্ড—চিতে নিভিয়ে গেল—তবু ব'সে ব'সে কি দেখ্‌চেক। চলরে বাপা, এইত সব হ'য়ে গেলক, এখন ঘরে যাই চল্‌ বাপ ধন!

১ম ব্রাহ্মণ। দিগম্বরে, তুই তবে জয়াকে নিয়ে আয়, আমরা ততক্ষণ স্নান করিগে। হায়, হায় কি হ'তে আজ কি হ'য়ে গেল।

ব্রাহ্মণগণ। বল হরি হরিবোল।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

জয়দেব। আজ অজয়ের ঘাটে বিজয়োৎসব হ'য়ে গেল। এবার হাস্য আনন্দ-ভরা বেদগীতিময়া কেন্দুবিল্বের মহাবেদী হুতাশ নিরানন্দময় দর্শন ক'রতে হবে। কে- তুমি আমি? তোমার আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? ধন্য মায়া—মহামায়া। জননি! আমার এই বন্ধন মায়া ছেদন করাও। হাঃ হাঃ হাঃ, (অট্টহাস্য)। এতদিনের পর আজ আমার গলবন্ধন একেবারে উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। নিরাপদ। নিরাপদ! না—না কেউ পারবে না, আর বন্ধন ক'র্‌তে কেউ পারবে না। পিঞ্জরা-বদ্ধ পক্ষী একবার মুক্ত হ'য়ে আবার পিঞ্জরে প্রবেশ ক'রবে? কণ্টক। কণ্টক। চারিদিকে কণ্টক। দয়াময় গোবিন্দ! আমায় সকলে মিলে সেই কণ্টকে পাতিত ক'রতে চায়। বটে—আমায় বাঁধ্‌বে? হাঃ হাঃ, তাইত—ভয় কি?

দিগম্বর। তাইত ভয় কি বাবা, আমরা যতক্ষণ থাক্‌ব, ততক্ষণ ভয় কি? তবে চিপ্‌সে নিরঞ্জনে গোঁসাইটা—সর্ব্বগ্রেসে নিরঞ্জনে গোঁসাইটা তোমার বাস্তটা নিবার চেষ্টায় আছে, তা বাবা জমি, কিচ্ছুটী তুমি ভয় ক'র্‌বেক নি বাবা, আমরা আছি, ভয় কি বাপ্?

জয়দেব। কি পাগল দেখ! বলে—জয়ে পাগল। দেখ বাবা গোবিন্দ! আমি পাগল না লোকে পাগল? কি উন্মাদ! ব'ল কি—আমরা আছি, ভয় কি? জয়ের গোবিন্দ অভয় দিলে না, হাঃ হাঃ হাঃ—দিগম্বর খুড়ো আর বেনে খুড়ি বলে কিনা—ভয় কি। গোবিন্দ, খুড়ো খুড়িতে আমাকে বাধবে? না—না—

কোথায় রাখিবে বেধে?
বাঁধা জীবে কেমনে বাঁধিবে?
বাঁধা আমি মাধবের পায়!
হায় হায়, সংসার-শ্মশান,
স্বার্থপর পিশাচের স্থান,
অশান্তির চিতাবহ্নি ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলে।
দয়াময়, দাও ঢেলে শান্তি-সুধা-ধারা!
জুড়াও তাপিত প্রাণ,—

কৈ কৈ প্রভু, দেখা দাও, নিয়ে চল, তুমি যেখানে থাক্‌বে, দাসকে সেখানে রাখ। ঐ যে বাঁশী বাজ্‌চে, শুন্‌চ, শুন্‌চ, ঐ যে বাঁশী বাজ্‌চে! যাচ্চি—যাচ্চি। (গমনোদ্যত)

নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন। বাঁশীটাঁশী রাখ্। পাজী, বদ্‌মাস, নচ্ছার জয়ে! আমার কাছে পাগ্‌লামী। ভণ্ডামী ক'রে পালিয়ে যাবি? আমার টাকার কিনারা না ক'রে কেমন ক'রে যাবি; কৈ যা দেখি কত বড় হিম্মত। ভজা খুড়োত ফাঁকি দিয়ে পালালো, তুই কি মনে ক'রেচিস্ বল্ দেখি? চল্, এখন আমার টাকার কিনারা ক'রবি চল।

দিগম্বর। এজ্ঞে বাবা ঠাকুর, বাবা ঠাকুরের দেনা আমি বেবাক শুদে দিব।

নিরঞ্জন। সেটী হবে না দিগম্বরে, আমি আর ধানে মুখ দিয়ে ফিঙ্গুরাটী ছিঁড়বনি। আজই একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে নোব। জয়ার দেনার টাকা হয় আজ বেবাক মিটিয়ে দিক্, না হয়, ওর বাস্তু ভিটে এই বিক্রী কয়লায় দস্তখত ক'রে দিক্। ও ত পাগল হ'য়ে গেছে, শুন্‌লেম নাকি কোথায় চলে যাবে। আরও শুন্‌চি, শাক্ত রাজা লক্ষ্মণসেন নাকি জয়া যে হরি নাম ধ'রেচে, সে সংবাদ পেয়েচে। কোন্‌দিন যে ধ'রে নিয়ে গিয়ে গারদে ঢুকোবে, তার ত ঠিক নেই। আমাকে বড়ই মুস্‌কিলে প'ড়্তে হবে দিগম্বরে! সেটী হবে না।

দিগম্বর। বাবা ঠাকুরের দেনা কত, বাবা ঠাকুর এজ্ঞে।

নিরঞ্জন। ২৩৸৴৪। মরুক গে এক পয়সা ধ'রে দিও।

দিগম্বর। বাবা ঠাকুরের বাস্তুর বদলে আমার বাস্তুটা আমি

নিখে দিচ্চি, তবু দাদা ঠাকুরের বাস্তু আমি কারেও নিতে দিবকনি।

জয়দেব। পিতৃঋণে আমি ঋণী খুড়া দিগম্বর,
না হ'ও কাতর,
কবহ সত্বর ঋণমুক্ত মোরে,
যে কোন প্রকারে।
অহো পিতা ঋণী—
আছি আমি নিশ্চিন্ত কিরূপে ?
বল দাদা, ঋণ মুক্তে কি আছে উপায় ?

দিগম্বর। বাবা ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি এজ্ঞে, দাদা ঠাকুরের বাস্তু তুমি দিওনি, আমিই তোমার ঋণ শোধ ক'রব, তা এক বছরে পারি, দুবছরে পারি, সারা জীবন ধ'রে পারি, ক'ল্লেই আমি রাজী।

নিরঞ্জন। হাঁরে দিগম্বরে, পাজী ছুঁচো নচ্ছার বেটা, তোর সঙ্গে আমার কি খপর বল্ দেখি ? জয়ার বাস্তুতে তোর এত টাঁক্ কেন ? জয়া যখন সাফ হরি নাম ধ'রেচে, তখন ওর বাস্তু রেখেই বা লাভ কি ঘ'টবে বল্ ? আর তুই বেটা বেনে, তোর কাছেই বা ও ব্রাহ্মণের ছেলে ঋণী থাকবে কেন ? (স্বগতঃ) জয়ার বাস্তু নৈলে আমার আর গোয়াল বাড়ী ক'রবার একরত্তি স্থান নেই। এ বেটা বেনে এসে কেবল বাগড়া দেয়।

জয়দেব। দাদা নিরঞ্জন,
সত্য সে বচন,

পুনঃ কেন অন্যের নিকটে হই ঋণী ?
এ ত নহে শাস্ত্র বাণী,
নহে ন্যায়োচিত ধারা।
বেনে খুড়ো, না করিও ক্রোধ,
পাল অনুরোধ, বাস্তু দিয়া ওরে,
ঋণমুক্ত কর মোরে।

দিগম্বর। হাঃ বাবা গোপীবল্লভ, আমি এমনি নরাধম, দাদাঠাকুরের সাধের বাস্তু আজ বিনি দায়ে বিক্রি হ'য়ে গেল, এও আমায় দেখতে হ'লক্ ?

জয়দেব। (স্বগতঃ) শোন শোন বংশীর নিস্বন,
যাই সখা, কর সম্বরণ ক্ষণ কাল,
কি জঞ্জাল.
এখন ত মোহ-জাল ঘুচে নাই মোর !
ডোর বাঁধা পায়ে, যাই কি উপায়ে ?
রাধিকারমণ। কর আকর্ষণ,
ছিঁড়ে যাক্ ডোর, প্রেমে হই ভোর,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাই চলি।
বনমালি ! কাঁদে প্রাণ দাঁড়াও দাঁড়াও।
(প্রকাশ্যে) কই কিসে হবে করিতে স্বাক্ষর ?

নিরঞ্জন। এই যে, এই যে আমি সব প্রস্তুত ক'রে রেখেচি, একটা শ্রী লিখত যাদু, তার পর একটা জ লেখত ধন, তারপর য় লিখত মাণিক, আর তোমাকেই বা কি ব'লতে

হবে, তুমি ত আর আমাদের মত মূর্খ নও। [কবলা দেওন
জয়দেব কর্ত্তৃক স্বাক্ষর, নেপথ্যে সহসা গেল গেল, সব গেল,
জল আন্ জল আন্ শব্দ]

রঞ্জন। কি হ'ল, কি হ'ল, আমার বাড়ীর দিকে ধোঁয়া উঠ্‌চে
কেন? দিগম্বরে, দেখ্‌ত? শীগগির শীগগির সই ক'রে
ফেলত ভায়া!

জয়দেব। এই লও দাদা।

নিরঞ্জনের শিশু কন্যার প্রবেশ।

শিশুকন্যা। ওগো—তোমরা শুতে তলনা গো, আমাদের ঘর
[illegible]ল থব পুলে গেল। ও বাবা তুই? [illegible]

নিরঞ্জন। অঁ্যা অ্যা কি বলিস্ টেঁপি! ওরে বাপ্‌রে, কি
সর্ব্বনাশরে—

(নেপথ্যে পূর্ব্ববৎ কোলাহল)

ঐ রে—হায় হায়, বাপসকল, ভাইসকল, সর্ব্বনাশ হ'ল,
রক্ষা কর। ওরে দিগম্বরে, জয়া, ছুটে আয়রে ছুটে আয়!
সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল।

[[illegible]

শিশুকন্যা। থব পুলে দাত্তে বাবা, থব পুলে দাত্তে।

[বেগে প্রস্থান।

দিগম্বর। পুড়্‌বেক না? যারা এমন অধর্ম্ম ক'র্‌তে পারেক,

টাকার দায়ে যারা ২৩৬৲ টাকা হর বর সর ক'রে নিতে পারেক, তাদের ঘর পুড়্বেক না ত পুড়্বেক কার?

জয়দেব। সাধু, সাধু-প্রাণে কেন এত সঙ্কীর্ণতা?
রাখ কথা, চল যাই বিপন্ন আশ্রম,
আপন করম সাধি চরম সময়।

[বেগে দিগম্বর সহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

পদ্মা ও সখীগণের প্রবেশ।

গীত

সখীগণ। খালি খালি বুলি কেন, খেলি চল্ বোন্ বরকনে।
কে কার বর কে কার কনে, বেছে নে সই মনে মনে
১ম সখী। আমি হব' সইয়ের বর, সই হবে আমার কনে,
কার' বাধা শুনব নাক রাখ্‌ব কনেয় চোখের কোণে
২য় সখী। আমারও সই সাধ হয় ভাই, বাঁধা রই ঐ শ্রীচরণে,
ইসারায় উঠ্‌ব বস্‌ব, মেনে মেনে লাজ কেনে,
সখীগণ। বুঝি নোস্‌লো তোরা মনের মত—
সয়ের বর চাই ভাই চন্‌চনে॥

পদ্মাবতী। গীত

সই হবি কি আমার বর।
অধরে হাস্ মৃদুহাসি, ধর করে বাঁশী, বাজালো কিশোরীভোলা স্বর॥
খুলি কটীবাস পর পীতধড়া, বেঁধো শিরে সখি মোহন শিখি-চূড়া,
চ'ড়ি চল্ গোঠে, যমুনার তটে, সাজ যে রাখাল নটবর॥

বালিকা মূর্ত্তিতে শ্রীরাধার প্রবেশ।

রাধা। ও বোন্, আমি তোকে খুঁজি ফুলবাগানে আর তুই এখানে? হাঁ লা পদ্মা, তোর এত ভুল কেন হয় বল দেখি? কাল্‌কে থেকে কথা হ'ল, খুব সকালে উঠে ফুলবাগানে ফুল তুলে কেষ্টঠাকুরের পূজা ক'র্‌ব, আর আজ তুই এর মধ্যে সব কথা ভুলে গেছিস্?

পদ্মা। না বোন্, ভুল হয় নি, আমি যাচ্ছিলুম, সয়েরা এসে সব ভুল ক'রে দিলে।

রাধা। ওদের কি? ওরা কেবল রঙ্গেই থাকে। এখন আয়, কত বেলা হ'য়ে গেছে দেখ্ দেখি? জানিস্ ত—শ্যামের একটু কিছু কম্‌তি হ'লে কি ক'রে বসে? রাধাকে একশ বছর চোখের জলে ভাসিয়েছিল।

পদ্মা। ওমা সত্যি নাকি! তুই তাহ'লে ত শ্যামের অনেক খপর রাখিস্ বোন্। ওমা. শ্যাম এমন।

রাধা। অমন ক'র্‌লি যে—তাতে শ্যামের যে শুধু দোষ, তা নয়, রাধাই নিজের দোষে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেছিল। শ্যাম তাকে

বড় ভালবাসত কিনা, তাই ছুঁড়ির দেমাক জুটল। দর্পহারী শ্যাম অমনি তার সে দেমাক ভেঙ্গে দিলেন। একশ বছর ধ'রে চোখের জলে নাকের জলে ক'রে ছাড়লেন।

পদ্মা। তাই বল্, তা না হ'লে শ্যাম আবার প্যারীকে কাঁদাতে পারে? বলে—যার জন্যে গোকুলে লম্পট নাম কিনলেন, জটিলে কুটিলের কত তিরস্কার, কত গালাগালি খেলেন, খাওয়া নেই—নাওয়া নেই কদম গাছের তলা সার ক'রলেন, তিনি আবার রাধার দুর্দ্দশা ক'রবেন, কথাটা শুনেই প্রথম আমার কেমন লেগেছিল বোন্!

১ম সখী। পদ্মার জ্বালায় গেলুম বোন্—যেমনি গোসাই বাড়ীর এই ছুঁড়ি আর তেমনি আমাদের পদ্মা, কেষ্টর কথা পেলে ওদের আর ক্ষিদে তৃষ্ণা থাকে না। চল্ চল্, আমরা ফুলবাগানে খেলা করিগে চল্।

পদ্মা। সে কথা ত আগেই ব'লছিনু বোন্। চল্, সেখানে গিয়ে কৃষ্ণপূজা করিগে।

[সকলের প্রস্থান

সুদেব ও সুমতির প্রবেশ।

সুদেব। পদ্মা গান গাচ্ছিল, পালাল কেন?

সুমতি। সেকি আর তোমার কাছে এখনও গান গাইবে?

সুদেব। গাইবে না? তবে না গাক্। তাই ত!

সুমতি। হাঁগা, তাই ত ব'লে মুখখানা অত ভার ক'রলে কেন?

সুদেব। ব্রাহ্মণি! আমার যে কি ভাবনা, তা আর তোমায় কি ব'লব? তুমি স্ত্রীলোক—

সুমতি। হাঁ হাঁ অমন কথা ব'লতে আছে, আমি স্ত্রীলোক এ কথা তোমায় কে ব'ল্লে? কাছা না থাকলেই বুঝি মেয়ে মানুষ হয়?

সুদেব। যাও—সকল সময় রহস্য ভাল লাগে না।

সুমতি। তা ব'লে আমি তোমার মত গম্ভীর হ'তে পারব না।

সুদেব। ব্রাহ্মণি! চিরদিন তোমার এক ভাবেই গেল। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট-গগন যে কি ভীষণ গাঢ় অন্ধকারময়, তা একবারও ভেবে দেখ্‌ছ না?

সুমতি। খুব বুঝেছি, কেন বল দেখি তুমি এত ভাব? দেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের কথা ত' জান, মেয়েকে জগন্নাথের সেবাদাসী কর' না। সে শাক্ত রাজা—এ কথা যদি শুনে, তাহ'লে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে? তাই ব'ল্‌চি, সে সব কথা ভুলে যাও।

সুদেব। ভুলে যাব? বল কি গৃহিণি! প্রভু জগন্নাথের মানসে যে আমাদের পদ্মা! মনে নাই সুমতি! যখন অপুত্রক অবস্থায় দম্পতি মিলে শ্রীক্ষেত্রধামে গিয়ে বাবার নিকট মানস ক'রলেম, বাবা, তুমি যদি আমাদের পুত্র দান কর, তা'হলে সেই পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হ'লেই তোমার মন্দিরের নফর ক'রে দোব, আর যদি কন্যা প্রাপ্ত হই, তাহ'লে সেই কন্যা প্রভুর সেবা-দাসী ক'রে আমাদের মানস-ঋণ পরিশোধ ক'রব। গৃহিণি, বল কি আজ শপথ ভুলে যাব?

সুমতি। কিসে শপথ রক্ষা হবে নাথ! প্রাণের পদ্মাকে অকূলে ফেলে দিয়ে শপথ রক্ষা করা, এও কি সম্ভব?

সুদেব। আর ব্রাহ্মণ হ'য়ে দেবক্ষেত্রে দেবতার নিকট মানসঋণ পরিশোধ না করা, তাও কি সম্ভব? ব্রাহ্মণি! পদ্মা যে আমাদের ভিক্ষালব্ধ ধন! যে পণে আবদ্ধ হ'য়ে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রেচি, আজ সে পণ কেমন ক'রে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌ব?

সুমতি। ভুলে যাও, ভুলে যাও প্রভু! মনে ক'র্‌তেও কষ্ট বোধ হ'চ্চে, সে পণ লঙ্ঘনে নরকবাসও আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর!

সুদেব। সে ত মৃত্যুর পরের ব্যবস্থা, কিন্তু—

সুমতি। কিন্তু কি প্রভু!

সুদেব। আমরা যদি মায়ার ঘোরে প্রতিজ্ঞার কথাই ভুলি সুমতি, তাই'লে যাঁর বস্তু, তিনি যদি গ্রহণ করেন—

সুমতি। ষাট্‌ ষাট্‌, এমন কথাও ব'ল্লে? এও আবার কথা! ওগো, আমার মাথাটা যে কেমন ক'রে উঠ্‌ল! ওমা, চোখে যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ওমা, আমার পদ্মা কোথায় গেল? পদ্মা, পদ্মা, কি সর্ব্বনাশের কথা শুনি মা! গলায় শিলা বেঁধে দিয়ে কেমন ক'রে তোকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দোব মা! না না, এ প্রাণ থাক্‌তে তা কখন পার্‌ব না। ফুটন্ত পদ্ম আমার কোথায় খেলা ক'র্‌চে, দেখিগে।

[প্রস্থান।

সুদেব। স্নেহ এমনই বিষম পদার্থ বটে। দয়াময় জগন্নাথ! হৃদয়ে বল দাও, মায়ান্ধকার দূর কর। আর সময় নাই প্রভো, পদ্মা আমার পরিণতবয়স্কা

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিরঞ্জনের দগ্ধগৃহ।

শূন্যে শ্রীকৃষ্ণের ছায়াবিকাশ।

জয়দেব আসীন।

জয়দেব। ঐ যে, ঐ যে আমার সেই নবজলধর নবনটবর! এই যে তুমি আমার সঙ্গে এই জ্বলন্ত গৃহে শীতল জল ঢেলে দিয়ে প্রবল আগুণ নিবিয়ে দিলে! এরই মধ্যে প্রভু অত দূরে গিয়ে প'ড়েচ? ওকি, ওকি, সর্ব্ব শরীর যে ঘর্ম্মাক্ত। অহো প্রভু! না জানি নবনীত-গাত্রে কত উত্তাপই লেগেচে! মুখপদ্ম যে শুকিয়ে গিয়েচে! দয়াময়! আজ ভক্তের জন্য বড় শ্রান্ত হ'য়েচ! তাই বলি, দাঁড়াও, দাঁড়াও হরি, তোমার কোমল গাত্রে একবার বাতাস করি, দাঁড়াও।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

নিরঞ্জন, দিগম্বর, প্রতিবেশিগণ ও নিরঞ্জনের স্ত্রীর প্রবেশ।

প্রতিবেশিগণ। সব আগুণ জল হ'য়ে গেল, বড় ঘরখানা রক্ষা হ'য়ে গেল!

নিরঞ্জন। অ্যাঁ—অ্যাঁ, জয়া মানুষ না দেবতা?

প্রতিবেশিগণ। দেবতা, দেবতা, জয়া আগুণে ঢুকতেই সমস্ত আগুণ জল হ'য়ে গেল। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য।

দিগম্বর। বাবা ঠাকুর আমার কম্‌নে গেল? বাবা ঠাকুর! বাবা ঠাকুর!

১ম প্রতিবেশী। আমি দেখেচি, বাবা ঠাকুর আগুণ থেকে বেরিয়ে ছুট দিয়েচে।

দিগম্বর। দিয়েছেক, কোন্‌দিকে গিয়েছেক?

নিরঞ্জন। সে আমার প্রাণে বেঁচে আছে ত? ভাই জয়া, ভাই জয়া!

দিগম্বর। চল চল, বাবা ঠাকুরকে আমার সকলে মিলে খুঁজে আনিগে চল।

২য় প্রতিবেশী। তুমি যাবেক কেন হে, আমরা যাচ্চি, এখনি দেবতাকে ধ'রে আন্‌চি।

[প্রতিবেশীগণের প্রস্থান।

নিরঞ্জন-পত্নী। ঠাকুরপো সত্যি সত্যি মানুষ নয় গো, সত্যি সত্যি মানুষ নয় [illegible] আগুণ জল হ'য়ে যায়!

নিরঞ্জন। আর আমি সেই দেবতার বাস্তুভিটে আজ ছলনা-চাতুর্য্যে কয়লায় স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েচি। যে আমার জন্য আজ জীবনের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দিলে, যার অপার দয়ায় আমার পত্নী-কন্যাকে আজ পরগৃহে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে হ'ল না, তাকে আমি—স্মরণ ক'র্‌তেও বুক কেঁপে যাচ্চে। দয়াময় ভগবান। তুমিই সত্য। অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়ে পাপের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়েচ। আর কেন পাপপুণ্যের ফলদাতা—আর পরীক্ষা কেন? এই আমি জয়ার বাস্তুভিটার বিক্রয় কয়লা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে আগুনে ফেলে দি। (অগ্নিতে নিক্ষেপ) জয়া, আয় ভাই, একবার এসে নরাধম নিরঞ্জনের পাপ-অঙ্গ স্পর্শ কর্। পবিত্রাত্মা, পতিতকে পবিত্র কর্।

নিরঞ্জন-পত্নী। ও মিন্‌সে! ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড ক'রেছিলে? তা ত আমায় একবারও বলনি! তবে আর তোমার ঘর পুড়্‌বে না ত পুড়্‌বে কার?

নিরঞ্জন। আমার ঘর পুড়্‌বে না ত পুড়্‌বে কার? অর্থগৃধ্নু মহাপাপী আমি, চণ্ডাল অর্থলোভী আমি, পরপীড়ক কুসীদভক্ষ্য আমি, দয়া-মমতাহীন কঠোর ছদ্মবেশী দস্যু আমি, আমার ঘর পুড়্‌বে না ত পুড়্‌বে কার? সত্যই ব'লেচ গৃহিণি!

নিরঞ্জন-পত্নী। তা বেস হ'য়েচে, যেমন কাজ তার তেমনি ফল হ'য়েচে। এখন ঠাকুরপোকে খুঁজে বাড়ী নিয়ে এস। ওগো,

সে মানুষ নয়, তার দীর্ঘ নিশ্বাসে আমাদের কিছু থাক্‌বে না! বুড়ো বয়সের মেয়েটাও টিক্‌বে না!

নিরঞ্জন। কিছুই থাক্‌বে না, কিছুই টিক্‌বেনা। তা ত বেস বুঝ্‌তে পার্‌চি। জ্বলে যাচ্চি, জ্বলন্ত আগুণের চেয়েও আমার বুক আরও জ্ব'লে যাচ্চে! যেতে পার্‌চি না, জয়ার কাছে যেতে পার্‌চি না। কোন্ মুখে যাব, জয়াকে কেমন ক'রে মুখ দেখাব? জয়া কি ব'ল্‌বে? জয়া কি মনে ক'র্‌বে?

নিরঞ্জন-পত্নী। এখন ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মাল, তখন কেন তার সঙ্গে অমন ক'রেছিলে! ওমা, কি হ'ল গো, আমার টেঁপী কেমন ক'রে বাঁচ্‌বে গো। ওগো ঠাকুরপো গো, তুমি সদয় হও গো। (রোদন)।

দিগম্বর। খুড়ি মা, চুপ করুন। তোমার নফর দিগম্বর, বাবা-ঠাকুরকে আন্‌বেই আন্‌বেক।

নিরঞ্জন। দিগম্বরে! চল্ বাপ, আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না। জয়ার জন্যে আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি ক'চ্চে। চল্ চল্, স্বর্গের দেবতা মর্ত্ত্যে এসে কোথায় লুকিয়ে প'ড়ল, তাই দেখিগে চল্। জয়া, যদি তোর চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাই, যদি তোর সেই চাঁদমুখের অভয় বাক্য শুন্‌তে পাই, তাহ'লেই আমার কেঁদুলির সম্বন্ধ রৈল, নৈলে এই শেষ, এই যাত্রাই আমার মহাযাত্রা। দিগম্বরে, আয় বাপ, চোখের ঠুলি খুলে ফেলিচি, এখন পথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই চল্।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

দিগম্বর। বাবাঠাকুর গো—বাবাঠাকুর বিনে আমি সব আঁধার দেখ্‌চি গো।

নিরঞ্জন-পত্নী। ওগো, আমার কি হ'ল গো। (রোদন)।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গণ।

মার্জ্জনী হস্তে বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। মিন্‌সের সংসারে ঢুকে অবৃদি ঝাঁট দিতে দিতে কোমরে বাত ধ'রে গেল। তবু কি মিন্‌সের মন পাই? আবার ক'দিন থেকে ধুয়ো ধ'রেচে, আমি আর ঘরে থাক্‌বনি। রাধামাধব স্বপ্ন দিয়েচেন, জয়দেব ব'লে তাঁর এক ভক্ত আছে, সেই ভক্ত শ্রীক্ষেত্রধামে যাবে, তার সঙ্গে তুই চ'লে আয়। পোড়ার মুখো রাধামাধব আমার! দ্বাপরে এসে বৃন্দাবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ ক'র্‌লেন, আবার কলিতে বিম্‌লির মাথা খেতে ব'সেচেন। মিন্‌সের ত দিন রাত্তির ঐ তপ আর ঐ জপ, এই আছে—এই আছে—অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, ঐ নূপুর বাজ্‌চে! বিমলা, শুনতে পাচ্চিস্? কেমন নূপুরের মিষ্টিস্বর শুনতে

পাচ্চিস্ ? মব ছিষ্টিছাড়া মিন্‌সে ! ক্ষেপ্‌লি নাকি ? (ঝাঁট দেওন) কতক্ষণে যে মিন্‌সে বাজার ক'রে ফিরবেন, তা ত ব'ল্‌তে পারি না। আবার না কাল্‌কের মত হয় !

পড়ুয়াবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। পাঠশালায় যাচ্ছিলুম, তোমায় দেখে কেমন আমার মাসী ব'ল্‌তে ইচ্ছে হ'ল। হাঁগা মাসি—

বিমলা। ইনি আবার কে গো—বা, আবার হাসি দেখনা ? কাল মুখে হাস্‌চেন, যেন হুঁকোর খোলে দুর্গানাম লিখ্‌চেন।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। মাসী আমায় ঝাঁট দিচ্চেন, যেন মনের ময়লা তুলে ফেল্‌চেন।

বিমলা। বা, ছোঁড়া খুবত ? তুই কাদের রে ?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। মাসী বুঝি চাঁড়ালের মেয়ে ?

বিমলা। মর্ মুখপোড়া, কথার ঢং দেখ্‌লে ?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। বা, মাসীর কেমন বোনপোর উপর কথার ছিরি ছাঁদ দেখ্‌লে ?

বিমলা। তুই কাদের রে ?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। কেন তা ব'ল্‌ব। তুমি পাঁচ জনকে ব'লে দেবে, তাহ'লে মা আমার আর তোমার কাছে আস্‌তে দেবেনা। বোনপোর আবার জেতের খপর কেন মাসি !

বিমলা। এ পোড়ার মুখো ছেলে কে গো ? একেবারে যে আমায় থ ক'রে দিলে গা। হ্যাঁরে, তোর কোন্ পাড়াতে ঘর ?

আসতে দিবে না। ক্রমে পরিচয় পাওয়া যাবে। ঐ যে মিন্‌সে আসচে। ওমা, শুধু হাতে যে! ও মিন্‌সে, তোর বাজার কোথা? কাকে বা দিয়ে এলি? হা আমার পোড়া কপাল

পরাশরের প্রবেশ।

গীত।

এই ব'লে নূপুর বাজে।
সাধ্ সাধ্ সাধ্, সারি গ কাঝ,
কিবা কল বলে ব্যাজে॥
ক'রে দেব পার, ভব-পারাবার,
আমি কর্ণধার, কি ভাবনা আর,
মায়া-মোহ ভ্রান্তি রাখরে বিধাত্র,
(ওরে) আয়রে ভিখারী সাজে॥
অনিত্য বিষয়ে প্রমত্ত রহিয়ে,
পরমার্থ কেন যাস্‌রে ভুলিয়া,
রঙ্গভূমি মাঝে নাট সাজিয়ে,
(ও তোর) ভয় কি কুল-মান-লাজে॥

পরাশর। আজ মধ্যাহ্নে— বিমলা, আজ মধ্যাহ্নে—
আমার শ্রুত নূপুরধ্বনির কথা বলতে পারবি। কাল আবার স্বপ্ন দেখলেম, প্রভু আমার শিয়রে এলেন, সেই বিনোদ মোহন বেশ, সেই চারু-চাঁচর মনোহর কেশ—

বিমলা। বেশ বেশ, খুব বলা হচ্চে, মেনসের চং দেখনা? আরে হতচ্ছাড়া, তোর বাজার কোথা? দিব্বি শোনা হবে কিসে?

পরাশর। বিমলা, তুই যাই বল্, পরাশর কোন্ পুন্যে আজ আমার রাধামাধবের নূপুর-ধ্বনি শুনতে পায়। ঐ শোন্, ঐ শোন্, শুনতে পাচ্ছিস? বিমলা, শত ভ্রমর যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌চে! শত কোকিল যেন এককালে কুহু কুহু স্বরে বিশ্বভুবন মাতিয়ে তুলে

হাঁ হাঁ, তারপর বাবা সাহেব আমায় বল্লেন – "পরাশর! আর দিন নাই, আগামী কল্য মধ্যাহ্নে আমার ভক্ত জয়দেব রাজপথ দিয়ে আমার নিকট আসবে, তুই তার সঙ্গে চ'লে যাস্।"

বিমলা, আজ সেই শুভ দিন, আজ সেই শুভ মধ্যাহ্ন আস্‌বে। আয় বিমলা নৃত্য করি আয়। এমন দিন আর হবে না, এমন দিন আর পাব না।

পরাশরের রোগমুক্তির আজ শেষ দিন। মায়া-রজ্জু ছেদনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত।

বমলা। মুখে আগুন তোমার, বাজার কোথা না মায়া-রজ্জু! সীতে কর নারা, না কাঁটা- -লের আমসত্ব? এ যে নত্ব সত্ব থেকো ন্যাকা মিন্‌সের জ্বালায় মলুম মা! হাট ক'রতে যাবে, কিনে কেটে পরকে দিয়ে, নিজে শুধু হাতে, ঘরে ফিরে আস্‌বে। আরে মিন্‌ষে, আজ রান্না হ'বে কিসে?

পরাশর। অ্যাঁ — অ্যাঁ, তাইত, ওঁ. ও বাক্ষ্য: সে বিমলা বড় দুঃখের কথা! আমি আন্‌ছিলুম, সত্যি ব'লচি, তুই হাট- থেকে আমায় যা — যা আন্‌তে ব'- ছিলি, আমি সত্যি ব'লচি, সেই সব জিনিষই আন্‌ছিলুম! কিন্তু ঘরে এনে পঁহুছাতে পারলুম না। পরাণে তোদের তিন দিন আগে

হয়নি, তাই … চাল ডাল গুলো
দিতে হলো। আর ভট্টাচার্য্য মশায়ের তরকারির
অভাবে ক'দিন মোটে খাওয়াই হয়নি,
তাই তাকে তরকারীগুলো দিয়ে ফেল্লুম
আর কি;

বিমলা। আ-হা-হা, গা … ক'রে দিলে
আর কি? মিনসের কথা শুনলে মা!

পরাশর। তা বিমলা, সে সব কথা যাক্। কে কাকে
খাওয়ায়, কে কাকে …। সব শ্রীকৃষ্ণের
ইচ্ছা! যাক্ যাক্, এখন আমায় প্রস্তুত
হতে হয়েছে। রান্না বান্না আজ থাক্,
পোড়া পেটে খেয়ে আর হবে। … যে
দিন আজ এসেচে বিমলা, সে দিন
আর এসবে কিছুই প্রয়োজন হবে না।
ঐ-ঐ বিমলা, শুনছিস্, শুনতে পাচ্ছিস
…?

বিমলা। এই রে মিনসেকে ভূতে পেয়েছে রে
রে! আরে মিনসে, সকাল …

জয়দেব।

স্নান কর্‌না গে, মাথা গোঁড়া হবে এখন।

পরাশর। তোর বিশ্বাস হ'চ্চে না বিমলো! ঐ শোন, রাধা মাধবের নূপুর-ধ্বনি। কিন্তু—।

বিমলা। মর তোর রাধামাধবের নূপুরে নিকুচি ক'রেচে! আমি তা শুন্‌তে চাইনা! বলি, তুই তো রাধামাধবের কথায় যে বিশ্বাস ক'রেচিস্—আজ এখনি জয়দেব বলে তার জন্য রাজ পথ দিয়ে যাবে, কৈ তুই তাকে দেখাতে পারবি?

পরাশর। নিশ্চয়, তাতে কি আর ভুল আছে।

বিমলা। তবে চল্ দেখি মিন্‌সে, তোর রাধামাধবের কথার হাঁরগ্যাদ কেমন!

পরাশর। চল্, গিয়েই পথে দেখ্‌তে পাবি।

[গীত গাহিতে গাহিতে বিমলার সহ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর — নির্জ্জন কক্ষ।

(চরণামৃত হস্তে অরুণার প্রবেশ।

অরুণা। গৌরী শঙ্করি!

রক্ষা কর হেমন্তেরে।
সঁপিয়াছি তোর রাঙা পায়,

রাখ' মার' যা আছে মা তোর মনে।
তোরই চরণামৃত একমাত্র ভরসা আমার;

ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। মা, মা!

অরুণা। কেন, কেন,
কি, কি রে ললিতে!
উপসর্গ কোন কিছু হ'য়েছে বাছার?

ললিতা। না মা, পাইয়াছি ভয়,
শোননি কি পাঠানের কথা?

অরুণা। তাই রে ললিতা;
ভাবিতেছি কি আমার কর্ত্তব্য এখন?
গৃহে প্রাণের রতন মৃত্যুশয্যাশায়ী,—
স্বামী ব্যস্ত উড়িষ্যা-বিজয়ে,
বহুদিন রাজ্য ছাড়ি আছেন বিদেশে।
অন্যদিকে দুরন্ত পাঠান,
বঙ্গ-সিংহাসন নিতে করে কুমন্ত্রণা—
মন্ত্রী কিংবা অন্য যত রাজকর্ম্মচারী,
হ'য়েছে উৎকোচপ্রিয় বিশ্বাসঘাতক।
রাজ্য জুড়ে চারিদিকে ছুটে বিভীষিকা!
আমি একা অবলা রমনী,
কাহার সাহায্য পাই এ বিপত্তিকালে!

ললিতা। আরও মা, এক গোপন সংবাদ,
প্রতিদিন নাকি মন্ত্রী-পুত্র পাঠান-শিবিরে—
করে যাতায়াত।

অরুণা। অ্যাঁ অ্যাঁ, এতদূর কুটিল ব্রাহ্মণ।
প্রবীণ পণ্ডিত মন্ত্রী এত হীনচেতা ?
পাঠায়ে পুত্রেরে পাঠানের দ্বারে—
সাধে বাদ নিজে থাকি অন্তরালে।
হায় রাজা।
দুগ্ধভাণ্ড রক্ষা ভার বিড়ালেরে দিয়ে
উড়িষ্যা-বিজয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত রহিলে ?

ললিতা। শুনি ত মা, আজ মহারাজ-
আসিবেন রাজধানীমাঝে।

অরুণা। স্থির তার আছে কিবা ?
আজ কাল করি গেল ত মা বহুদিন।
ধিক্‌রে স্বজনহন্তা বর্ব্বর বাঙ্গালি !
ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে—
অর্থলোভে নীচতায় করিয়ে আশ্রয়—
ব্রাহ্মণের ভোগতৃষা মিটাবার সাধ !
ভাগ্যদোষে এত ঘৃণ্য বঙ্গের ব্রাহ্মণ !
যাদের পবিত্র মুখে নীতি-বাক্য শুনে—
চরণে লোটায় শির রাজরাজেশ্বর,
সে ব্রাহ্মণ আজি হীন ভোগাসক্ত হীন অর্থলোভী !

একি রাজ-গুরু !
গুরুদেব ! প্রণমি চরণে।

রাজ-গুরুর প্রবেশ।

রাজ-গুরু। লক্ষ্মীরূপা রাজরাণী জননী আমার
ভেবেছিস্ আজ মাগো ! সন্তান-ভাবনা ?
ভয় নাই, যোগ-বলে জেনেছি সকল,
কি কারণ তোর মাতা অন্তর বিকল।

অরুণা। প্রভু ! এ অকূল রাজত্ব-সাগরে—
কর্ণধার বিনা এই আকুলা তরণী,
যায় ডুবে বিনা ঝঞ্ঝাবাতে আজ,
পার যদি রাখ তারে দয়াময় !

রাজ-গুরু নিশ্চিন্তে থাক্ গো সতি,
তোর মত বুদ্ধিমতী দেবী যার ঘরে,
কাতরে মা ! যে ভাবে দশের কথা,
পরদুঃখে কাঁদে প্রাণ যার—
ধ্যান জ্ঞান যার পর-উপকার—
চির বিজয়িনী শক্তি তার,
পূজামাল্য পায় সর্ব্বস্থানে।
তার কি বিপদ কভু থাকে কোন কালে ?

অরুণা। দেব ! গৃহে মুমূর্ষু সন্তান,
মহারাজ নাই সন্নিধানে,

তার কূটচক্রী কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতক যত—
অন্তঃশীলা ফল্গুর সমান,
যাতায়াত করিতেছে পাঠান-শিবিরে,
এ বিশাল পুরে—মাত্র আমি একা নিঃসহায়া—
আশ্রয়বিহীনা—তাই ভয় পাই দেব!

(নেপথ্যে বাদ্য)

একি অকস্মাৎ রাজ-আগমন-বাদ্য কেন—
বাজিল সহসা, দেখ্‌গো ললিতা—
এলেন কি মহারাজ—গৃহে ?
আয় দেখে আয় আর কি করিছে বাছা!

[ললিতার প্রস্থান।

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। হেমন্ত কেমন আছে রাণি!

অরুণা। সে একভাবেই আছে।
রাজ-বৈদ্যগণে অক্ষম সকলে—
প্রতিকার করিবারে এ বিষম রোগে।
তাই শঙ্কা সদা হয়, ভাবি মনে মনে—
কি আছে কপালে মোর।

লক্ষ্মণ। শঙ্কা-ভাবনার কথা বটে।
একি! প্রভু! প্রণমি চরণে। (প্রণাম

রাজ-গুরু। মা তারা করুন মঙ্গল তব।

সর্ব্ব কার্য্যে হও জয়ী।
শুনিয়াছ বৎস! রাজ্য-সমাচার,
মন্ত্রী-ব্যবহার, পাঠানের কথা?

লক্ষ্মণ। পিতা, পিতা, শুনিয়াছি জানিয়াছি সব গুপ্ত সমাচার,
তাই উড়িষ্যা-বিজয়ে ক্ষান্ত হ'য়ে—
সন্ধি করি রাজার সহিত—
আসিতেছি ত্বরা করি বঙ্গ-অভিমুখে।
পথে পাইনু সংবাদ,
ঘোরী মত্ত মগধ-বিজয়ে—
ফিরে যাবে তথা হ'তে—
আপাততঃ বঙ্গমুখে না আসিবে আর,
বুঝিলাম এ সকল প্রভুর মহিমা।—

অরুণা। পিতা—পিতা—কে আপনি?

রাজ-গুরু। জননি! আমিগো তনয় তোর!
মাগো! পেয়ে ভয় মা ব'লে মা, ল'য়েছি আশ্রয়,
লভিতে সান্ত্বনা-বাণী পাইতে অভয়।

লক্ষ্মণ। প্রভু, প্রভু, একি অসম্ভব শুনি!
বিশাল সাগর হইল গোক্ষুর,
উচ্চচূড় হিমাদ্রি অচল হইল কি বল্মিকীর স্তূপ
অপরূপ! দিনকর কর ভিক্ষা করে,
ভিখারীর দ্বারে রাজেন্দ্র আপনি?

রাজ-গুরু। নরমণি। অসম্ভব নাহি,

বাক্য কভু না করিও হেলা,
বাহ্য-বিশৃঙ্খলা যদিও অন্তর,
তথাপিও নরবর,
বাঙলার ভাবী চিত্র অতি ভয়ঙ্কর।

লক্ষ্মণ। প্রভু বাক্যে শিহরিল প্রাণ,
হইল বিলোপ জ্ঞান, তবতরে কাঁপিল ধমনী,
কি শুনি—কি শুনি প্রভু! সেই সেই অশনিসম্পাত
কিরূপে কেমনে হবে? কে তার নিয়ন্তা প্রভু।

রাজ-গুরু। কেন্দুবিল্বে গোস্বামীর কুলে—
জন্মেচে সে বজ্ররূপী জয়দেব নামে—
কর্ম্মত্যাগী বৈষ্ণব চণ্ডাল,
কালরূপী বাঙলার।
করিছে প্রচার, শক্তিপূজা করিয়া বর্জ্জন—
দাও প্রাণ-মন সত্ত্বময় শ্রীবিষ্ণুর পায়।
ভাব রাজা, ভাবী ছবি—
বৈষ্ণবের বৈরাগ্য-আলস্যে, যাবে যাবে সব যাবে,
শক্তি লোপ পাবে, জড়তা আসিবে,
বাঙলার ঘটিবে পতন।

লক্ষ্মণ। ধন্য গুরো, ধৃতি আপনার—
কালরূপী সত্যই সে ব্রাহ্মণ-কুমার।
শক্তির সাধনা হ'লে তিরোধান,
হবে দেশে বৈষ্ণব প্রধান,

বীরাচার যাবে,
পুরুষত্ব আর না থাকিবে,
দুর্ব্বলা রমণী সম ধরিবে স্বভাব,
আর বিচারের নাহি অবসর—

বেগে ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। মা, মা, বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল ; কুমার—

অরুণা। অ্যাঁ, কিবা সর্ব্বনাশ, কুমারের কি হ'ল ললিতা !

ললিতা। মা, মা দেখ্‌বেন চলুন, রাজকুমার অসাড় হ'য়ে প'ড়েচেন।

অরুণা। কি, কি, কুমার আমার ! নীরব, স্থির ?
বাছা আমার নাই কি ললিতা !
হা কুমার, হা কুমার !
এস মহারাজ, গুরুদেবে ল'য়ে সাথে,
দেখি গিয়া হেমন্তের কি হ'ল আমার।

[ললিতা সহ বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। হা কুমার হেমন্ত আমার—
হৃদয়-সর্ব্বস্ব, ভেঙে গেল—ভেঙে গেল বুক !
তারা তারা, মা, মা,
কি ক'রিলি কঠিনা পাষাণি,

অতি সাধে বাদ হ'ল যে জননি !
গুরু, গুরু, অসহ্য হইল এইবার,
চলুন, চলুন, দেখি গিয়া,
অভাগার ভাগ্যে আছে কিবা ?

[বেগে প্রস্থান

রাজ-গুরু। এ কৌশল আমারি রচনা।
কুমারের কায়ে ব্যাধির সঞ্চার,
করেছিনু যোগ-বলে—
এবে ছলে মৃত্যু তার।
(নেপথ্যে ঘোর ক্রন্দনধ্বনি)
কে বুঝিবে রহস্য ইহার।
নীচ আত্মা ল'য়ে - জন্মেছে কুমার,
তাই তার আত্মা ফেলি দূরে,
অন্য এক উন্নত আত্মায়—
কুমারের দেহে সংযোজিব, উন্নত করিব রাজকুল।
মরা পুত্র বাঁচাবার ভাণে,
ল'য়ে যাব যোগাশ্রমে রাজারাণী,
দেখাইব শক্তির মহিমা।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। গীত

আমার রাধানামের সাধা বাঁশী বাজ্‌বে আরেক বাজ্‌বে আজ্‌।
বাঁধাসুরে বাজিস্‌ ওরে আমার ভাবের ভাবুক আস্‌চে আজ।
বাঁশী বাজ্‌বে বাজ্‌বে রাধা—রা—ধা,
যার লাগি যে নন্দের বইলি বাধা,
সেই রাধানাম ভুলিস্‌ কেন কিসে পাস্‌বে বাধা,
তোর রাধা বল কে নিল হ'বে, কে ক'রলে রে বল্‌ এমন কাজ।।

ঐ যে আমার পরম ভক্ত জয়দেব আস্‌চে। তাই আমি আগের পথে বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে যাচ্ছি। এস, এস, ভাই আমার এস।

[প্রস্থান।

জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। চল্‌ চ'লে মন
এ ভবন নিত্য শান্তি নয়,
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষের আলয়।
পায় কেবা মরুমাঝে জল ?
অবিকল মায়া-মরীচিকা।
বাঁকা সখা, কোথা তুমি ?

অন্তর্য্যামি! দাও দরশন!
নারায়ণ, কহ তব দেখা পাই?
প্রেমের গোঁসাই কোথা গেলে পাব দরশন?
কয় লোকে পুরুষ-উত্তম!
পুরুষ-উত্তম তব ঠাঁই,
তাই যাই সেই পথে—
চেনাও অজ্ঞাত পথ,—
মনোরথ পূরাও মুরারি!

পরাশর ও বিমলার প্রবেশ।

পরাশর। এই যে মহাপুরুষ চ'লেছেন। মশায়, একটু দাঁড়ি[ইয়ে যা]বেন। দেখ্ মাগি, কথা সত্যি কিনা দেখ্।

বিমলা। ব'না মিন্সে, এই সেই লোক কিনা—আমি ভাল ক'[রে] জিজ্ঞাসা করি। ক'সেমেজে পরক ক'রেনি।

পরাশর। তুই আর কি পরক ক'র্বি, আমিই জিজ্ঞা[সা] ক'র্‌চি দেখ্? কেমন মশায়! আপনার নাম জয়দেব কি[না] বলুন দেখি?

বিমলা। এ মিন্সে, এ সব তোর চালাকি।

জয়দেব। কেন বালা, করিছ সংশয়,
বিন্দু মিথ্যা নয়, তব স্বামী-বাণী,
রমণীর ধর্ম্ম পালগো ললনে,
এক মনে স্বামী-পদসহ কৃষ্ণ-পদ কর পূজা।

পরাশর। দেখ্‌লি মাগি। আমার কি মিথ্যা কথা?

বিমলা। ওগো, আমার যে কান্না পাচ্চে।

পরাশর। মাগি, তুই বড় নিষ্ঠুর। আমায় ফাঁদে ফেল্‌বার যোগাড় ক'রচিস। লোকে স্ত্রীর সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করে ব'লে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে। কিন্তু তুই আমার সেই ধর্ম্ম-পথে বিঘ্ন দিচ্চিস!

বিমলা। কি ব'ল্লি হতভাগা, আমি তোর ধর্ম্ম-পথে বিঘ্ন দিচ্চি যা-যা, তুই যেখানে ইচ্ছে চ'লে যা। আমি তোকে আর কোন কথা ব'ল্‌তে চাই না। বিমলা. চিরদিন জ্বালা-যন্ত্রণা প'ড়ে ছট্‌পট্ ক'রবে, তবু তোকে আর কোন কথা ব'ল্‌বে না। তবে আমার উপায়? আমার উপায়, যা হয় তা হবে।

জয়দেব। ঐ শোন, ঐ শোন বাজিছে বাঁশরী,
আর হেথা রহিবারে নারি!

পরাশর। মরি—মরি নূপুরের স্বরে কত মধু ঢালা।

জয়দেব। দাঁড়াও, দাঁড়াও হরি মদনমোহন!
এস চলি কৃষ্ণভক্ত প্রেমিক সুজন।

[প্রস্থান

পরাশর। অগ্রসর হ'ন দ্বিজবর,
এ কিঙ্কর রহিল পশ্চাতে সদা।

[প্রস্থান

বিমলা। তাই ত—এ মিন্‌সের আক্কেল কি গা? বাবা

সময় একবার ফিরেও চেয়ে গেল না? মিন্‌সেটার জন্যে বুকটা যে থর থর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ছে। গুণের দেবতা, তোমার এই কাজ? আজ বিমলার সর্ব্বনাশ ক'রে ছাড়্‌লে? কেন হরি, আমি তোমার কি ক'রেচি? তোমাকে ভজন করিনি ব'লে? কেন নারায়ণ, তুমিই ত বল, পতিই স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব, পরমগুরু, জগদীশ্বর। তবে আমার সে জগদীশ্বরকে আজ আমার নিকট হ'তে দূরে নিয়ে গেলে কেন? কি যন্ত্রণা। কি জ্বালা! ওগো, পতিবিরহে নারী কেমন ক'রে বাচে? যাই মা! (উপবেশন ও রোদন)

সহসা বালক-বেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত

কার তরে তুই কাঁদিস্ মাসি, কার তরে তুই কাঁদিস্—
একলাটী এ মাঠে।
তোর কেউ নেই এখানে, আপন মনে কার তরে তুই ভাবিস্—
এ একটা মজা বটে।
মোরা দিদি ব'লেছিলি, কেন গো মাসি ভুলে গেলি,
কিসে এমন ব্যথা পেলি ব'লনা গো মুখফুটে,
মায়ের বোন মাসী তুই আমার বুকটা যে মা ফাটে—
আমার বুকটা যে মা ফাটে।।

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যপার্শ্বস্থ শ্মশান।

রাজগুরু যোগে উপবিষ্ট, সম্মুখে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।

রাজ-গুরু। ওঁ স্বাহা ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে,

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে। (প্রণাম)

সময় উত্তীর্ণ প্রায়। কৈ, রাজরাণী কোথায়? মৃতপুত্র কোলে ল'য়ে বিনা অশ্রুবর্ষণ আমার নিকট এখন এল না? তবে কি পুত্রশোকাতুরা রাণী আমার কঠোর আদেশ পালনে অক্ষম।

মৃত হেমন্তকে কোলে লইয়া অরুণা ও লক্ষণসেনের প্রবেশ।

অরুণা। বাছা—বাছারে আমার—

লক্ষ্মণ। এঁ্যা! কি কর, কি কর রাণি।

আমার কি নাহি চক্ষে জল ?
আমি কি পাষাণ ?
পুত্রশোকে ফাটে না কি প্রাণ ?
পুত্রশোক দারুণ আঘাতে—
পিশাচ-চেয়েও পিশাচ কি আমি ?
তা নয—তা নয় রাণি,
একমাত্র বংশধব হেমন্ত কুমার—
পাবে প্রাণ ফিরে—
এই আশে গুরুর আদেশে,
আঁখি-বারি নিবারিয়ে,
মৃতপুত্র ল'য়ে যাইতেছি গুরুর আশ্রমে।
এক বিন্দু অশ্রু বরিষণে,
ফিরে নাহি পুত্র প্রাণ পাইব আমরা।

অরুণা। উঃ—উঃ, কি কঠোর গুরুর আজ্ঞা !
মৃতপুত্র জননীর কোলে।
ধ'রে গলে মা মা ব'লে যেই পুত্র করিত চুম্বন,
অমিয়ের ধারা করিত বর্ষণ—
আধ আধ ভাষে হেসে হেসে,
যেই চাঁদমুখ করি দরশন,
ভুলে যায় অভাগিনী প্রসব-বেদনা,
জঠর-যন্ত্রণা কিছু নাহি থাকে মনে,
সেই পুত্র নিরব নির্জ্জীব আজ !

হেরে তাহা আহা—
কোন্ জননীর চক্ষু নাহি ফাটে।
যত করি হৃদয় সংযম,
তত অশ্রু নয়নে আপনি আসে।

লক্ষ্মণ। না হও' অধীরা রাণি!
অভ্রান্ত যোগীর বাণী,
কার্য্যকালে বুঝিবে সকল,
তপোবল নহেক সামান্য কভু।

অরুণা। সান্ত্বনা না মানে পোড়া মন,
ভাবি অনুক্ষণ, বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম,
জনম-মরণ দুই হয় যথাকালে,
কৌশলে কি যোগ-বলে
বিধি-নীতি হবে ব্যতিক্রম?
আর কতদূরে নাথ যোগীর আশ্রম?

লক্ষ্মণ। হের দূরে সন্ন্যাসীর জ্বলে হোমানল!

অরুণা। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশা, কাল দ্বিপ্রহর,
ঘেরা ঘোর অন্ধকারে সমগ্র ভূতল,
সে নিবিড় তমঃ ভেদি হোমকুণ্ডানল
অই অই জ্বলে ধক্ ধক্ ভীম দরশন!
হয় উদ্গীরণ বসাগন্ধময় ধূম তাহে।
ওকি নাথ! একি হেরি
উলঙ্গিনী নরনারী মদমত্তে নাচিছে চৌদিকে,

ঘোর ডাকে ব্রহ্মাণ্ড যেন ফেটে যায়,
কর্ণে লাগে তালা,
নরমুণ্ডমালা কার' গলে দুলে,
খল্ খল্ হাসে কেহ, কেহ দেয় করতালি,
বলি দিয়ে কেহ নিজ শির,
পান করে আপন রুধির,
কেহ মত্ত মুণ্ড ল'য়ে কন্দুক-ক্রীড়ায়,
ছিন্ন মুণ্ড ল'য়ে কেহ ছিন্নস্কন্ধে করিছে সংযোগ।
ছুটে আসে কেহ তালবৃক্ষসম
সুবিশাল বাহু করি সুবিস্তার!
অহো দৃশ্য হেরি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

লক্ষ্মণ। চল যোগেশ্বরি! তারানাম স্মরি কর্ত্তব্যের পথে।
সাধকের যোগাশ্রমে ভৌতিক বিভ্রম,
হেনভাবে হৃদয়ের চাঞ্চল্য বাড়ায়,
লজ্জা ঘৃণা ভয় না তাজিলে,সাধন না সিদ্ধি ঘটে কভু

অরুণা। তারা! তারা! মা, মা,
অবলা রমণী আমি পুত্র-শোকাতুরা—
উন্মাদিনী কর্ত্তব্যবিমূঢ়া
দেখা তোর চরণের বল,
প্রাণাধিক মৃতপুত্রে বাঁচাগো জননি!

লক্ষ্মণ। রাণি! ভক্তিভরে যোগীবরে কর প্রণিপাত।

(উভয়ের প্রণাম)

রাজ-গুরু। মহারাজ! অটলভাবে বীর-প্রতিজ্ঞা পালন ক'রেচেন দেখে পরম পরিতুষ্টি লাভ ক'র্‌লাম। সৎ পুরুষেরা প্রাণান্তেও বীর-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না। কর্ত্তব্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই মত হৃদয়ের দৃঢ়তা রক্ষা করা চাই। তা না হ'লে বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গ হ'তে বিতাড়িত ক'র্‌বে কিরূপে? নিষ্ঠুরের মত দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিয়ে বীরসাধক হ'তে হবে।

লক্ষ্মণ। প্রভু! পুত্রশোকানলে দগ্ধ হ'য়ে এ হৃদয় শ্মশানেই পরিণত হ'য়েচে।

অরুণা। বাবা! পুত্রের মঙ্গলের জন্য এই অভাগিনী সকল বিপদ বুক পেতে সহ্য ক'র্‌তে প্রস্তুত।

রাজ-গুরু। স্থির হও। এই পবিত্র স্থান দয়ামায়া—পার্থিব-বিকার-জ্ঞান পরিশূন্য। শত শত পতিপুত্রপত্নীহীনের সকরুণ রোদনে এ হৃদয় কাঁপ্‌বে না! তবে কর্ত্তব্যের দাস আমি—এই বিবেচনা ক'রতে হবে। সেই জন্যই আমার এই কঠোর অবতারণা; বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনের বাসনা। দুর্ব্বল একেবারে সবল হয় না, শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু রাজা, তোমার নিজপুত্র লাভের জন্য আমি যে দৃশ্যের অবতারণা ক'র্‌ব, সেই দৃশ্য দর্শন ক'র্‌তে পার্‌বে?

লক্ষ্মণ। কি ব'ল্‌চেন প্রভু, কুমারের জন্য রাজা লক্ষ্মণসেন সব ক'র্‌তে প্রস্তুত।

রাজ-গুরু। দেখ' রাজা, তা না হ'লে সব পণ্ড হবে। সে অতি

কঠোর সাধনা। শুধু দর্শন নয়, কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে হবে। পারবে? আবার প্রতিশ্রুত হও, পার্‌বে?

লক্ষ্মণ। পারব, নিশ্চয় পার্‌ব।

রাজ-গুরু। বেশ! এস আমার সঙ্গে তারাদেবীর মন্দিরে এস।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

নিরঞ্জন-পত্নী ও তাহার শিশুকন্যার প্রবেশ।

শিশুকন্যা। কি ব'লে ভিক্ষা ক'ল্‌তে হয় মা!

নিরঞ্জন-পত্নী। ভিক্ষা ত কখন করি না মা! তবে কেমন ক'রে ব'ল্‌ব, কি ব'লে ভিক্ষা ক'র্‌তে হয়?

শিশুকন্যা। পোলা তোলে দে থব আমাদেল তুলি ক'লে নিয়ে গেল, তা না হ'লে কি আমাদেল ভিক্ষে ক'লতে হয়!

নিরঞ্জন-পত্নী। কতক গেল ব্রহ্মার মুখে, কতক গেল চোরের পেটে, কৃপণের ধনের যা পরিণাম হয়, তাই ঘ'ট্‌ল। মিন্‌সেও দেশত্যাগী হ'ল! তা হোক্, তবে যদি সে জয়া ঠাকুরপোর মনস্তুষ্টি ক'র্‌তে পারে, তাহ'লেও মা, তোর চাঁদমুখ আমি

দেখ্‌তে পাব। দিগম্বরে সঙ্গে আছে, তাই তার জন্যে আমি তত ভাবিনে, তা না হ'লে আরও কত ভাব্‌তে হ'ত। ধন্য দিগম্বরে! দিগম্বরেও যেম্‌নি, আর তার সতীলক্ষ্মী স্ত্রীও তেম্‌নি! হু'মাস হ'ল নিজে না খেয়ে না দিয়ে আমাদের পেট চালিয়ে আস্‌চে! আহা! সে আর কোথা পাবে, যা তার পুঁজিপাটা ছিল, সব ত আমাদের জন্যে শেষ ক'রেচে। এখন বুঝ্‌চি—তারও ভিক্ষা ভিন্ন আর উপায় নেই। তাকে আর কষ্ট দেব না, নিজেরাই এবার ভিক্ষা ক'র্‌ব।

শিশু-কন্যা। থাকুল মা আমাদেল বল ভালবাতে মা! ঐ দে মা, ঠাকুল মা আস্‌তে,—ঠাকুল মা। ঠাকুল মা! আম্‌লা আদ ভিক্ষে ক'ল্‌তে দাব। ভিক্ষে কি ক'লে ক'ল্‌তে হয় মা!

মোট লইয়া দিগম্বর-পত্নীর প্রবেশ।

দিগম্বর-পত্নী। কেন টেঁপি দিদি, তোর পোড়ারমুখী ঠাকুর মা কি ম'রেছেক নাকি যে, তোরা নিজে আজ ভিক্ষে ক'র্‌তে গাঁয়ের বাইরে এসেচিস্? মা ঠাক্‌রুণ যে! এমন কাজ কেনে ক'রলেক মা!

নিরঞ্জন-পত্নী। খুড়ি তোমার দয়াতেই আমি এখনও স্বামীর ভিটে জাগিয়ে এ কেঁদুলিতে আছি মা তোমার ভরসাতেই কেঁদুলির গোঁসাই বাড়ীর মান-সম্ভ্রম এখনও আছে মা! তুমি শূদ্র-কন্যা, আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, কিন্তু তবু মা, তোকে গর্ভধারিণী মায়ের চেয়েও আমি ভক্তি ক'রে থাকি! তুমি ভিক্ষা ক'রে

যা এনে দাও তাই আমি দেবতার অমৃত বলে ঘরে তুলি। খুড়ি, আর কোন কথা ব'ল না, তুমি এবার যা ব'লবে, তাই ক'রব মা। কখন তোমার অবাধ্য হব না।

অন্নপাত্র লইয়া বালক মূর্ত্তিতে ছদ্মবেশী
শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ও দিগম্বের বৌ—ও দিগম্বের বৌ—ভাত নিবি? ভাত নিবি? কাল থেকে তোদের বাড়ীর কুকুরটা খেতে পায় না! তাকে এই ভাতগুলো খেতে দে না গে। এ টা মাগী এই ভাতগুলোকে নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল, তাই আমি তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে আস্‌চি। ঐ যে আস্‌চে—দিগম্বের-বৌ, আমি তোর পিছনে লুকিয়ে পড়ি। না হ'লে মাগী আমায় মার্‌বে।

দিগম্বর-পত্নী। কেনে বাবা, এ দুষ্টনী ক'র্‌লেক?

শ্রীকৃষ্ণ। তোর কুকুরটা যে খেতে পায় না—তাই।

বেগে মার্জ্জনী হস্তে বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। কৈ—ডিঙরে বেয়াড়া মুখপোড়া ক'মনে গেল? এই পথেই ত ছুটে ছুটে আস্‌ছিল। ও বাবা—মুখপোড়া কি ছুটে গো, আমাকে হাঁপ লাগিয়ে দিয়েচে। আজ যদি মুখপোড়াকে ধ'রতে পারি, তাহ'লে তার একদিন কি আমার একদিন। ছোঁড়া আমায় 'মাসী মাসী' ক'রে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে মা।

ঐ যে কতকগুলো মেয়ে দাঁড়িয়ে! নিশ্চয়ই উনুনমুখীরা দেখে থাকবে। তাই জিজ্ঞাসা করি। বলি হাঁগা বাছা, এই পথে কি একটা কাল ছোঁড়াকে ছুটে যেতে দেখেচ? ঐ যে আমার সে ভাতের থালা প'ড়ে র'য়েচে। ছোঁড়া ক'মনে গেল গা? মর্, কথা কয় না দেখ! কেন দেমাক্ কেন? এত দেমাক্ কিসের গো?

দিগম্বর-পত্নী। কেনে গো, কিসের দেমাক্ দেখ্‌লেক মা!

নিরঞ্জন পত্নী। আমরা তোমার কি ক'র্‌লুম মা!

বিমলা। বলি—এতক্ষণ কি কানের মাথা খেয়েছিলি নাকি? ভগবান কি সকলকেই কালা ক'রেচেন? ছোঁড়াটার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম,—ওমা! মুখে আর কথাই নেই। যেন কত বড় লোকের মাগ! দেমাকে মাটীতে পা দেন না!

দিগম্বর-পত্নী। না মা, দেমাক কিছু লয় গো, আমরা গরিবের মেয়ে, গরিবের পরিবার, তবে মা. ব'ল্‌তে ভয় পাই—

বিমলা। ভয় পাই কেন, ভয় পাই কেন? তবে বুঝি সেই ..কাল.. মুখপোড়া তোদের কিছু টিপে দিয়ে গেছে? তা মুখপোড়া যাই করুক, আজ তার একদিন কি আমার একদিন! কৈ মুখপোড়া—কোথা গেলি, আয় না?

শ্রীকৃষ্ণ। তা, তা, তা তুমি আমায় অত গাল দিচ্চ কেন বল ত! মাকে আমি সব কথা ব'লে দোব।

বিমলা। কি ব'ল্‌বি রে মুখপোড়া, দাঁড়া ত তোর মুখ আমি আগে খেংরে সোজা ক'রে দি। (মারিতে উদ্যত)।

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ মার দেখি! তুমি কি জন্মে জলে ভাত ভাসিয়ে দিচ্ছিলে—এদের সব ব'লে দোব? ওগো—তোমরা শুন্‌বে?

বিমলা। ওরে মুখপোড়া ডিঙ্‌রে, চুপ্ কর্, চুপ্ কর্, আর তোকে ব'ল্‌তে হবে না। আমি তোকে কোন কথা আর ব'ল্‌ব না!

শ্রীকৃষ্ণ। না আমি ব'লে দোব, কৈ তুমি মার না?

বিমলা। না, না, লক্ষ্মী বাপ্ আমার!

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আমায় বড় গাল দাও, আমি তোমার কথা ব'লে দোব।

বিমলা। না বাবা, মুড়ি দোব, মুড়কি দোব, আমার কোলে এস। (কোলে গ্রহণ)

শ্রীকৃষ্ণ। না আমি ব'লে দোব।

বিমলা। না বাবা, মাসীর ঘরের কথা কি বাব ক'র্‌তে আছে? যাও বাছারা—তোমরা কিছু মনে ক'র্ না! আমাদের মাসী বোন্‌পোর ঝগড়া—ঘরে গেলেই মিটে যাবে!

[প্রস্থান।

নিরঞ্জন-পত্নী। চল খুড়ি, ঘরে যাই, ভাতগুলো নিয়ে কুকুরকে দিবে এখন। খুড়ি, মাগী কি ডাংপিটে মা!

শিশু-কন্যা। থাকুল মা, মাগী কেমন দালিয়ে হাত পা নাল্‌লে? থোঁলাতা বলে—ব'লে দোব, ব'লে দোব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুসুমোদ্যান।

গ্রাম্যবালিকাবেশিনী শ্রীরাধা ও পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। স’য়েরা কি দুষ্টু দেখ্‌লি বোন্, তোতে আমাতে কৃষ্ণপূজা করি ব’লে কত ঠাট্টা তামাসা ক’র্‌লে?

রাধা। তা ক’র্‌লেই বা, তুই কি তাতে রাগিস্ নাকি? শ্যাম-সোহাগিনী হ’তে হ’লে কার’ উপরে রাগ ক’র্‌তে নেই যে পদ্মা!

পদ্মা। তবে বুঝি আমার ভাগ্যে কৃষ্ণলাভ হবে না বোন্! আমার যে স’য়েদের কথায় রাগ হয়।

রাধা। রাগ হ’লেই ঠাকুরের কাছে চ’লে আস্‌বি। রাধা তাই ত ক’র্‌ত।

পদ্মা। এবার তাই ক’র্‌ব বোন্। আহা, ঠাকুর যেন আমাদের জন্যে পথের পানে চেয়ে র’য়েচেন, নয় বোন্? দেখ্ না! কেন দয়াময়! মুখ বাঁকালে? কেন হরি, চ’লে যাচ্চ? দাঁড়াও, দাঁড়াও, অপরাধ ক’রেচি, মার্জ্জনা কর। আর এমন কাজ কখন হবে না নাথ!

রাধা। (স্বগত) আহা, আত্মাপরাধে আকুলপ্রাণা বালিকা,

তাই প্রভুতে তন্ময় হ'য়ে প'ড়ল! আমি এখন পালাই, পদ্মা নিজের কাজ নিজে করুক।

[প্রস্থান।

পদ্মা। মদনমোহন! পালালে? দেখা দিয়েই চ'লে গেলে প্রভু! মনোময়! কতদিনে আবার পদ্মাব সে সুখের দিন আস্‌বে? কতদিন পদ্মাকে আর এভাবে কাঁদ্‌তে হবে হরি! এস জগন্নাথ! দাসীর পূজা লও।

সখীগণের প্রবেশ।

গীত

চল ধীরি ধীরি ফুল তুলি,
বোঁটা কেটে টাট্‌কা ফুলে—সাজি ভর,
যেন হাত বাসি ফুলে দিস্‌নে লো ভুলি॥
ফুলের কলিও ভাল নয়, তায় মধুর অভাব রয়,
মন মিশেনা, কেউ ঘেঁসেনা দেবতাও না নেয়,
ফোটা ফুলে তাই আদরে ভ্রমর করে কোলাকুলি॥

১ম সখী। পদ্মা, পদ্মা, ধ্যান ভাঙ্‌ল? বলি, নাগর নিয়ে যে খুব ঢলাঢলি লো!

পদ্মা। না লো না, আমি যে তাঁর দাসী। বাবা যে আমায় তাঁর দাসী ক'রবেন ব'লে প্রতিশ্রুত আছেন।

অপুত্রক ছিলেন জনক,
তাই জগত-জনক জগন্নাথে—

কবেন কামনা, "কালসোনা।
তোমাব কৃপায যদি পাইহে তনয়,
করিব তাহায় তব সেবাদাস,
সেবাদাসা কবিব নন্দিনী হ'লে!"
তাইলো সকলে বলে,—
হবি-সেবাদাসা হবে পদ্মাবতী,
অন্য পতি নাই তাঁব।

১ম সখী। তাই বুঝি জেঠামশায সেদিন গনৎকাবকে ক্ষেত্র যাবাব শুভযাত্রাব দিন দেখ্‌তে ব'ল্‌ছিলেন?

২য় সখী। সে আবাব কেমন কথা বোন্! পদ্মাবতী সেখানে একা কেমন ক'বে থাক্‌বে?

পদ্মা। চিন্তামণি হবেন সহায়,
নাহি ভয় আ'বে লো ভগিনি।
লোকমুখে শুনি—
নীলমণি অবলাব বল,
ব্রজেব সম্বল,
ব্রজপুরে রক্ষিলা গোপিনী।
ওমা—ওমা, দিনমণি কথায় কথায়,
চক্রবাল ত্যজি ধায় প্রাচী নভে—
রুক্ষ কর করি বিকীরণ!
কুসুম চয়ন চল্ করি ত্বরা সখি।

সখীগণ তাই চল্ বোন্!

গীত

ফুল তোমায় সাধে কি করি যতন।
তোমায় মনের মতন গাঁথিয়ে পরি গলে, ফেলি মুকুতা-রতন॥
ফুল কি সুষমা তোমার হে—দেবতারও তুমি প্রিয়,
তুমি অমিয় হ'তেও অমিয়,
তোমায় গঠিল যে জন তারে কহিও—
যেন পরজনমে ফুল ক'রে পাঠায় সে মহাজন॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

উন্মত্তভাবে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন। হা হা হা, জয়ারে, জয়ারে, বুঝি এই পথের ঝোপে ঘাপটী মেরে লুকিয়ে আছিস্? কৈ না, বুঝি ঐ গাছটার আড়ালে ব'সে জয়া আমার সাধনা ক'র্চে! তাই ত—তাই ত! এই জয়া আমায় খেলে না! তা না হ'লে আমার অভাব কি বল দেখি? দিব্যি টাকার সুদের সুদের তস্য সুদের আয় হ'তে আমার সংসার চ'লত, মেয়েটা, মাগটা বৈত নয়, খরচ আর কি? মাথা ভাপাবারই বা কি ছিল বল? কিন্তু—এই জয়া আমায় খেলে না! মাথাটা

আমার বিগ্‌ড়ে দিলে না। কোন কাজ কর্ম্ম কি আর ক'র্‌তে দিলে? ঐ যে—জুয়া যাচ্চে নয়? হুঁ হুঁ, তাই ত বলি—নিরঞ্জন গোঁসায়ের চোখের আগায় তোমার কি আর রেহাই পাবার যো আছে ধন? বেস চ'লেচ, আমিও এখান হ'তে কোঁদা ছুট্‌ মেরে ভায়াকে আমার জাপটে ধ'রে ফেলি। এইদিক থেকে যাব—না এইদিক থেকে যাব? না যাই, এই ধার্‌টা দিয়েই যাই। দেখি, ভায়া আমার সঙ্গে কেমন ক'রে চোরচোরবাজী খেলায় জিত্‌তে পারে?

[বেগে প্রস্থান্।

দিগম্বরের প্রবেশ।

দিগম্বর। এ—বাবাঠাকুর আমায় বড় মুস্‌কিলে ফেল্‌লেক রে! বড় মুস্‌কিলেই ফেল্‌লেক! এক্কেবারে জয়ার লেগে ক্ষেপে গেছেক। আমি ত বাবা—যাই যাই হ'য়ে যাই বটে! বামুনের পোকে কিমন ক'রেই বা পথে ফেলে চ'লে যাই বটে! ওদিকে জয়ার লেগে ত প্রাণ আমার আইঢাই খাচ্চেক! আবার কাল্‌ থেকে ত বামুনের পোটাকে কিচ্ছুটী খাওয়াতে নারনু বটে। ভিক্ষেয় বা যাই কখন, আর বামুনের পোকে দেখিই বা কখন? বাবাঠাকুর আমায় বড় মুস্কিলে ফেল্‌লেক রে! বড়ই মুস্কিলে ফেল্‌লেক! এখন গেল কোথা? বাবা-ঠাকুরের যে কিছুই জ্ঞানগম্যি নেই বটে, অপঘাতে না মারা

যায় বটে। বাবাঠাকুর আমায় বড়ই মুস্‌কিলে ফেল্‌লেক রে, বড়ই মুস্‌কিলে ফেল্‌লেক! যাই, ঝোপঝাপের ভিতর খুঁজিগে, এখন কিছু খাওয়াতে না পার্‌লে যে ব্রহ্ম-বধ হবেক।

[প্রস্থান।

নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন। হাঃ হাঃ হাঃ, ওরে এটা নয় রে—এটা নয়। এটা জয়া হ'ল না, একটা উইঢিপি। মর্ মর্, তাই ত, তাই ত, এই জয়া আমায় খেলে না। তা না হ'লে আমার ভাবনা কি বল দেখি? এ—এ—এই গাছটা—বল্, বল্ দেখি, আমার জয়াকে দেখেছিস্? তুই রে রে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে? দুনিয়ার ঢেউ দেখ্‌ছিস্, আর আমার জয়ার খপরটা রাখ্‌তে পারিস্ না? হুঁ—হুঁ, তুই বুঝি নিরঞ্জনে গোসাইকে চিনিস্ নি? চিন্‌বি? চিনিয়ে দোব? (লাথি মারিয়া) টের পাচ্ছিস্? কেমন হ'য়েছে ত? নিরঞ্জনেকে চিন্‌লি ত? (পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া) তুই কে বস্ গাছের তলায় ব'সে আছিস্, মিটির মিটির চাচ্ছিস্? আমার জয়ার খপর বল্? তা না হ'লে এখনি টের পাওয়ার। (মারিতে উদ্যত, পক্ষী উড্ডীয়মান) হো হো হো, আমার ভয়ে পালিয়ে গেল, আমার ভয়ে পালিয়ে গেল! তুই কেরে? (ক্ষুদ্র খর্জ্জুর বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া) আমার জয়ার খপর কি বল্‌। তুমি কথা ক'ইবে না, তুমি জামা জোড়া গায়ে দিয়ে ব'সে আছ কিনা! গরীবে

কথা শুন্‌বে কেন ? কিন্তু আমি কে জান ? আমি লোকের গায়ের মাস ছিঁড়ে খাই ! কিছু আশ্চর্য্য হ'লে না কি ? বুঝিয়ে দোব ? সুদখোর, সুদখোর। কেমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার আমি বুঝ ত ? কি বেটা, এখন দেমাকে আমার কথার উত্তর দেওয়া হ'চ্চে না ? তবে তুইও আমার খর্পরে প'ড়লি দেখ্‌ছি, যা, এই এক লাথি ! (পদাঘাত) ও জয়া, জয়া, যাই ভাই ! (মূর্চ্ছা)

বেগে দিগম্বরের প্রবেশ।

দিগম্বর। এইরে—এইরে—বহ্মহত্যা হ'লক বুঝিবে! বহ্মহত্যা হ'লক ! খেঁজুর গাছের কাঁটায় বাবাঠাকুরের পা যে একবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছেক রে ! হা বাবাঠাকুর গো, জয়ার লেগে কি ক'র্‌লেক গো ? (শুশ্রূষা) হায় ! হায়। আমি বামুনের ছেলের কিছুই ক'র্‌তে নারনু। (রোদন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

জয়দেব ও পরাশরের প্রবেশ

জয়দেব পরাশর ! পরাশর ! শুনিছ বাঁশরী ?

পরাশর। শুনি প্রভু, দিবস-শর্ব্বরী,

বুঝিতে না পারি বাঁশরী কি নূপুরের ধ্বনি ?

জয়দেব। পরাশর, শোন যদি স্বর,

কহ তবে, সে মোহন স্বর কিবা বলে ?

পরাশর। বাঁশী করে প্রণবের ধ্বনি,

"সোহং সোহং সোহং চিন্তামণি"

এই সে বর্ণনা করে।

জয়দেব। মরি বাঁশী কত জানে গুণ,

নির্গুণের নাই গুণের তুলনা!

কালসোনা—তাই বাঁশী ধ'রে—

নানা ছলে বাজান্ বাঁশরী!

পরাশর। বুঝিলাম—বাঁশী নাহি বাজে একভাবে,

হবে প্রভু অন্তরে শুনেন বাঁশরী,

সুধাতে কি পারি—প্রভুর বাঁশরী—

প্রভুর নিকট বাজে কোন্ ভাবে ?

জয়দেব। কি ভাবে যে বাজে,

পরাশর, কি ভাবে যে বাজে,

না বর্ণিতে পারি সে হৃদয়-ভাব।

বাজ্ বাঁশী—বাজ্,

মধুর আওয়াজে আবার বাজ্।

পরাশর। শোন শোন প্রভু,

ঐ বাজে বাঁশী—শুনিল প্রভুর বাণী!

করিছে প্রণব-ধ্বনি,

মরি মরি কত সুধামাখা !

কত গো অমৃত ঝরে সেই ধ্বনি হ'তে ! (ধ্যান)

জয়দেব। বাজে বাঁশী—সখা আয়—সখা আয়,

কোথায় হে তুমি বল বাঁকাসখা।

দাও দেখা কৈ তুমি, কৈ তুমি ?

সখা, সখা, বহুদিন হয় না যে দেখা,

বল, বল, কেমন হে আছ সখে !

কুশল ত সব ? ধেনুকুল আছে ত কুশলে ?

শ্যামা বনভূমি শস্পপূর্ণ আছে ত হে সখে ?

বনতরু আছে ত হে সুশোভিত ফলফুলে ?

আবার কি বাজে বাঁশী !

কি মোহন ধ্বনি—মা মা ধ্বনি !

কর্ণে যেন অমৃত বরষে !

এস এস নীলমণি,

এনেছি নবনী এই দিতে চাঁদ-মুখে।

এস বাপ—মনস্তাপ কেন মায়ের উপর ?

ছিঃ ছিঃ ধূলায় পড়িয়ে কেন যাদু,

এস এস মুছে দিই ধূলা,

গলা ধ'রে মা মা ব'লে ডাক বাছাধন।

গীত

নাচিয়ে নাচিয়ে আমার আয় রে নীলমণি।

গোপালরে আয় কোলে বাপ, আমার নীলকান্তমণি নয়নের মণি ॥

পর রে নীল পীতধড়া, নে রে শিরে ময়ূর-পুচ্ছ চূড়া
গলে গুঞ্জহার পর, ভালে চন্দন তিলক ধর,
নূপুর পর রে রাঙা পায়ে, ডাক মা বলিয়ে তুলিয়ে মুখে নবনী ॥

[পরাশর সহ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সুদেবের প্রবেশ।

সুদেব। অদ্ভুত অদ্ভুত অপূর্ব্ব স্বপন।
কিছুতেই মন নাহি ধায় পূজার আসনে।
সদা জাগে প্রাণে স্বপনের বাণী,
শিয়রে আমার যেন চিন্তামণি,
গান মধু গীত বাঁশরীর তানে,
"রে সুদেব! আয় ক্ষেত্রধামে,
জয়দেব নামে—মম ভক্তে প্রদানহ
দাসী-কন্যা মোর।"
দামোদর! এই কি আদেশ স্বপনের ছলে?

তাই প্রভু, তাই হবে,
আজই শুভ-যাত্রা করিব পদ্মারে ল'য়ে।

সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। আমাকে হত্যা না ক'রে নয়, আমি বেঁচে থাক্‌তে কেউ আমার পদ্মাকে আমার বুক থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

দৈববাণী—ব্রাহ্মণ। শীঘ্র আমার কন্যাকে ক্ষেত্রধামে ল'য়ে গিয়ে আমার ভক্ত জয়দেবকে সম্প্রদান করগে!

সুমতি। ওমা—ওমা—কি কথা মা! কি চীৎকার মা!

সুদেব। শোন ব্রাহ্মণি। ঐ ধ্বনি—ঐ চীৎকার প্রতিদিনই আমি স্বপ্নে শ্রবণ করি। ব'ল্‌লে তুমি বিশ্বাস কর না, এখন শুন্‌লে ত? কি ভীষণ চীৎকার শুন্‌লে ত? এখন কি ক'র্‌তে চাও, কর। দেবতার নিকট প্রতিশ্রুত আছ, আবার দেবতা দৈববাণীতে আদেশ ক'র্‌চেন।

সুমতি। না, না প্রভু আর নিবারণ ক'র্‌ব না। দেব-আজ্ঞা, বাবা জগন্নাথের আজ্ঞা, এখনই আপনি পালন করুন। আমার পদ্মাকে ল'য়ে আজই আপনি ক্ষেত্রধামে যাত্রা করুন। হায় বাবা, কেন এমন ভাবে ভিক্ষাদান ক'রেছিলে? যদি ভিক্ষার ধন ভোগ ক'র্‌তে দিবে না, তবে তেমন ভাবে ভিক্ষা দিলে কেন প্রভু! হা পদ্মা, হা অভাগিনি, কেন তুই রাক্ষসীর গর্ভে জন্মেছিলি মা! হা খণ্ডকপালি, কেমন ক'রে,—কোন্

বুক ধ'রে তোকে আজ বিদায় দোব মা! যাই, মাকে আজ মনের মত সাজিয়ে দিগে! (গমনোদ্যতা)

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মা। কেন মা, আজ আমায় মনের মত সাজিয়ে দেবে?

গীত

আমায় কি দিয়ে সাজাবে মা, আমি হব না ত গৃহবাসিনী।
কোন্ প্রয়োজন, রজত কাঞ্চন, হইলে গো সন্ন্যাসিনী॥
ছাই ভস্ম তার হয় অলঙ্কার, পারিবে কি দিতে সেই উপহার,
পার যদি দাও, সে ভাবে সাজাও, যেন কাঁদিও না অভাগিনি॥
আমি কাঁদিব না, তুমি গো কাঁদিলে, ভাসিব আবেগে আঁখির সলিলে,
হৃদয়ের বল, নাশিবে সকল, তোর ছল ছল আঁখি, স্নেহ-কাঙালিনী॥

সুমতি। কি ব'ল্লি মায়াবিনি, আর আমাদের দিকে চাস্‌না। দেব-ইচ্ছা পূর্ণ ক'রগে যা, পিতৃ-ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লে না। অ্যাঁ—আমার পদ্মা পর হ'ল। পদ্মা আমায় এমন কথা ব'ল্‌লে। মর্ পোড়ারমুখী সুমতি, এখনও তুই ম'র্‌তে পারিস্‌নি?

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

পদ্মা। বাবা, মা বুঝি পাগলিনী হ'লেন!

সুদেব। চল্ মা, পাগলিনীর শুশ্রূষা ক'র্‌বার কোন ব্যবস্থা ক'রে আমরাও শীঘ্র শুভযাত্রা করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

তারাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ।

অদূরে রাজ-গুরু, জনৈকশিশু, লক্ষ্মণসেন, অরুণা, হেমন্ত, রাজ-গুরুরশিষ্যগণ আসীন।

সকলে। মা, মা, মা,—জয় মা—তারা মা।

রাজ-গুরু। (ফোঁটা ও মাল্য প্রদান।)
আয়রে বালক।
বহু ভাগ্য তোর—
তাই আজ তোর হীন প্রাণ
পাবে ত্রাণ বাঙলার রাজবংশধর।

শিশু। আমার এ হীন প্রাণে—
পাবে ত্রাণ বাঙলার রাজবংশধর?
হ'তে সন্ন্যাসি,
সৌভাগ্য আমার কিবা হবে আর?
তাই যদি হয়, নাশ অচিরায়,
কিন্তু সম্ভব না হয়, হেন অসম্ভব বাণী।

রাজ-গুরু। ছাড়, বাক্য-ঘটা,
রাজার মঙ্গল হেতু,
তোর প্রাণ দিব বলিদান।

[illegible]। বাজাব মঙ্গল হেতু ?
সন্ন্যাসী প্রবব, তবে তুমি কেন মব নাই—
বাজাব মঙ্গলহেতু—
বাচাইতে বাঙলাব বাজবংশধব ?
বল বাজা, তুমি ত গো প্রজাব বক্ষক,
তুমিও ত পুত্র তবে দিতে পাব প্রাণ।
তবে কেন নিতে চাও আমাব জীবন ?
যদি একান্তই নিবে,
তবে দাও ছেড়ে একবাব বাজা,
দেখে আসি মায়েবে আমাব জন্মেব মতন।

বাজ-গুরু। সময বিগত প্রায়—
কথা শুনিবাব অবসব নয়,
বাজা, ধব খড়্গ কবে,
বাণি, তুমি যূপকাষ্ঠে শিশু-দেহ কব আকর্ষণ

অরুণা। প্রভু, একি আজ্ঞা তব,
মাতা হ'য়ে মাযেব দুলালে,
কালের কবলে কেমনে দিব গো ডালি,
যূপকাষ্ঠে ফেলি।
দেখ গুরু, সজল-নযন-শিশু
কাতবে করুণা মাগে,
চায় যেন মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয লইতে
স্নেহ-ধাবা মার প্রাণে সমভাবে বয়,

মায়ে মায়ে ভেদাভেদ নাই !
যেই মুখ হেরে, মাতৃবুকে ক্ষীরধারা ঝরে,
স্বর্গ সুখ বদন চুম্বনে,
বল গুরু, কোন্ প্রাণে,
সন্তানের মাতা হ'য়ে,
এ শিশুরে দিব বলিদান ?

রাজ-গুরু। বালি।
পুত্রের কেমনে কর অমঙ্গল ?

অরুণা। যোগিবর।
ধৈর্য্য আর ধরিতে না পারি,
বালকের কথা শুনে কেঁদে উঠে প্রাণ,
যে অভাগী এ পুত্রের মাতা,
কি দুর্গতি হবে প্রভু তার ?
নিজপুত্র তরে পরপুত্র নাশি,
হে সন্ন্যাসি, পুত্র-প্রাণ দাসী নাহি চায় !
ধরি তব পায়, করহ উপায়,
অন্যভাবে বাঁচাও কুমারে।

রাজ-গুরু। আরে আরে ক্ষীণপ্রাণা দুর্ব্বলা রমণি,
মায়া-মোহে শক্তি নাশ করিস এখন ?
মহারাজ, তুমিও কি যাবে ঐ পথে ?
ওকি ! তোমারও নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু ঝরে ?
(ক্রোধ দৃষ্টি)

লক্ষ্মণ। রাণি, রাণি, পাগলিনী হ'লে কি এখন ?
আদ্যোপান্ত এই যজ্ঞ নিষ্ঠুরতাময়,
তবে যদি যোগীর কৃপায়,
পরিণামে হয় সুখোদয়।
বুক বাঁধ, বুক বাঁধ অটল বিশ্বাসে,
দয়া-মায়া দাও বিসর্জ্জন।

অরুণা। আঁ্যা, স্বচক্ষে দেখিতে হবে এ দৃশ্য ভীষণ !

রাজ-গুরু। হাঁ, প্রাণে পূর্ণ নিষ্ঠুরতা নির্ম্মমতা এনে,
মরুভূমি করহ নয়ন।
তবে যদি মার দয়া পাও।

অরুণা। দাও দাও বস্ত্র দিয়ে চক্ষু বেঁধে দাও,
পরে যাহা ইচ্ছা ক'র তুমি নিষ্ঠুর সন্ন্যাসি !

রাজ-গুরু। রাজা, বিলম্বে ঘটিবে অমঙ্গল !
শীঘ্র কর প্রতিজ্ঞা পালন।

লক্ষ্মণ। আঁ্যা, আঁ্যা, আমি হব এ কার্য্যের নেতা,
স্বহস্তে ছেদিতে হবে নিরীহ বালকে ?

রাজ-গুরু। দুর্ব্বলহৃদয় রাজা,
এ সময় এই ভাব প্রাণে ?
বুঝিলাম, ভাবী দশা তোর অতীব ভীষণ।

লক্ষ্মণ। ক্ষমা, ক্ষমা কর এ দাসেরে !
সাধু তুমি সংসার-বিরাগী,
নহ যোগী, জীবন্মুক্ত মহাশক্তিশালী,

নাহি বোঝ সংসার-আসক্ত জীবে।
দেখ ভেবে সংসারীর প্রাণ অতি সুকোমল !
তাই প্রভো, ক্ষণ-তরে হ'য়েছি চঞ্চল।
ক্ষম, ক্ষম, আর না কাঁদিব,
আর না ভুলিব মায়া-মোহে।
মন্ত্রপূত পবিত্র বালক !
আয় আয় বাপ ! (বালককে ধারণ)

অরুণা। (বালককে গ্রহণ পূর্ব্বক)
ছেড়ে দাও মহারাজ, দাও ছেড়ে দাও;
না দেখিতে পাও বুঝি রমণীর প্রাণ,
পুত্র-পিতা হ'য়ে না হ'য়ো পাষাণ,
পর-পুত্র নাশি চেয়ো না কুমারে।
আয় রে বালক, মার কোলে আয়,
ভিক্ষায় যাপিব দিন তোরে ল'য়ে আমি,
নরমণি যদি তাঁর রাজ্যে নাহি দেন স্থান।

রাজ-গুরু। রাজ্ঞি ! পণ-নাশে ঘটিবে প্রলয়।

অরুণা। হে সন্ন্যাসি ! কর কর প্রলয় ঘটনা,
পুড়ে ভস্ম হব, ধ্বংস হ'য়ে যাবো,
নরকে ডুবিব, তবু না হেরিব এ বীভৎস-লীলা

রাজ-গুরু। হের মহারাজ !
মহিষীর অত্যাচার তব।
এখনও কর নিবারণ,

নতুবা এ ধ্বংস-বারি করিনু ধারণ (জল গ্রহণ)

লক্ষ্মণ। হের রাণি। সন্ন্যাসীর ক্রুদ্ধভাব!

অরুণা যাব' চলি স্থানান্তরে রাজা,
দাও অনুমতি, সন্ন্যাসীর প্রতি,
থাক তুমি প্রীতি-ভক্তি ল'য়ে। (গমনোদ্যতা)

রাজ-গুরু। পণ্ড হয়, পণ্ড হয় সব,
এখনও বলি মঙ্গলের তরে,
ধর রাজা, রাজ্ঞীরে তোমার।

(পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান)

লক্ষ্মণ হে সন্ন্যাসি! হ'ক পণ্ড সব,
মহিষীর করুণ রোদনে, শিশুর বদনে চেয়ে-
ধৈর্য্য-চ্যুতি পুনঃ ঘটিল আমার।
পারিব না, পারিব না আর,
সাধিবারে এ নৃশংস আচরণ।

রাজ-গুরু ত্যজিবারে তুমি পার রাজা,
কিন্তু নিজসিদ্ধি হেতু আমি না ত্যজিব,
পারি আমি এই পলে ধ্বংসিতে সবায়,
কিন্তু কিবা তায় আছে ফলোদয়,
এই বারি করিলাম ত্যাগ।
তবু দেখ রাজা—শক্তির মহিমা!
দাও রাণি! মন্ত্রপূত শিশু।

...কার শিশু লও তুমি,
এ বালকে কিবা তব আছে অধিকার? গ্রহণ)

অরুণা। হা রাক্ষস! এতই কঠোর তুই!
মহারাজ! চল চলি পিশাচের ক্রীড়া-ভূমি হ'তে!

রাজ-গুরু সাধ্য কিবা রাণি!
অবলা রমণী তুমি—তাই ক্ষমি এতক্ষণ,
থাক দুইজন ঐ পার্শ্বে দাড়াইয়া চিত্র-পুত্তলিকা সম
আরে রে বালক!
যূপকাষ্ঠে দেরে গলদেশ।

(বালকের যূপকাষ্ঠে গলদেশ প্রদান)

শিশু। রক্ষা কর আমারে শঙ্করি! মা—মা—

রাজ-গুরু দাও জয় মা'র নামে সবে।
জয় মা শঙ্করি। (খড়্গোত্তোলন)

সকলে। জয় মা তারা—মা—মা—

নেপথ্যে—বল হরি হরিবোল।

নেপথ্যে—শিশুরমাতা। ঐ সাধু, ঐ শোন মা মা স্বর।

বেগে জয়দেব, পরাশর ও শিশুরমাতার প্রবেশ।

সকলে। বল হরিবোল, বল হরিবোল।

জয়দেব। (শিশুকে যূপকাষ্ঠ হইতে লইয়া) জননিগো!
এই তোর নয়নের মণি নে মা কোলে তুলে,
প্রাণ খুলে বল হরিবোল।

শিশুরমাতা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!
বাবা, বাবা বাবারে আমার,
এতক্ষণ কোথা ছিলি বাপ!

শিশু। মা, মা!

রাজ-গুরু। কে সন্ন্যাসী—
পলে আসি মন্ত্রমুগ্ধ করিল আমায়!
আরে আরে ভণ্ড দুরাচার,
দূর হ'য়ে যারে সম্মুখ হইতে।

জয়দেব। হে সন্ন্যাসি! একি তব কুটিল আচার,
সাধনার মিছে কেন কর অপব্যবহার।
এক শিশু নাশি, ল'য়ে আত্মা তার,
কেন পর-শিশু উন্নত করিতে সাধ?
এক দেহ হইবে পতন,
অন্য দেহ হবে শক্তিশালী—
বিধাতার নহে অভিপ্রেত তাহা।
মা কি করে পুত্রের শোণিত পান?
তাতো নয়,
মা যে জগদ্ধাত্রী জগৎ-পালিনী তারা!
মার নামে কলঙ্ক দিওনা,
দেখ দেখ মার নাম-বল,
তারা—হরি—মদনমোহন,
রাজার নন্দন, উঠ উঠ ত্বরা।

(হাসিতে হাসিতে হেমন্তকুমারের উত্থান)

হেমন্ত। মা, মা, কৈ মা—বাবা, বাবা, আমি ঘুমিয়েছিলুম।
মা, মা, আমরা কোথায় এসেচি মা!

অরুণা ও লক্ষ্মণ। একি একি—অদ্ভুত ঘটনা!
বাবা হেমন্ত! বাবা হেমন্ত!

(অরুণা কর্ত্তৃক ক্রোড়ে গ্রহণ)

লক্ষ্মণ। কে সাধু আপনি?
কোন্ পুণ্যে এ অধম পাইল দর্শন তব। (প্রণাম)

অরুণা। বাবা, বাবা, তব কৃপাবলে,
পাইলাম হারাণ রতন,
এ গৌড়ের রাজবংশ—
আজ হ'তে চিরদিন তব পদে রহিল বিক্রীত। (প্রণাম)

রাজ-গুরু। একি স্বপ্ন, না—মা তোর মায়া-খেলা!

জয়দেব। ভ্রম তোমার সন্ন্যাসি, হের নয়ন বিকাশি—
মা কোথা তোমার?

রাজ-গুরু। কি, কি, মা নাই আমার?
হের ওই এলোকেশী দিগম্বরী রুধিরলোলুপা শ্যামা,
লক্‌লকি করাল রসনা মাগিতেছে শিশুর শোণিত!
কি, কি, মা নাই আমার—মিথ্যা কথা!

জয়দেব। নহে মিথ্যা কথা, মা ত নয় রুধিরলোলুপা!
মাতৃনামে কলঙ্ক ঘুচাতে মাতা—দেখ্, ওই দেখ, ওই—
অসি ত্যজি বাঁশী ধরি—

ধ'রেছেন মদনমোহন রূপ!
বল হরিবোল—হরিবোল!
হেরে কর সফল নয়ন, সফল জীবন সবে

(তারাদেবীর মদনমোহন মূর্ত্তি প্রকাশ)

হে সন্ন্যাসি! একদৃষ্টে হের কি আমায়?
আমি সেই শ্মশাননিবাসী জয়দেব।

সকলে। একি, একি, মা যে মদনমোহন হ'লেন। বল হরিবোল! বল হরিবোল!

লক্ষ্মণ। অঁ্যা অঁ্যা—আদ্যাশক্তি মা আমার—
মদনমোহন হরি! তবে কি শঙ্করি!
শক্তি ও পুরুষে নাই ভেদাভেদ?
অভেদ দুজনা শ্যাম-শ্যামা?
মা, মা, তবে কেন এতদিন,
অন্ধকারে ঢেকেছিলি জ্যোতির্ম্ময়ি!
অজ্ঞান সন্তানে, ভেদ-বুদ্ধি-দানে,
কেন মা ভুলালি তারে?
মুকুন্দ-মুরারে! ক্ষম মোরে, অধম পাতকী আমি,
হে সাধু গোস্বামি, রাখ পায় দয়াময়।
একদিন ভেদ-বুদ্ধি-দোষে—দ্বেষ-হিংসাবশে,
ভেবেছিনু তোমারে শাসিব।
কর ক্ষমা সাধুবর! আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য!

ধন্য শক্তি তোমার গোঁসাই,
হরিনামে বাঁচাইলে শিশুর পরাণ,
ইচ্ছা হয় অবিরাম দিই হরিবোল !
বল হরিবোল, বল হরিবোল,
আয় শিশু, আয় বুকে আয়। (গ্রহণ)
তোর করুণায় আজ সফল জীবন,
গুরু তুই মোর, প্রসাদে রে তোর ফুটিল নয়ন।
বল হরিবোল—বল হরিবোল,
এস সবে প্রাণ ভ'রে ব'লি হরি হরি,
জগৎপালন শিশু, বিপদকাণ্ডারী।

রাজ-গুরু ব্যতীত সকলে। হরিবোল, হরিবোল !

[রাজ-গুরু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাজ-গুরু। কি—কি মা নাই আমার ?
ঐ যে মা রক্তমুখী চামুণ্ডা আমার,
করি সুবিস্তার লোল রসনায়,
নররক্ত চায় ধরিয়া খর্পর করে !
রাজা, রাজা, সর্ব্বনাশ হ'ল তোর,
বুঝিবি বুঝিবি—রাজত্ব হারাবি,
দেখিবি দেখিবি—কেঁদে যাবে দিন।
এ দিন যাবে না তোর কভু চিরদিন।
ঐ—ঐ আসে খর্পর বিস্তারি শ্যামা,

মা—মা—চিন্তা কি গো কাত্যায়নি!
সন্তান যে আমি রই পদাশ্রিত।
ধর্ মা খর্পর।
দিব এই খড়্গে নিজরক্ত তোর রাঙা পায়।

(আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ও মদনমোহনবেশে শ্রীকৃষ্ণের খড়্গ ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর—কি কর সন্ন্যাসি!
আত্মহত্যা সাধুরে না সাজে।

ঐকতান বাদন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

গ্রাম্যরাখালগণ আসীন।

গীত

পেটের জ্বালা ধ'রে গেছে সূয্যিমামার রে—
সোঁ সোঁ ক'রে ইঁদের ডোবায় খাচ্চে কাদা-জল।
তাই চ'টে আস্‌চে ছুটে দ'খ্‌নে হাওয়া,
দোল্‌ দোল্‌ দোল্‌ দুলিয়ে পাতা নড়িয়ে গাছের ফল॥
খাঁ খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে মাঠ, তেষ্টায় গলা হ'চ্চে কাঠ,
সব লাটের গুরু কালাচাঁদ রে—
যে গোকুলে কুল মজালে মামার বোয়ের ধ'রে আঁচল॥

গ্রাম্যরাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ও ভাই, ও ভাই, তোরা একবার আস্‌বি ভাই! আয় না ভাই!

১ম রাখাল। কেন হে কর্ত্তা।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই, আমার একটা গাই তোদের পালে এসে মিশে গেছে। কিছুতেই বা’র ক’রতে পার্‌চি না। তখন থেকে টানাটানি ক’র্‌চি, দুষ্টু বাছি পাল থেকে কিছুতেই বেরুতে চাচ্চে না।

১ম রাখাল। তা কর্ত্তা, এখন তুমি একটু ব’সে পড, যে রকম ঘেমেচ, সর্দ্দিগর্ম্মি হবার যোগাড হ’য়ে এসেচে, ঠাণ্ডা হও, তারপর আম্‌রা যখন গরুকে জল দেখাতে যাব, সেই সময় দেখা যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। তা বেস ভাই, আমি একটু বসি। তোদের গাঁ কোথা ভাই। (উপবেশন)।

২য় রাখাল। হাই যে—লী লী ক’রচে। (অঙ্গুলী প্রদর্শন)।

৩য় রাখাল। তোর গাঁ কোথা ভাই।

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ যে—আমাদের গাঁ ধূ ধূ ক’রচে। (অঙ্গুলী নিদর্শন)।

৪র্থ রাখাল। ওরে—কে দুটো বাহী আস্‌চে দেখ্‌।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, দেখ্‌না ভাই, ওর মধ্যে একজন আর চ’ল্‌তে পার্‌চে না, পা যেন নেটিযে প’ড্‌চে।

জয়দেব ও পরাশরের প্রবেশ

জয় ও পরা। গোবিন্দ, গোবিন্দ! বড কষ্ট, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে। বাবারা, আম্‌রা একটু ব’স্‌ব?

শ্রীকৃষ্ণ। তা বেস ত, ব'স না। এইখানেই বোস, বেস্ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্চে।

পরাশর। আমার ব'স্বার তত প্রয়োজন নাই বাবা, তবে গোঁসাই প্রভুর বড়ই কষ্ট হ'য়েচে; ওঁকে একটু ঠাণ্ডা জায়গায় বসাতে পাব্লেই ভাল হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। তা বেস্ ত,আমি ত ব'ল্চি,এইখানে বেস্ হাওয়া ব'চ্চে। দে না ভাই, তোর টুপিটা, গোঁসাইকে একটু বাতাস করি। (টুপি গ্রহণ) আহা, গোঁসাই, তুমি বড় ঘেমে গেছ। (ব্যজন)।

জয়দেব। না বাবা, বাতাস ক'রবার প্রয়োজন নাই, বেস্ বাতাস ব'চ্চে।

শ্রীকৃষ্ণ। তা হোক্ না, বাতাস ক'রলে কি আর আমার হার্ত্ত খ'সে যাবে?

জয়দেব। পরাশর, তুমিও একটু বিশ্রাম কর।

শ্রীকৃষ্ণ। বেস্ ত, এইখানে বোস না, তোমাকেও আমি বাতাস ক'ব্ব এখন।

পরাশর। না বাবা, প্রভুর সেবা হ'লেই যথেষ্ট। আমি বরং প্রভুর জন্য জল সংগ্রহের চেষ্টা করি।

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ, এখানে জল আছে কি?

পরাশর। নিকটে না থাক্, কিছু দূরে নিশ্চয়ই আছে, আমি এখনই আস্‌চি। তোমরা বাবা, গোঁসাই প্রভুকে একবার দেখো।

[পরাশরের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখব বৈকি। এমন তেপান্তর মাঠে দেখ্‌ব না? হাঁগা গোঁসাইজী, তুমি বড় শ্রান্ত হ'য়েচ, নয়? তা তুমি কোথা থেকে আস্‌চ, কোথা যাবে?

জয়দেব। বাবা, কোথা যাবো? পাপমুখে কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? তাই ত! বাবা গোবিন্দ! বাবা, দর্শন দাও, দর্শন দাও!

শ্রীকৃষ্ণ। কথা কইতে বড় কষ্ট হ'চ্চে বুঝি? গলা শুকিয়ে গেছে, নয়? ভাই, তোর এই পাতার টুপিটা নিয়ে যাই, গোঁসাইজীর জন্যে এতে ক'রে আমার গাইটার একটু দুধ আনিগে। আহা, গোঁসাইজীর বড় তেষ্টা পেয়েচে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

৪র্থ রাখাল। অমনি গোরুগুলোকে ওধারপানে সরিয়ে দিয়ে আসিস্‌ ভাই।

জয়দেব। গোবিন্দ! আর কতদূর, আর কতদূরে শ্রীমন্দির ভাগ্যে দর্শন আছে ত? জগন্নাথ! (শয়ন)।

১ম রাখাল। (জনান্তিকে) তাই ত রে ভাই, মরদটা যে ধূলোর উপরেই শুয়ে প'ড়্‌ল। ম'রে যাবে নাকি?

২য় রাখাল। (জনান্তিকে) বড় রোদ্দুরে এসেচে কিনা।

ব্যস্তভাবে পরাশরের প্রবেশ

পরাশর। প্রভু, হতাশ্বাস হ'য়ে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌লাম, নিকটে কোন স্থানেই জলাশয় নাই।

জয়দেব। কিছুরই আবশ্যক নাই পরাশর! তুমি কেবল প্রভুর নাম কর।

দুগ্ধ ও জলসহ গ্রাম্যরাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। না ভাই, তোমাদের কারেও যেতে হবে না, আমি দুধ এনেচি। কি, তুমি বুঝি, জল পাওনি? তা এ মাঠে জল পাবে কোথায়! গোঁসায়ের ভাগ্যে আমি কিন্তু জল পেয়ে গেছি। পাহাড় থেকে আজই একটা ঝর্‌ণা বেরিয়েচে, আমাদের গরুর পাল যেদিকে—সেখান দিয়েই ব'য়ে যাচ্চে, তাই আমি সেখানে দুই পেয়ে গেলুম। গোঁসাই, এই ন। আগে দুধ খাও, তারপর জল খাবে।

পরাশর। বালক, তুমি তো বড় দয়ালু! দাও, দাও, আগে গোঁসায়ের হাতে দাও! আহা—প্রভু আমার বড়ই কাতর হ'য়েচেন।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই ত আমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির ক'রে এলুম! গোঁসাই, ওঠ, খাও। আমি আর হাতে ক'রে দাঁড়াতে পারি না। তুমি এই জলটা ধর না গা। (পরাশরের হস্তে জল প্রদান)।

জয়দেব। (উত্থিত হইয়া) গোবিন্দ! কি লীলা তোমার! এ বিশাল প্রান্তরেও তুমি এসে আমায় দুগ্ধদান ক'র্‌চ? জীবে তোমার এত দয়া! দয়াময়! সবই তোমার ইচ্ছা। দাও বালক, তোমার যত্ন-আনিত দুগ্ধ আমায় দাও, আমি পান করি।

(দুগ্ধপান) দাও পরাশর, জল দাও। (জলপান) আঃ—বড় তৃপ্ত করিলে মাধব!

২য় রাখাল। হাই হাইরে—শালার গরুগুলো সব উপরদিকে চ'লে যাচ্চে। চ—চ-চ—গরুগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে আসি, আর অম্‌নি জল দেখিয়ে আসি। ওহে কর্ত্তা, যাবে না?

শ্রীকৃষ্ণ। না ভাই, আমি রাঙিকে দুধ দুইবার সময় বার ক'রে দিয়ে এসেচি।

রাখালগণ। চ, চ, চ রে—আম্‌রা যাই চ। এ—এ আবা—আবা হৈ—হৈ।

[বেগে প্রস্থান।

জয়দেব। শ্রীমন্দির আর কতদূর পথ?
কোন্ পথে যাইতে সুবিধা ঘটে?

শ্রীকৃষ্ণ। পুরুষোত্তম যাবে? পথ দেখিয়ে দোব? তা বেস্ ত, এসনা, এসনা, আমি ভাল রাস্তা দেখিয়ে দিচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

(অপর পার্শ্ব)

বেগে দিগম্বরের প্রবেশ।

দিগম্বর। বাবাঠাকুর গো, ছুটে এস গো বাবাঠাকুর, ধ'রেচি, ধ'রেচি, এবার জয়ার কুড় ধ'রেচি বাবাঠাকুর। বস্, কাজ ফর্‌সা, বাবাঠাকুর, বস্, কাজ ফর্‌সা হ'য়ে গেছেক্।

দ্রুতপদে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন। কি রে দিগম্বরে! কি ব'ল্‌চিস? জয়ার আমার কি কুড় পেয়েচিস্ রে? কাঁটাবন দিয়ে আস্‌চি রে জয়া, গোটা হাত পা গা ছিঁড়ে গেছে রে জয়া! কৈ ভাই, তুই? দাদা কৈ, ভাই কৈ, গুরু কৈ? অহো হো, বুক ফেটে গেল! অহো হো দিগম্বরে, বুক ফেটে গেল! হায়—হায়, আমার জয়া কোথায় গেল!

দিগম্বর। চুপ্ কর বাবাঠাকুর, আর কাঁদ্‌তে হবেক না, চুপ্ কর। ঐ দেখদেখি, ঐ পায়ের দাগটার উপরে ভোমরাগুলো উড়্‌চেক না?

(পথস্থ ধূলিচিহ্নে ভ্রমর উড্ডীয়মান)

নিরঞ্জন। তাই ত রে দিগম্বরে, এ ত বড় আশ্চর্য্য রে, সত্য সত্যই ত ভ্রমর উড়্‌চে, মধুর গুঞ্জন ক'র্‌চে!

দিগম্বর। তবে এ আমার জয়ার পায়ের দাগ না হ'য়ে আর যায় না গো বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুরের পায়ে পায়ে ভোম্‌রা সকল সকাল বিকাল এসে খেলা ক'র্‌তক। তিনি যেখান দিয়ে যেতেন, সেইখানে ভোম্‌রাগুলো উড়ে উড়ে বেড়াতক! ওগো—ওগো, এই যে সেই পদ্মগন্ধ ছুট্‌চেক। নিশ্চয়—নিশ্চয় আমার বাবাঠাকুর এই পথ দিয়ে গেছেক।

নিরঞ্জন। অ্যাঁ—অ্যাঁ—জয়া, জয়া, ভাইরে, এতদিনের পর তোর এ হতভাগ্য দাদার প্রতি কৃপা হ'ল ভাই! ওরে জয়া, দাদা,

তোর জন্য আমার কি শোচনীয় দশা হ'য়েচে, একবার এসে দেখে যা। কৈ, কৈ দিগম্বরে! কৈ আমার জয়ার পদচিহ্ন? তুই বার বার দেখা, আমি বার বার ভাল ক'রে দেখি। এই আমার দেবতার পদচিহ্ন! দিগম্বরে! নাচ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে। আহা, এই আমার জয়ার পদচিহ্ন! যত দেখি, তত যেন দেখার তৃষ্ণা আর মিটে না। আকাঙ্ক্ষা যেন ঐ পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দিগম্বরে! এই ধূলায় আমার অভীষ্ট পুরুষের পদ প্রক্ষিপ্ত হ'য়েচে। আজ এ পথও পবিত্র, আর পথের ধূলাও পবিত্র। আয় বাবা, আজ দেবতার পদরজ বেস্ ভাল ক'রে দুজনে গায়ে মাখি আয়। ধর্ দিগম্বরে, দুর্লভ ধন ধর্। (দিগম্বরের মস্তকে ধূলি প্রদান)।

দিগম্বর। দাও বাবাঠাকুর! নরাধম আমি, দেবতার পায়ের ধূলো আমাকে মাখ্‌তে দাও। (উভয়ের ভক্তিভাবে ধুলি মাখা)

নিরঞ্জন। দিগম্বর!

প্রতি পদচিহ্ন আজ ধূলির উপর।
ধর্ ধর্, ভাল ক'রে সর্ব্ব গাত্রে কর্‌রে লেপন।

(প্রদান)

দিগম্বর। দাও বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুরের পায়ের ধূলোয় ধন্যি হ'য়ে যাই।

নিরঞ্জন। এবার তা হবে না দিগম্বরে, কত ধূলো নোব, আর কত মাখ্‌ব? তার চেয়ে এই ধূলোয় দুজনে গড়াগড়ি দি আয়। আহা হা, এই আমার জয়ার পায়ের ধূলো। (গড়াগড়ি)

দিগম্বর। হাঁগো বাবাঠাকুর, সেই বেস্ গো, বাবাঠাকুরের পায়ের ধূলোয় প্রাণভ'রে গড়াগড়ি দি এস। (গড়াগড়ি)

নিরঞ্জন। চল্ দিগম্বরে! এই দেখ্, এই দেখ্, আবার সেই পদ-চিহ্ন! যত যাচ্চি, তত যেন আনন্দ বেড়ে যাচ্চে। তত যেন দেবতার অনন্ত মহিমা ছড়ান র'য়েচে। চল্ দিগম্বরে! আমরা তার কণা ধ'র্‌তে ধ'র্‌তে যাই চল্।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

উড়িষ্যা-রাজ, বেরাদারগণ, ভাইম্নেগণ, ভাগবৎহস্তে সভাদিগ্‌গজ আসীন।

১ম বেরা। চ্ছাম, অবধান করিবাহন্ত।

উঃ-রাজ। (হাই তোলা)

সকলে। (তুড়ি প্রদান)

উঃ রাজ। বেরাদার, কি ব'ল্‌ছিলে?

১ম বে। মহারজঙ্কর আদেশমত সভাদিগ্‌গজ-মহাত্মন ভাগবত-
গোঁসাই আনিথিলা।

উঃ-রাজ। (হাই তোলা)

সকলে। (তুড়ি প্রদান)

উঃ-রাজ। অহো, ভ্রম হ'য়েছিল। তা উত্তম, গ্রন্থারম্ভ
হোক্‌। কৈ সভাদিগ্‌গজ মহাশয়, কৈ? মহাভাগ, ব'ল্‌তে
কি—আমার সম্পূর্ণ ক্রটী হ'য়েচে, ক্রটী মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

সভাদিগ্‌গজ। মণিমা, মহারজঙ্কর ক্রটী, প্রক্রত ক্রটী ন অছে।
মহারজা বিষ্ণুঙ্ক অবতার। রজা, গীতয়া কথ্যতে—"শুচিনাং
শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" চ্ছাম,অবধান করিবা-
হন্ত, আপন ধর্ম্ম-যুধিষ্টির, 'প্রক্রত অর্থ কঁড় হলা? মাহাত্মা-
মানে যোগভ্রষ্ট হইকিরি রজাবংশরে রজা হউছন্তি।
আন্তমানে সেই রজা। আর মনুসংহিতারে মহর্ষি মনু কহিলা,
ভারি পুণ্য সঞ্চয় করিলে রজাপাথারে দর্শন লাভ হুয়ে।
ভাগবতঙ্ক একাদশস্কন্দরে তৃতীয় অধ্যায়ে বিদেহরজা যা
কহিলু, সে বিষয়ঙ্ক পাঠ করিবুঁ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ॥ (প্রণাম)

সকলে। ততো জয় মুদীরয়েৎ। (প্রণাম)

সভাদিগ্‌গজ। বিদেহোবাচ—এমন্তে বিদেহ-রাজন,
মনে বিচারি তত্ত্বজ্ঞান।

সকলে। বিদেহোবাচ—এমন্তে বিদেহ-রাজন!
মনে বিচারি তত্ত্ব-জ্ঞান।
সভাদিগ্‌গজ। আনন্দে শিরে কর দেঁই,
বোলয়িঁ নিস্তরিল মুঁহি।
সকলে। আনন্দে শিবে কর দেঁই।
বোলয়িঁ নিস্তরিল মুঁহি।
সভাদিগ্‌গজ। তুম্ভে নির্ম্মল যোগীজন,
কহহে ভকতি লক্ষণ।
সকলে। তুম্ভে নির্ম্মল যোগীজন,
কহহে ভকতি লক্ষণ।
সভাদিগ্‌গজ। কিরূপে ভ্রমন্তি জগতে,
কৃষ্ণ-ভজন অনুমতে।
সকলে। কিরূপে ভ্রমন্তি জগতে,
কৃষ্ণ ভজন অনুমতে।
সভাদিগ্‌গজ। কিবা কহন্তি বাক্যসার,
কি ধর্ম্ম করন্তি আচার।
সকলে। কিবা কহন্তি বাক্যসার,
কি ধর্ম্ম করন্তি আচার।
সভাদিগ্‌গজ। তাহাকুঁ জানিবা কেমন্তে,
কৃষ্ণ-ভজন অনুমতে।

রজা, কৃষ্ণ কোহুছিনি যে, তুম্ভেমানেবে আচার ধর্ম্ম কর। এই কথাকু শুনি আনন্দেরে কর দেঁ ই। কর মানে হস্ত, শিরে

মানে মস্তকে, মস্তকরে হাত দেলু। সেই কথাকু শুনি, ভকত নিস্তরিলি—নিস্তরিলি বোঁয়িং। কৃষ্ণ কোহুছিনি, তুস্তে ভকত-মানে বড্ড নিড়্মড়। কৃষ্ণকু ভকত পচারুছিনি, আউ ভক্তি লক্ষণ কঁড় অছি কুহ। কৃষ্ণঙ্কু-ভকত কোহুছিনি যে,যোগীমানে কিরূপে ভ্রমন্তি জগতে? ভকত কোহুছিনি, কৃষ্ণঙ্কু—কাঁহেস্কু কৃষ্ণনামঙ্কু যপন্তি। কাঁহেকি এত বাক্য কহন্তি? কাঁহেকি এত ধর্ম্ম আচার করন্তি? এত লোক যে আচার করন্তি, তাঁঙ্কু কিমতি জানিবা?

দ্রুতপদে জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক) মণিমা, অবধাড় করিবাহস্ত—বঙ্গঙ্কর রজা লক্ষ্মণসেন আমর রজাসঙ্গরে দেখা করিবা পাঁই অসুচি।

উঃ-রাজ। কে লক্ষ্মণসেন? বঙ্গের শাক্তরাজা লক্ষ্মণসেন? আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রতে এসেচে? কি ভয়ঙ্কর কথা! নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র ক'রে এসেচে! নতুবা সে দিন তাকে প্রচুর অর্থ দান ক'রে সন্ধি স্থাপন ক'র্লুম, আবার আজ সেই খাণ্ডাপুত্র দুর্দ্দান্ত শাক্ত লক্ষ্মণসেন কি জন্য আমার রাজ্যে আগমন ক'র্বে? কতদূরে? দূত! কতদূরে?

দূত। অ।ত সন্নিকটরে ছ্বাম!

সকলে। সর্ব্বনাশ হইল রাজন, সর্ব্বনাশ হইল রাজন!

উঃ-রাজ। উপায়, এখন উপায় কি? হা প্রভু জগন্নাথ! ক'র্লে

কি, ক'র্‌লে কি ? যাই হোক্, এখন আত্মরক্ষা ক'র্‌তে হবে। সভাভঙ্গ কর, বেরাদার, বেরাদার, ভাগবৎ গোঁসাই গোপন ক'র্‌তে বল। সৈন্যাধ্যক্ষকে সংবাদ দাও, সৈন্য সজ্জিত করুক্, ধনাগার রক্ষা করুক্। পুরস্ত্রীগণকে সংবাদ দাও, তারা সতর্ক হোক্। চ'লে যাও, চ'লে যাও, বিলম্ব ক'রো না। চিরশত্রু লক্ষ্মণসেন দ্বারাগত, পুরী রক্ষার উপায় কর।

সকলে। শড়া ব্রহ্মরক্ষস আউছন্তি! হে মহাপ্রভু জগন্নাথ! কড়িরে সব গড়ানি! ঐ বপ্পা—আঁস্থচি। (পলায়নোদ্যত)

উঃ-রাজ। পালিও না, পালিও না, আমায় গুপ্ত স্থড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে চল।

লক্ষ্মণসেন ও অরুণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। মহারাজ !

দীন বঙ্গরাজ আজ অতিথি তোমার।
অভিলাষ পূরাও তাহার,
সঙ্গে নারী দয়া-ভিখারিনী।

সকলে। হা প্রভু ! জগন্নাথ !

অরুণা। নাথ, উৎকল-নাথ আর তাঁর পারিষদগণকে শীঘ্র প্রকৃতিস্থ করুন। ঐ দেখুন, তাঁরা আমাদের দর্শন ক'রে অতিশয় ব্যাকুল হ'য়ে পলায়নোদ্যত হ'য়েচেন। নাথ, মহাপ্রভুর সেবকদের প্রাণে ব্যথা দিলে আমাদের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

লক্ষ্মণ স্থির হও উৎকল-রাজন্ !
হও স্থির সভাসদগণ,
রাজ্যাকাঙ্ক্ষী আততায়ী রূপে—
দিগ্বিজয়ে আসি নাই আজ।
সন্ধি-সূত্র করিয়া ছেদন,
না হব' অধর্ম্মাচারী বিশ্বাসঘাতক।

উঃ-রাজা। না, না, ও সকল কথা শুন না, আমায় নিয়ে চল। ও সব বঙ্গের রাজার ষড়যন্ত্র।

অরুণা। কেন বাবা,বৃথা ভয় ক'র্‌চেন ? মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনে সংসার সন্তপ্ত মন সুস্থির ক'র্‌বার জন্যই আমরা আজ আপনার অতিথিরূপে রাজসভায় এসেচি। যাঁর চরণ-কৃপায়, যাঁর নামের মহিমায় মৃতপুত্র পেয়েচি,আজ বাবা, তাঁকেই দেখ্‌তে এসেচি

লক্ষ্মণ। অরিভাব ভুল মহারাজ !
ভাগ্যবান হরিভক্ত বৈষ্ণব প্রধান,
হরি-প্রেম কর দান আজ দীন অভাগায়।
শাক্তের নিষ্ঠুর কাজ করি এতদিন—
হিংসাবশে যাপিয়া জীবন,
পর-রাজ্য অধিকারে নাশি পর-প্রাণ,
আশা-মরীচিকা-মুগ্ধ পথিকের প্রায়,
এতদিন বাড়ায়েছি জীবনের ভার।
এবে সেই ভ্রম ঘুচেচে আমার।
বৈষ্ণবের সার ধর্ম্ম—সংসার-বিরাগ,

রাজ্যস্পৃহা ভোগাসক্তি ক'রেছে বিনাশ।
হারানিধি পেয়েছি যে নামে,
তাঁর প্রেমে প্রাণ মাতোয়ারা,
বড় আশা করি তাই সস্ত্রীক আমরা—
শ্রীচরণে তব ল'য়েছি শরণ। (প্রণাম)

সকলে। জয় জয়, মহাপ্রভুর জয়।

উঃ- রাজা। তাই ত, একি অসম্ভব!

অরুণা। শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব-রাজন্।
হিন্দুনারী নাহি জানে মিথ্যা কপটতা।
বিনিময়ে বঙ্গ-সিংহাসন,
অথবা এ দম্পতির শোকার্ত্ত জীবন,
দাও, দাও সুশীতল স্নিগ্ধ পদছায়া।
শত রাজ্য-ঐশ্বর্য্য-বিভব,
অতি তুচ্ছ বুঝেছি এখন।
এ সংসারে মম আমিত্ব যা কিছু,
অকাতরে স'পিয়াছি তোমার চরণে।
বিষম বিষয়-মদে মত্ত ছিল মন,
অপূর্ব্ব ঘটনাবশে ঘুচেছে সে ভ্রম।
ধর্ম্মার্থী শরণাগত স্বামী-স্ত্রী আমরা,
পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মে হইব দীক্ষিত।
দাও, দাও শান্তি-বারি দাও,
পিপাসা মিটাও প্রভু!

লক্ষ্মণ। ধর্ম্ম সাক্ষী, অনুগত পদানত দাস মোরা।

উঃ-রাজা। (স্বগতঃ) একি আজ অপূর্ব্ব ঘটনা!

ঘোর শাক্ত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি,
নিরন্তর যুদ্ধমতি যে লক্ষ্মণসেন,
আজ সস্ত্রীক বিনীতভাবে দুয়ারে আমার?
ধন্য তুমি দয়াময় প্রভু জগন্নাথ!
কোন্ সূত্রে কোন্ কার্য্য করি—
কত রূপে ভক্ত ল'য়ে কর নবলীলা!
পরম বৈষ্ণবদ্বেষী হিংসাপরায়ণ—
অহঙ্কারী বঙ্গপতি শান্তিপ্রিয় আজ!
এ সকল ইচ্ছাময় প্রভুর কৌশল!
(প্রকাশ্যে) মহামান্য বঙ্গেশ্বর!
রাজ্যলিপ্সু মহাবীর সেই রাজা তুমি—
এত হীনভাবে আজ দীনের কুটিরে?
ধন্য ধন্য আজ সৌভাগ্য আমার!
চল, চল নরমণি,
চল রাণি সতী-শিরোমণি,
দয়া করি চল আজ দীন-অন্তঃপুরে।
শুভযোগে শুভক্ষণে—
বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা দিব প্রভুর মন্দিরে।

সকলে। জয় জয় মহাপ্রভুক্কর জয়।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষতল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদে মত্ত জয়দেব,
বাহ্যজ্ঞান নাহিক তাহার—
মরি মরি ভূদেব ব্রাহ্মণ!
মহিমা-বর্দ্ধন তুমি নাহি করিলে আমার,
কিসে হবে মহিমা প্রচার?
অই ভক্ত আসে ভাবোন্মাদে আপনা ভুলিয়া-
হেরি তরু-শাখে মিশি—
কোন্ প্রেম-গঙ্গা তায় হয় আবিষ্কার।

(শ্রীকৃষ্ণের বৃক্ষমধ্যে অন্তর্ধান)

দ্রুতপদে জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। প্রভুহে! প্রভুহে! এই কি তোমার সেই কোমল শ্যামল তমালপূরিত—নীল যমুনার উদার তীর! পরাশর! পরাশর!

দ্রুতপদে পরাশরের প্রবেশ।

পরাশর। প্রভু, প্রভু! কি আজ্ঞা ক'র্‌চেন?

(শূন্য হইতে কবিতার আবির্ভাব)

কবিতা। নির্ঝরের জলে ফুল্ল ফুলদলে,
মঞ্জু কুঞ্জবনে ভ্রমর-গুঞ্জনে,
চারুগিরি-অঙ্গে, ধবল তরঙ্গে—
পিক-কুহুতানে মধু বীণা-গানে—
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-আলয়ে আমার জনম।
দেবী বীণাপানি জননী আমার,
এ নারীর নাম কবিতা-সুন্দরী।
আজি মরি জননী-আদেশে,
আসিয়াছি জয়দেবপাশে ;
ভাবুক সে তার সনে করিতে বিহার।
আমিগো—কবিতা হই ভাবুকের ভাবের বনিতা,
স্থির থাকি ভাবুকের প্রাণে।
ভাবে ভাবে জয়দেব,
এস, এস, ভাবময় প্রভু প্রাণেশ আমার,
আজ হ'তে দাসী হ'ল কবিতা তোমার। (অন্তর্ধান

জয়দেব। মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ ।।

শ্রীকৃষ্ণ। গাও কবি, তারপর গাও,

প্রেম-গঙ্গা কবিত্বে ভাসাও,

ও গীতগোবিন্দনাম থাক্ তাহে চির নিমজ্জিত।

জয়দেব। রাধে! গগনমণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো; বনভূমি শ্যামল তমাল তরুতে অন্ধকারময়। কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীরু, রাত্রিতে একাকী যেতে পার্‌বেন না, অতএব তুমি এঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও। রাধিকা শ্রীনন্দের এবম্বিধ অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হ'য়ে কৃষ্ণসমভিব্যাহারে পথপার্শ্বস্থ কুঞ্জ-বৃক্ষের অভিমুখে গমন ক'র্‌লেন এবং যমুনার তীরে উপস্থিত হ'য়ে নির্জ্জনে ক্রীড়া ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। ঐ দেখ পরাশর! প্রভু আমার কিরূপে কি লীলা বিস্তার ক'র্‌চেন। দয়াময় গোপীবল্লভ, গোবিন্দ, নিত্যানন্দ! তোমার এই অদ্ভুত গুপ্ত ক্রীড়া ভগবদ্‌-ভক্তদিগের হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হ'য়ে জয়লাভ করুক। (ধ্যান)

পরাশর। আহা হা প্রভু! কি মধুময় শ্লোক আপনার শ্রীমুখ হ'তে আজ নিঃসৃত হ'ল। যেন গোমুখীবিনিঃসৃত গঙ্গার পারিজাতমথিত: অপূর্ব্বপরিমল-ক্ষীর তোয়। ধন্য প্রভু! আপনিই ধন্য। ধন্য আপনার ললিত মধুর গীতগোবিন্দ!

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো,

যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।

মধুরকোমলকান্তপদাবলীম্,

শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

জয়। গোবিন্দ! গোবিন্দ! কে তুমি প্রভু! কি ভাবে তোমার অর্চ্চনা ক'র্‌ব দয়াময়! গাও পরাশর, গাও সেই—

(শূন্যে মৎস-মূর্ত্তি প্রকাশ)

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

শ্রীকৃষ্ণ। বহিছে রে নির্ম্মলা জাহ্নবী।
ধাও ধীরে প্রেম-গঙ্গে! কল কল নাদে। (অন্তর্ধান)

পরাশর। কোন্ সুধা রে! কোন্ অমর-রাজ্য হ'তে এ অমিয়-ধারা নিঃসৃত হ'চ্চে? প্রভু! ক্ষণেক সম্বরণ করুন, একবার দেবরাজ্যের সুধা উপভোগ করি।

গীত

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

(শূন্যে কূর্ম্ম-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

(শূন্যে বরাহ-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

(শূন্যে নৃসিংহ-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। তব করকমলবরেনখমদ্ভুতশৃঙ্গম্,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

(শূন্যে বামন-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

(শূন্যে পরশুরাম-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

(শূন্যে রাম-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ম্,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

(শূন্যে বলরাম-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্,

হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে।

(শূন্যে বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

(শূন্যে কল্কি-মূর্ত্তি প্রকাশ)

পরাশর। ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে।

জয়দেব। প্রভু, প্রভু, দয়ার অমৃত ছড়িয়ে দাও। অভুক্ত ভক্ত পরিতৃপ্তি লাভ করুক। বসুধা সুধাপূর্ণ হ'ক। ঐ যে—ঐ যে আমার কালরূপ! বাঁকা হ'য়ে বাঁশী বাজিয়ে ডাক্‌চেন। দাঁড়াও, দাঁড়াও কাল', এই আমি যাচ্চি।

[বেগে প্রস্থান।

পরাশর। প্রেমিকের প্রেমের সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হ'য়েচে। এখন দেখি, এ সিন্ধুর জল কতটুকু ধ'রে রাখ্‌তে পারি? যা রাখ্‌তে পারব, তাতে অনেক কাজ হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাসাবাটী।

পদ্মা আসীনা।

বালিকাবেশিনী রাধিকার প্রবেশ।

গীত।

সাধে কি লুকিয়ে এনু বোন।
তোকে না দেখ্‌তে পেলে আমার যে কেমন করে মন॥
আসি কি আপন প্রাণে, টানে যে কে টেনে আনে,
জানি না তার কি মানে, কেন হয় এমন॥

পদ্মা। তুই লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে কেমন ক'রে শ্রীক্ষেত্রে এলি বোন্!

রাধা। সে দুঃখের কথা আর তুলিস্ না ভাই! যা কষ্টটা পেয়েছি, তা আমার অনেক দিন মনে থাক্‌বে। বাবা তোকে বরং একটা আড্ডাটাড্ডায় নিয়ে রাখ্‌ত, আমার ত আর তাও জুট্‌ত না। কোন দিন গাছের তলায়, কোন দিন বা নদীর কূলে, কোন দিন বা মাঠে, কোন দিন বা ঘাটে, তাও আবার ভয়ে ভয়ে। আবার তোদের পেছুনে পেছুনেও আস্‌তে হ'ত, তা না হ'লে পথে একলা মেয়েমানুষের ত আর আস্‌বার উপায় নেই। এদিকেও ভয়, বাবা পাছে দেখে ফেলেন!

পদ্মাবতী। তুই বড়ই কষ্ট পেয়েছিস্ বোন্। আর জন্মে তুই আমার কে ছিলি ভাই! ধন্যি সাহস!

রাধা। যাক, বাবা এখন কোথা, এসে প'ড়্বে না ত?

পদ্মাবতী। বাবার এখনও আস্‌বার দেরি আছে। তিনি আমার স্বামীর অনুসন্ধানে গেছেন। তা, তুই কোথা থাক্‌বি মনস্থ ক'রেচিস্?

রাধা। এই দেখ্ দেখি, মহাপ্রভুর এখানে আবার থাক্‌বার ভাবনা! শুনিস্ না, এখানে প্রভুর অনেক দেবদাসী আছে। তাদের বিয়েথা সব প্রভুর সঙ্গে! তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাব, আর সুবিধে পেলেই তোর সঙ্গে এসে কথা কইব।

পদ্মাবতী। এতদিন পথে খেলিই-বা কি? আর এখানেই বা খাবি কোথা?

রাধা। পথের কথা আর তুলিস্‌নে। পদ্মা, সে একটা উপন্যাস। মাপ কর্, সে কথা তোর আর শুনে কাজনি! এখানকার কথা বরং জিজ্ঞাসা কর্।

পদ্মাবতী। তাই বল্।

রাধা। এখানে তো তোকে ব'লেচি, থাক্‌বার, খাবার, আর শোবার কোন ভাবনাই নেই। ঐ দেবদাসীদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে, তাদের যা ব্যবস্থা, আমারও তাই ব্যবস্থা হবে। যাক্, তোর পূজোর কোন বাধা ঘটেনি?

পদ্মাবতী। না বোন্, তালে আমি ঠিক আছি! ওমা—বাবা যে এর মধ্যেই ফিরে আস্‌চেন।

রাধা। তবে ভাই, বিদায়।

পদ্মা। আবার কখন্ দেখা পাব দিদি!

রাধা। ও চাঁদমুখ না দেখে ত আর থাকবার যো নেই, গরজে গয়লা ঢেলা ত বইবেই। ঐ বাবা আস্‌চেন, পালাই।

[প্রস্থান।

পদ্মাবতী। ধন্য বোনের ভালবাসা! আমাকে যেন তাক্ লাগিয়ে দিয়েচে। যাক্, বাবা ত শ্রীক্ষেত্রে এসে বাসাবাড়ী নিয়েই আমা পোড়ামুখীর সদ্‌গতি ক'র্‌বার জন্য বেরিয়েছিলেন। হায়, এমনি পোড়াকপালী আমি, আমার জন্যে এ জগতের সার পদার্থ পিতামাতাও একদিনের জন্যও সুখী হ'লেন না। ঐ যে বাবা শুষ্কমুখে বিফলমনোরথ হ'য়ে ফিরে আস্‌চেন! বোধ হয়, সন্ন্যাসীর দর্শন পান্‌নি।

সুদেবের প্রবেশ।

সুদেব। মা পদ্মা!

পদ্মা। কি বাবা—

সুদেব। তোর অদৃষ্টে যে কি আছে মা, মহাপ্রভু যে কি ক'র্‌বেন মা, তা ত ব'ল্‌তে পারি না।

পদ্মাবতী। কেন বাবা, অত ভাব্‌চেন? অদৃষ্টে যা আছে, তাই ত হবে বাবা!

সুদেব। সবই জানি মা, কিন্তু মন ত আর তা বুঝে না। যাক্, এখন্ রন্ধনাদির উদ্যোগ করি গে চল।

পদ্মাবতী। বাবা, শুনেছিলাম, শ্রীক্ষেত্রে এসে রান্নাবাড়া ক'রে খেতে নেই।

জয়দেব। তাই বটে মা! কিন্তু আমরা পুরীর বাহিরে আছি, এখানে সে বন্ধন নাই।

[পদ্মাবতী সহ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র-তীর।

দ্রুতপদে জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। প্রভু, প্রভু, অনন্ত জগতে তুমি ছড়িয়ে র'য়েচ। জানি না—কত বৃহৎ তুমি, তাই তোমার ইয়ত্তা হয় না। জানি না—কত ক্ষুদ্র তুমি, তাই জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুতেও প্রবেশে সমর্থ হ'য়েচ। ঐ যে—ঐ যে আমার পুরুষোত্তম শ্রীমন্দিরের মধ্যভাগে উপবেশন ক'রে মন্দির হিরণ্ময় ক'রে রেখেচেন। পরাশর, চল, চল, প্রভুকে আমার রচিত ললিত মধুর গীতগোবিন্দ শুনিয়ে আসি। কৈ পরাশর! দাও, আমার গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি দাও।

পরাশর। প্রভু, এই নিন্, আপনার হৃদ্‌গুহা-উত্থিত পূত প্রস্রবণস্বরূপ পবিত্র গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি। চলুন প্রভু, আমিও প্রভুর সহিত মহাপ্রভুর মন্দিরে গিয়ে পতিত আত্মার পবিত্রতা সাধন করিগে।

জয়দেব। তবে পরাশর, চল আর গাও, যদি আপন আত্মার পবিত্রতা চাও, তবে আজিকার মধুর কোমল উষায় রুচির নব মুকুলিত নূতন গীত—সেই শ্লোক - সেই—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্,

ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্

গাও, পরাশর গাও।

নেপথ্যে উড়িয়ারাখালবেশী কৃষ্ণ। গীত

শ্রীকৃষ্ণ। রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্,

ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।

জয়দেব। পরাশর! পরাশর! কি শুনি, কি শুনি, কি অশ্রুত-পূর্ব্ব ধ্বনি! শোন, শোন, আমার রচিত শ্লোক কে গান করে? আজ প্রভাত-রচিত আমার নূতন গীত প্রচার হ'ল কিরূপে পরাশর!

পরাশর। বোধ হয়, প্রভুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের উচ্চারণে কোন শ্রুতিধর গায়ক এ পীযূষ-ধারা সংগ্রহ ক'রেচে।

জয়দেব। অদ্ভুত, অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত! কে সে শ্রুতিধর গায়ক? স্বর্গীয় কণ্ঠধ্বনি! দেখ পরাশর, ঐ!

উড়িয়ারাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্,
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
পীনপয়োধর পরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী॥

ব। একি, একি, শ্লোকের শেষ চরণ এ শ্রুতিধর বালক কিরূপে সংগ্রহ ক'র্‌লে পরাশর!

পরাশর। আশ্চর্য্য প্রভু, ও যে রাখাল ছেলে!

জয়দেব। রাখাল বালক! রাখাল সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ ক'র্‌চে? আরও আশ্চর্য্য, স্থির হও, শোন, আরও শোন।

গীত

শ্রীকৃষ্ণ। নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহুমনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি বেণুম্॥
পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥

[প্রস্থান।

জয়দেব। আর শুন্‌তে দিলে না, বীণার স্বর [illegible] অনন্তে গিয়ে মিশিয়ে গেল! প্রকৃতির চারিপার্শ্বে যেন, সেই স্বরের

প্রতিধ্বনি। গীতের প্রতিবর্ণ যেন ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বেজে উঠ্‌চে! পরাশর! পরাশর! অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়েচে। ভেবেছিলুম, আমিই গীতগোবিন্দের রচয়িতা। প্রাণের কথা প্রাণের গোবিন্দকে দিয়ে পরম প্রীতি লাভ ক'র্‌ব। নব গীত নব-নটবরকে শোনাব। তা নয়, তা নয়, এ পুরাতন প্রাচীন গী... সামান্য রাখালেও জানে। দামোদর দর্প চূর্ণ ক'র্‌লে... অহঙ্কার ক'রে যাচ্ছিলুম, অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। আর কেন ছার গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি বহন করি? আর কি নিমিত্তই বা কোন্ হস্তে চর্ব্বিত পদার্থ ল'য়ে প্রভুর শ্রীমন্দিরে গমন করি। না, যাব না, আর এই গীতগোবিন্দের নামও মুখে আন্‌ব না। এই সমুদ্রের নীল লবণাক্ত সলিলে গীতগোবিন্দের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোক্। প্রভু। প্রভু! আমি ঘোর মহাপাপী। (সমুদ্রে অবতরণ)।

(দরদরধারে অশ্রুপতন, পতিত অশ্রু হইতে সহসা
কনকপদ্মের উৎপত্তি, গীতগোবিন্দের
পাণ্ডুলিপি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ।)

নেপথ্যে—শ্রীকৃষ্ণ। জয়দেব! রোদন সম্বরণ কর, তোমার অপূর্ব্ব গীতগোবিন্দ উচ্ছিষ্ট বা পুরাতন নয়, নিত্য পবিত্র; নিত্য নূতন। যত দিন সৃষ্টি থাক্‌বে, তত দিন তোমার এই গীত-গোবিন্দের পবিত্র গাথা সাধুদিগের পবিত্র হৃদয়ে চন্দনাক্ষরে লিখিত থাক্‌বে। জয়দেব! তোমার গীতগোবিন্দ কখন পুরাতন হবে না।

জয়দেব। হায় হায়, প্রভু, কি ক'র্‌লুম, তোমার লীলা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না! হায় হায়, আমার সাধের গীতগোবিন্দ সমুদ্রজলে ভাসিয়ে দিলুম। (রোদন)।

(সমুদ্রবক্ষে গীতগোবিন্দ বক্ষে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-
মূর্ত্তির আবির্ভাব, অশ্রু সৃষ্ট পদ্ম-
সকল গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে
মালাকারে বেষ্টন।)

শ্রীগৌরাঙ্গ। ভাবুক ভক্ত রে,
অম্বুধির তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে,
নাহি যায় ভেসে
গীতগোবিন্দের তোর পূত পাণ্ডুলিপি।
এই দেখ্—বক্ষে রেখেছি যতনে;
ইহারি কারণে ধরিয়াছি ত্যজি কৃষ্ণরূপ—
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ,
যেই রূপে কয়েক শতাব্দী পরে—
নদীয়ায় হ'য়ে লীলা-অবতার,
করিব এ প্রেমের বিস্তার,
দ্বারে দ্বারে ছড়াইব এই গীত-সুধা,
ভব-ক্ষুধা মিটিবে যাহায়।

পরাশর। প্রভু, প্রভু, স্বপ্ন দেখ্‌চি। ঐ দেখুন, অনন্ত অকূল বিশাল সমুদ্রবক্ষে দয়াময়ের মনোমোহন মধুর নবীন মূর্ত্তি! ঐ দেখুন, আপনার শ্রীহস্তলিখিত পবিত্র গীতগোবিন্দের

পাণ্ডুলিপি। ঐ দেখুন, আপনার পূত অশ্রুপ্রসূত অসংখ্য পদ্মরাশি প্রভুর পাদপদ্মে মালাকারে বেষ্টন ক'রেছে। প্রভু, জানি না, কোন্ ভাগ্যে আপনার সঙ্গলাভ ক'রেছিলুম। ধন্য, ধন্য পরাশর, তুমিই ধন্য!

জয়দেব। আর ধন্য পরাশর, আমিও ধন্য। প্রভু আবার, আমার রচিত গীত বালকবেশে গান ক'রে আমার গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি আপনার বক্ষে সযত্নে ধারণ ক'রে আছেন। দাঁড়াও, দাঁড়াও প্রভু! একবার শ্রীচরণের বেণু গ্রহণ ক'রব, একবার ঐ শ্রীপাদপদ্মের রজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রব। (গমনোদ্যত)

শ্রীগৌরাঙ্গ। জয়দেব, আমার শ্রীমন্দিরে গমন কর। সেই স্থানেই আমার এইভাবে দর্শন পাবে। (অন্তর্ধান)

জয়দেব। শুন্‌লে, শুন্‌লে পরাশর, চল, চল আর অপেক্ষা ক'র না। চল, মহাপ্রভুর পাদপদ্মে একবার গড়াগড়ি দিগে চল। জয় প্রভু জগন্নাথ! জয় প্রভু জগন্নাথ!

[বেগে প্রস্থান।

পরাশর। গীত

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্।
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্,
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্।।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

স্থদেব ও পদ্মাবতীর প্রবেশ।

়। দেখ্‌চিস্ মা পদ্মা, প্রভুর প্রত্যাদেশে জয়দেবের সন্ধান ক'রে বেড়াচ্চি, কিন্তু অদৃষ্টের ফল দেখ্, কেউ আর মহা-পুরুষের সন্ধান ব'ল্‌তে পার্‌চে না। ঐ নয়—কে দুটী সাধু আস্‌চেন!

জয়দেব ও পরাশরের প্রবেশ।

কে তোমরা সাধু দুই জন,
ক্ষরে অঙ্গে ভানুর কিরণ,
পাই মনে ভয়, না স্থধালে নয়,
মতিমান, জান কি সন্ধান —
নগরের কোন্ স্থানে জয়দেবনামে পণ্ডিত গোঁসাই?

পরাশর। হে ব্রাহ্মণ! সে সাধুরে তব কোন্ প্রয়োজন?

স্থদেব। স্থচরিত সন্ন্যাসী-ধীমান্,
মহান্ উদ্দেশে এক, ফিরি জয়দেব আশে,
প্রভুর আদেশে।

জয়দেব। প্রভুর আদেশে জয়দেব আশে,
কি উদ্দেশে ভ্রম দ্বিজ?

পরাশর। যাঁর আশে শ্রান্ত হে ব্রাহ্মণ,
এই সেই মহাজন তিনি?

সুদেব। এই জয়দেব? এই সেই প্রভাত-অরুণ?
তরুণ যুবক! প্রভুর সেবক তুমি,
পাল' আজ্ঞা তাঁর, এই কন্যা কর পদ-দাসী।

(কন্যার হস্তধারণ পূর্ব্বক)

আয় ওমা,
এই স্বামী তোর –
নে মা, পদ-ধূলি।

পরাশর। আহা, মা যে সাক্ষাৎ ইন্দিরা।

(পদ্মাবতী কর্ত্তৃক জয়দেবের পদধূলি গ্রহণোদ্যত)

জয়দেব। হরি হরি, এ কি বালা, তব আচরণ,
হে ব্রাহ্মণ, আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী,
ভিখারী বৈরাগী, আছে মানা দার-পরিগ্রহে।

সুদেব। কি করিব প্রভু, প্রভুর আদেশ—
একদিন স্বপ্নাদেশ হইল আমার,
"দ্বিজরায়, যাও ক্ষেত্রধামে,
জয়দেবনামে সুজন ব্রাহ্মণে—
দানি এস দাসী-কন্যা মোর।"

জয়দেব। অসম্ভব, অসম্ভব কথা,
পাই ব্যথা দ্বিজ, তোমার কথায়,
এ নিশ্চয়—এ নিশ্চয় ছলনা তাঁহার।

সুদেব তুচ্ছ কীট আমি,
এ হেন ছলনা মোর সনে সম্ভবে কি প্রভু!
প্রভু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য মানি,
দ্বিজচূড়ামণি, পালিনু আদেশ তাঁর,
কর্ত্তব্য তোমার, তুমি সাধ'।
রহ ওমা, স্বামী-পাশে!
রমণীর সার ধর্ম্ম স্বামী-সেবা—
পাল' সযতনে।
কায়মনে স্বামী-পদ কর পূজা।

[প্রস্থান

জয়দেব। হে ব্রাহ্মণ! যেও না, যেও না,
ক'র না ছলনা, ফেল না ফাঁপরে,
ল'য়ে যাও ঘরে দুহিতা-রতন।
নহে কদাচন উচিত এ হেন নীতি।
যাও সতি, পিতার পশ্চাতে,
ভিখারী সঙ্গেতে কিবা আছে ফল?
অশ্রুজল হবে সার,
সুবর্ণ শরীরে ঘটিবে বিকার,
অন্ধকার হেরিবে সংসার,
হাহাকারে ব'বে তপ্ত শ্বাস,
আপনার সর্ব্বনাশ কেন আহ্বান কমলে!
যাও চ'লে, সবিনয়ে করি নিবেদন।

পদ্মা। (স্বগত) নারায়ণ, বাক্-শক্তি দাও,
যুয়াও হে প্রভু, স্বামীর উত্তর।

জয়দেব। পরাশর, নির্ব্বাক্ ললনা ;
ছলনা বোঝে না, ব্রাহ্মণে ফিরাও,
কন্যা তার দাও,
নৈলে হবে হিতে বিপরীত,
গাহিবে কুগীত, বৈরাগীর কামিনী-লালসা,
ভোগের পিয়াসা বিহিত না হয় কভু।

পরাশর। প্রভু। প্রভুর আদেশ।

জয়দেব। পরাশর, দীন-আজ্ঞা পাল সযতনে,
ফিরাও ব্রাহ্মণে, বিপদে আমায় কর পরিত্রাণ।

পরাশর। প্রভু! মা যে সাক্ষাৎ কমলা!
আপনি আগত দ্বারে,
কেমনে ফিরাব তাঁরে?

জয়দেব। ফিরাও সে দ্বিজে, একি আচরণ?
সাধু-রীতি লঙ্ঘে কেন সে ব্রাহ্মণ?
অঘটন ঘটিবে বিলম্বে।

পরাশর। প্রভু-আজ্ঞা—অলঙ্ঘ্য দাসের।

[প্রস্থান।

জয়দেব। যাও বালা, করি অনুরোধ,
বোধহীনা হ'য়ো না সুশীলে!
ভুলে কেন দুর্ভাগ্যেরে কর নিমন্ত্রণ?

রজ্জুভ্রমে ভুজঙ্গ ধারণ কেন কর ?

পদ্মা। নিজশক্তি কি আমার প্রভু !
পিতা দান করিল আমায় প্রভু-পায়,
কি উপায় আছে নাথ, বিক্রীত জীবনে ?
তোমা বিনে এ দাসীর আছে কিবা গতি !
পদ্মাবতী কোন্ শক্তি ধরে বিনা ও চরণ ?

জয়দেব। অহো, হরি হরি—
চিন্তামণি কি চিন্তায় ফেলিলে আমায় !
এ ত নয় বিহিত বিধান !
সুলোচনে ! কর প্রণিধান,
ব্রহ্মচারী আমি,
নারীসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য যাবে—
গাহিবে কুযশ লোকে।

পদ্মা। নারীসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য যাবে,
একি প্রভু, স্বামীর বচন ?
মনু ত ব'লে না তাহা—
যে মনুর মতে হিন্দু-ধর্ম্মে আজ দশবিধি চলে।

জয়দেব। বিদুষী রমণি, শাস্ত্রতর্ক অতীব জটীল,
বিমল সলিল যথা পঙ্কিল সরসে।
ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে নানা মার্গ রয়,
যায় অধিকারী-ভেদে আপন আপন নির্ব্বাচিত পথে।

পদ্মা সে পথে কি অবলার নাহিক উপায় ?

পুরুষের ধর্ম্ম শুধু, নারীর কি নাই?
এ বিশাল হিন্দুধর্ম্মে কীট হ'তে পায় রাজেন্দ্র উদ্ধার,
মহাপাপী হ'তে সাধু পায় পরিত্রাণ,
ত্রাণ কিহে শুধু নাহি কামিনীর?
এত কি অভাগ্য এ জাতির?
গুণমণি,
হিন্দুধর্ম্মে শুনি, পতির অর্দ্ধেক জায়া,
ধর্ম্ম-বিধি পতি-পত্নীসহ, এ কথা কি সবি অমূলক?

জয়দেব। তর্কে দূরে চ'লে যাই,
নাই কিছু মীমাংসা তাহার,
রুচিভেদে লভে শুচি মন।
ধর্ম্ম-ধন তর্কে নাহি ঘটে,
সঙ্কট সময়,
দীনবন্ধু, হও দীনের সহায়,
কামিনীর মোহে বসিয়াছি রসাতলে যেতে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

পদ্মাবতী। নাথ, নাথ, দাসীরে ঠেল' না পায়।

[তৎপশ্চাৎ পদ্মাবতীর প্রস্থান।

(শূন্যে দিগঙ্গনাগণের আবির্ভাব)

দিগঙ্গনাগণ। গীত

ভুরি আর ছেড়'না কালসোনা, কেন শ্যাম নাই কি জানা।
চ'টলে ধনি চাঁদবদনী যায় না যে তে সাম্‌লানা।
দেখেছ রাধার মানে, শির নোয়ালে শ্রীচরণে,
তাই বলি মানে মানে, বাদ সেধ' না নারীর সনে,
বার বার হে করি মানা॥

(অন্তর্দ্ধান)

রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ব'লে যাও, ব'লে যাও রাধে! সত্যি ব'লচি, আমার আর বিন্দুমাত্র সময় নেই।

শ্রীরাধা। ব্যাপারগুলো কি ক'রচ বল দেখি?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, তুমি আমার ব্যাপারের কি দেখ্‌লে?

শ্রীরাধা। কি দেখ্‌লে ব'লে আবার হাস্‌চ? দিগম্বরে, নিরঞ্জনে ত একেবারে যায় যায় হ'য়েচে। কঠিন! এখনও তোমার পরীক্ষার শেষ হয়নি?

শ্রীকৃষ্ণ। পরীক্ষা কি! ঘটনার স্রোতে ঘটনা চ'লে আস্‌চে। তুমি ঘটনার স্রোতের বেগ কি কমিয়ে দিতে বল?

শ্রীরাধা। ঘটনার স্রোত কি, নিরঞ্জনকে খেজুর কাঁটায় বিঁধিয়ে কাঁটাবনে ফেলে দিয়ে? দিগম্বরেকে পথের মাঝে অথান্তরে ফেলে? এই কি তোমার ঘটনার [illegible] হান [illegible] কি

এ দিকে জয়দেবের জন্যে তেপান্তর মাঠে গিয়ে দুধ যোগাড় ক'র্‌তে পার, আর সে হতভাগাগুলোকে কি একটু মুখের মিষ্টি দিতে পার না ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, কেন রাধে! এই ত তাদের আমি পথ দেখিয়ে দিয়ে আস্‌চি।

শ্রীরাধা। পথ ? খুব পথ দেখিয়ে দিলে, আগে কাঁটাবনে ফেলে দিয়ে ত ?

শ্রীকৃষ্ণ। তা—তা তুমি আমাকে এত গঞ্জনা দিতে এসেচ কেন ? তুমিই ত তাদের দেখ্‌লে পার।

শ্রীরাধা। তা বেস, যেমন নিজে, তেমনি কিনা ? আমি তেমন বয়স্থা মেয়ে পদ্মাকে পথের মাঝে ছেড়ে দিয়ে চ'লে আসি, কেমন ? বেস—বুদ্ধি বিবেচনা ?

শ্রীকৃষ্ণ। আর আমাকেই বা তুমি কি বল ? আমি কি এক মুহূর্ত্ত স্থির আছি ? এই দুনিয়াটায় আমায় ঘুরে বেড়াতে হ'চ্চে। কার ঘরে চাল নেই, তার চাল যোগাচ্চি ; কেউ বিপদে প'ড়্‌চে, অম্‌নি তার কাছে ছুটে যাচ্চি ; কেউ চোখ বুজে সংসারের সব জিনিষ ছেড়ে আমাকেই চাচ্চে, তার কাছে তার মনের মত হ'য়ে দাঁড়াচ্চি। আমিও ত আর পারি না, খাট্‌তে খাট্‌তে শেষ হ'য়ে গেলুম।

শ্রীরাধা। যদি কষ্টই বোধ হয়, তবে এ সব খেলা খেল কেন ? সোহং হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লেই, পার। তাতে দুদিক চুকে, তুমিও নিশ্চিন্ত থাক, আর রাধাকেও চোখের জল

ফেল্‌তে হয় না। দ্বাপরে বৃন্দাবনে খেলা খেল্‌লে, আবার কলিতে সেই প্রকট খেলা ভক্তের কাছে খেলাবার সাধ হ'ল। লোককে বল, মায়া ত্যাগ ক'র্‌তে, কিন্তু নিজে মায়াময়, আপন মায়ায় আপনি ভুলে যাও। যমুনা-কূল ভুল্‌তে না পেরে অজয়ের কূলে এলে। বৃন্দাবন ভুল্‌তে না পেরে কেন্দুবিল্ব গ্রাম ধ'র্‌লে! সখা শ্রীদামকে ভুল্‌তে না পেরে জয়দেবকে সখা ভাব্‌লে। আবার রাধার উপর অপার দয়া ব'লে পদ্মাকে রাধার অংশ ক'রে ধরায় পাঠালে! বলি, এ সব দোষ কার?

শ্রীকৃষ্ণ। সব কথাই ত ব'ল্লে, কিন্তু একটা কথা যে ভুল্লে?

শ্রীরাধা। কি বল দেখি! অনন্তময়ের অনন্ত খেলার যে অন্ত নেই, ব'ল্‌ব আর ক'টা!

শ্রীকৃষ্ণ। আবার নিজের মাহাত্ম্য প্রচার ক'রবার জন্য শাক্ত লক্ষ্মণসেনকে বৈষ্ণব ক'র্‌লুম।

শ্রীরাধা। ওমা, ওমা, তাও আবার হ'য়েচে নাকি? তাকেও ফাঁদে ফেলেচ? তবে বেচারির এবার রাজ্যিপাট যায় আর কি?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন এই পর্য্যন্ত ভাল।

শ্রীরাধা। একটু থাক না।

শ্রীকৃষ্ণ। থাক্‌বার কি উপায় আছে? শুনচ' না কোলাহল?

শ্রীরাধা। কোলাহল কিসের?

শ্রীকৃষ্ণ। বর্ণনায় কেন, চোখেই দেখ্‌বে চল।

শ্রীরাধা। তবু ভাল, কাছে রাখ্‌লেও বাঁচি।

উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডাগণ আসীন।

জয়দেব, পদ্মাবতী ও পরাশরের প্রবেশ।

জয়দেব। বহু আশায় এসেচি বাবা, আশায় বঞ্চিত ক'র না, বহু দূর হ'তে এসেচি। মহাপ্রভুকে দর্শন না ক'রে কিছুতেই আর চিত্ত স্থির হ'চ্চে না। পরাশর, পরাশর, প্রভুর পাদ-পদ্ম দেখাও, নতুবা জীবন যাবে।

১ম পাণ্ডা। আরে, আরে, লোকুটা কি মূরখ! যা, যা, এইখিনি আউ দর্শন হবিনি। সন্ধ্যার পর আসিবু; যা, যা, সন্ধ্যার পর আসিবু।

পরাশর। হরিভক্ত পাণ্ডাগণ, দেখ্‌চ না, সাধুর কি অবস্থা উপস্থিত হ'য়েচে? এ স্থানে হরিভক্তের প্রাণ বিয়োগ হ'লে ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য একেবারে যে লুপ্ত হবে, তোমারা যে একেবারে কলঙ্ক-সাগরে ডুবে যাবে! মা, প্রভু আপনাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেচেন, তবে কেন এখানে এলেন? আপনাকে দেখ্‌লে প্রভু বিরক্ত হবেন।

পদ্মা। বাবা, যেখানে কায়া, সেইখানে ছায়া; যেখানে প্রভু, সেইখানেই দাসী, তিনি আমায় ত্যাগ ক'ল্লে, আমার গতি

জয়দেব। পরাশর! যাব, যাব, ঐ যে মহাপ্রভু আমায় দর্শন দিবার জন্য শ্রীমন্দির হ'তে কর-সঙ্কেত ক'র্‌চেন। ঐ যে তাঁর অজস্র করুণা-বারি সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত ক'রে আস্‌চে। জগবন্ধু! দীনবন্ধু! যাচ্ছি, যাচ্ছি।

পাণ্ডাগণ। মার শড়াস্কু, সমিস্তিস্কি বাহার করি দাও, মার শড়াস্কু, মার শড়াস্কু। (প্রহার)

পদ্মা। মের' না, মের' না, প্রভুকে আমার মের' না। প্রভুর গাত্রের এক একটী আঘাত আমার বুকে শেলাঘাত ক'র্‌চে। পায়ে ধরি, আমাকে মার—আমাকে মার, আমার প্রভুকে ছেড়ে দাও।

পাণ্ডাগণ। চলি যা, চলি যা—(প্রহার)

জয়দেব। ইচ্ছাময়, যত পার প্রহার কর। বুঝেচি, এখনও এ মহাপাপীর পাপের ধ্বংস হয়নি। দয়াময়, প্রহার-পীড়নে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও। কর, কর, আরও প্রহার কর। প্রভু জগন্নাথ! দর্শন দাও, দর্শন দাও।

পরাশর। শীঘ্র দ্বার ত্যাগ কর। সাধুর প্রাণে ব্যথা দিও না। প্রবল বন্যার গতি রোধ করে, কার্ সাধ্য।

পদ্মা। অ্যাঁ, অ্যাঁ, পাপ-চক্ষে এই দেখ্‌বার জন্যই কি প্রাণেশ্বরের অনুগামিনী হ'য়েছিলাম? মার, মার, আমাকে মার, কিন্তু প্রভুকে আমার মের' না! দয়াময়, অন্তর্যামী জগন্নাথ! তোমার পবিত্র স্থানে এই পৈশাচিক দৃশ্য! ভক্ত প্রহ্লাদকে তার উৎপীড়ক পাষণ্ড পিতার হস্ত [illegible] উদ্ধার

ক'রেচ, অগ্নিকুণ্ডে ভক্তে রক্ষা ক'র্‌তে কোল পেতে ব'সেচ, মদমত্ত হস্তীর পদতলে শুয়েচ, তবে আজ এই কঠোর দৃশ্য কিরূপে দেখ্‌চ প্রভো। বাবা! কাষ্ঠ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কি এত কঠোর হ'য়েচ? হা কৃষ্ণ! হা প্রভু জগন্নাথ! (মূর্চ্ছা)

বেগে দিগম্বর ও নিরঞ্জনের প্রবেশ।

দিগম্বর। ওগো বাবাঠাকুর! ঐ যে আমাদের বাবাঠাকুর! পাণ্ডাগুলো মার্‌ছেক্ বাবাঠাকুর! কি করি, আমার বাবাঠাকুরকে মারছেক্! বাবাঠাকুরকে মারছেক্!

নিরঞ্জন। কি, কি—দিগম্বর, আমার জয়াকে শালারা মার্‌চে? মার্, মার্, মার্ দিগম্বরে, জয়ার জন্যে প্রাণ দোব আয়। জয়া, জয়া, আয়—আয় ভাই, কি ক'র্‌তে হবে বল্।

দিগম্বর। বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর, চাকরটাকে হুকুম দাও বাবাঠাকুর, বেটাদের আমিই দেখে লুব।

পাণ্ডাগণ। খুব মার, মারি মারি কিরি মারি পকা।

(প্রহার—নিরঞ্জন ও দিগম্বরের মূর্চ্ছা)

জয়দেব। প্রভু জগন্নাথ! দাও দরশন!
ইথে নাহি খেদ সনাতন!
পিতা নন্দ মাতা যশোদায়—
দ্বারী-হস্তে ক'রেছ নিগ্রহ,
অনুগ্রহ ক'রেছিলে শেষে,
সেই মত দেখা দাও এসে!

হরি! বক্ষে ধরি—
ভক্তি-প্রেম-নবনী এনেচি,
ভক্ত-উপহার লহ দয়াময়!
কত সয়, আরো কত বাকী ভক্তের পীড়ন!
যায় প্রাণ, যায় প্রাণ, দাও দেখা! (মূর্চ্ছা)

পাণ্ডাগণ। কি রে শড়া, হেইচি ত? যেমন্তি কাম করিছন্তি, সেমতি ফড় পাইছন্তি।

লক্ষ্মণসেন, অরুণা ও উড়িষ্যারাজের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। একি, চারিদিকে যে রক্তস্রোত চ'লেচে! সংঘাতিক আঘাত! কোন্ দুর্ভাগ্য এরা? এদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার—সদাশয় পুরীর রাজার ভয়ঙ্কর কলঙ্কের চিত্র!

অরুণা। মরি মরি কে তুমি জননি?
জ্ঞানহারা ধূলিবিলুণ্ঠিতা!
হেম-অঙ্গ বিবর্ণ কালিম,
বেত্রাঘাত চিহ্ন দেহে উঠিছে ফুটিয়া!
কে রে হেন নির্দ্দয় কঠিন মমতাবিহীন!
শ্রীঅঙ্গে মা তোর করিল আঘাত?
ব্যথা তার হ'ল না পরাণে?
দেখ রাজা, দেখ চেয়ে করুণ নয়নে—
অবলার দশা।
ধন্য ধন্য পাণ্ডাগণ! প্রভুদাস বলি কর অহঙ্কার,

এইরূপে কর হরি-প্রেমের বিস্তার!
কেন মা আসিলি তুই মায়াশূন্য নিষ্ঠুরের দেশে?
আয় ওমা, আয় বুকে আয়,
নিয়ে যাই তোরে সেই দেশে
যথা নাই হেন নির্ম্মমতা ঘোর নিষ্ঠুরতা!
যতন-সেবায় বেদনা যন্ত্রণা ক'রে দিব উপশম।

উঃ-রাজা। মার্জ্জনা করুন, মার্জ্জনা করুন! ক্ষমা ভিন্ন এ দুর্বৃত্ত উড়িষ্যারাজার এ সংসারে আর দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত নাই।

লক্ষ্মণ। একি! এই মহাপুরুষকে যে আমি চিনি ব'লে অনুমান ক'র্‌চি। পরিচিত মুখ ব'লেই ত বোধ হ'চ্ছে। অহো হো, স্মরণ হ'য়েচে, ইনি যে সেই চণ্ডীপুরের মা তারা-দেবীর মন্দিরের শিক্ষা-গুরু—রাজা লক্ষ্মণসেনের শিক্ষা-গুরু জয়দেব! গুরু! গুরু। আজ আপনার এই অবস্থা! রাজা লক্ষ্মণসেনের শিক্ষা-গুরুর আজ এই অবস্থা! যাঁর বাক্যে তারা মা আমার মত হতভাগ্যকে ত্রাণ ক'র্‌বার জন্য চকিতে মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লেন, সেই বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের আজ প্রভুর মন্দিরে এসে এই দুরবস্থা! গুরু! গুরু! গাত্রোত্থান করুন। অধম শিষ্য আজ পদে ধ'রে কাঁদ্‌চে! রাজা। রাজা! আপনি আমার দীক্ষাগুরু, আর এই প্রভু আমার শিক্ষাগুরু। হে গুরু! আজ আপনার রাজত্বে—আপনার মন্দিরে লক্ষ্মণসেনের শিক্ষা-গুরুর অবস্থা দেখুন!

উঃ-রাজা কি দেখ্‌বো, আমার মহাপ্রভুর কি ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখুন। প্রভু! প্রভু!

ক্ষতাঙ্গে জগন্নাথের আবির্ভাব।

জগন্নাথ। রাজা। রাজা!
হের হের তব দ্বারে আমার দুর্গতি!
ভক্ত-অঙ্গে যত ক'রেচে প্রহার,
তত প্রাণে বেজেছে আমার!
দেখ—দেখ—মম অঙ্গে রক্ত ঝরে!
নিজ হিত যদি চাও—
শুশ্রূষা সেবায় তুষ্ট কর সাধুবরে।

ঐকতান বাদন

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুদেবের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

সুদেবের প্রবেশ।

সুদেব। নীলাচলের সমুদ্রের জলে প্রতিমাখানি ভাসিয়ে দিয়ে এলুম। নিরঞ্জন হ'য়ে গেচে, এখন শান্তি-জল নিতে হবে। কিন্তু হায়। এ মরু-সংসারে শান্তি আবাব কোথায়? এক-মাত্র পত্নী আর কন্যা, আর এখন কন্যার কথাই বা বলি কেন, সে স্নেহ-প্রতিমার কথাই ত ব'ল্‌ছিলুম, নিরঞ্জন দিয়ে আস্‌চি।

অদূরে উন্মাদিনী সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। একি—কি হ'ল। আমাব বুকের পদ্মা কোথায় গেল? কে কেড়ে নিয়ে গেল। ডাকাত—ডাকাত, নিষ্ঠুর পাষাণ, এ তোরি কাজ! এ তোরি কাজ। তুই আমার কণ্ঠহাব

ছিঁড়ে নিয়েচিস্? এই ছিঁড়ে নিলি! ফিরে দে, ফিরে দে, তোর হাতে ধরি, তোর পায়ে ধরি, দে—দে—আমার পদ্মাকে ফিরিয়ে দে। (পদধারণ)

সুদেব। স্নেহ-কাঙালিনি! স্থির হও! সত্যই ব'লেচ, আমি দস্যু! তবে আমার নিকট করুণ-প্রার্থনা কর কেন? দাববহ্নি—ভীমমরুভূমি—উত্তপ্ত নীরস প্রস্তরের নিকট জল যাচ্ঞা ক'র্‌লে কোন ফল লাভ হয় কি? কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য যে মহাসমুদ্রকে শ্মশান ক'রেচে। চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু পাবে না, হৃদয়ে মায়া-মমতার অস্তিত্ব ছিল ব'লে জ্ঞান হবে না. জড়-পুত্তলিকাব মত প্রাণহীন হৃদয় ল'য়ে দাঁড়িয়ে আছি মাত্র!

সুমতি। ডাকাত রে, আমাব পদ্মাকে তুই দে।

সুদেব। যত কাঁদ, যত অনুনয় বিনয় কর, কিছুতেই না, কিছুতেই না, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। প্রতিমার নিরঞ্জন হ'য়ে গেছে, এখন শান্তি-জল দাও সুমতি!

সুমতি। ওমা—সব ভুল হ'য়ে গেল। আমি যে পদ্মার জন্যে রান্না চাপিয়ে এসেচি! দূব ছাই—এখনি যে পদ্মা আমার কৃষ্ণ-পূজা ক'রে এক পাশে শুক্‌নো মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে! যাই মা!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

সুদেব। নীলাচলনাথ! ভালই ক'রেচ, সংসার-বন্ধন সহজেই মোচন ক'রে দিয়েচ! এখন দীনবন্ধু! তোমার মণিচিন্তামণি-ধাম বৃন্দাবনে আমায় স্থান দাও, আর পাগলিনীকে যাতে

সেইখানে নিয়ে তোমার প্রেমে মত্ত ক'র্‌তে পারি, তার শক্তি দাও। সংসার-বাসনাগ্নি নির্ব্বাণ কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

জয়দেব, পদ্মা, পরাশর, নিরঞ্জন ও দিগম্বর আসীন।

জয়দেব। আজ প্রভুর অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায় তোমায় গ্রহণ ক'রেচি পদ্মা! তুমি যথার্থই সতী। তোমার জন্য প্রভু আমার সংসার-বৈরাগী চির-সন্ন্যাসীকে গৃহী ক'র্‌লেন। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল।

পদ্মা। প্রভু, আপনার আশ্বাস-বাণী পেয়ে দাসীও ধন্য হ'ল। আমি ধন-ঐশ্বর্য্য চাই না, কোন বসন-ভূষণ চাই না, পুত্র কন্যাতেও আমার কোন কামনা নাই! আপনার চরণসেবাই এ দাসীর চরম লক্ষ্য। পরমদেবতা, আপনার পদসেবা ক'র্‌তে পেলেই দাসী স্বর্গসুখ জ্ঞান ক'র্‌বে।

দিগম্বর। আহা, মা আমার সক্ষাৎ নক্ষী! বাবাঠাকুর যে এই নক্ষীকে নিয়েচেন, এতে বাবাঠাকুর গো, কি যে আনন্দ পেনু, তা ব'ল্‌তে লারনু। এখন বাবাঠাকুর আমার সদয় হ'লেই হয়, মাঠাকরুণকে তা হ'লেই আমরা কেঁদুলিতে লিয়ে যাই।

নিরঞ্জন। দিগম্বরে! বৌমাকে নিয়ে যেতেই হবে। জয়া, ভাই, কেঁদুলি যাবার মত কর্। লক্ষ্মী নিয়ে কেঁদুলিতে গিয়ে আমাদের কেঁদুলিকে পবিত্র কর্।

জয়দেব। প্রভুরও তাই ইচ্ছা দাদা! তিনি যখন আমায় সংসারী ক'রেচেন, তখনই বুঝতে পেরেচি, আমাকে এস্থানে রাখা আর তাঁর ইচ্ছা নয়। এখন কেঁদুলিতে গিয়েই আমায় সংসার পাত্‌তে হবে। তাই হবে, প্রভু, তাই হবে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

দিগম্বর। বাবাঠাকুর গো, বাবাঠাকুর যাবেন ব'ল্‌ছেক। এখনি মা জননীকে আমরা কেঁদুলিতে লিয়ে যেতে পার্‌ব। মা-জননি! দিগম্বরে তোর ছেলে গো। ছেলেকে কেঁদুলিতে গিয়ে নিজের হাতে রেঁদে পায়েস পিঠে খাওয়াতে হ'বেক গো মা-জননি!

পরাশর। প্রভু! তাহ'লে আজই কি কেঁদুলিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'বেন?

জয়দেব। হাঁ পরাশর, প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরুষোত্তমে আমার আর ক্ষণ মুহূর্ত্ত থাক্‌বার ইচ্ছা নাই। এই জন্য এইক্ষণেই প্রস্তুত হ'য়েচি। হা দয়াময়! কি খেলা তোমার! কিছুই বুঝতে দিলে না! পদ্মা, চল!

নেপথ্যে। গীত

জয় মহাপ্রভু জগন্নাথ—দীনের শরণ হরি।

একি পরাশর। হঠাৎ প্রভুর নামগীতি-কীর্ত্তন শোনা যাচ্ছে না? দেখ দেখি, ওঁরা কে?

পরাশর। দেখি প্রভু। প্রভু উড়িষ্যাধিপতি ও বঙ্গাধিপতি উভয়েই পাণ্ডাগণ ও নাগরিকগণসহ হরিনাম কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে উপস্থিত হ'চ্চেন।

জয়দেব। ধন্য ইচ্ছাময়! এই ভাবছিলুম, উড়িষ্যাধিপতির নিকট অনুমতি গ্রহণ ক'রে তবে কেঁদুলিতে যাত্রা ক'র্‌ব। অমনি প্রভু! ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাক্ষয় ক'র্‌লে! হরিবোল, হরিবোল হরি।

উড়িষ্যারাজ, লক্ষ্মণসেন, নাগরিকগণ ও
পাণ্ডাগণের প্রবেশ।

উঃ-রাজ। মহাভাগ!
দীন দাসগণ করে চরণে প্রণাম।

জয়দেব। যাব রাজা, প্রভুর আদেশে
জন্মভূমি কেঁদুলিতে এবে,
করহ বিদায় দান।

উঃ-রাজ। জানিয়াছি প্রভু! প্রভুর আদেশ-বাণী,
তাই আমি আসিয়াছি বিদায় গ্রহণে প্রভুর চরণে।
কিন্তু প্রভু, কাঁদে প্রাণ অনিবার,

কি ব'লে বিদায় লব, কি ব'লে বিদায় দিব,
করিয়াছি পদে কত অপরাধ,
কত প্রভু করিয়াছ ক্ষমা,
জাগরূক সব আছে মনে।
অহো, নিতান্ত অধম আমি,
পেয়ে নিধি না চিনিনু হায়! (রোদন)

জয়দেব। নরমণি! কর অশ্রু সম্বরণ!
নারায়ণ বাম মম প্রতি,
তাই স্থান না পাইনু এ পবিত্র ধামে।
কিন্তু মনে রবে অনুদিন;
যতদিন রব এ সংসারে,
অতিথি সৎকার রাজ', ভুলিব না তব।

লক্ষ্মণসেন। ক'রেছেন ক্ষমা প্রভু পূর্ব্ব অপরাধ,
হৃদয়ে বিষাদ তাই, নাই এ দাসের।
কিন্তু হে গোস্বামি, দীন আমি,
চাই সদা দয়া অনুগ্রহ।

জয়দেব। চিরপ্রিয় জন্মভূমি বঙ্গভূমি মোর,
সেই বঙ্গপতি তুমি রাজা,
আমাদের চিরস্মরণীয়।

দিগম্বর। বাবাঠাকুর এজ্ঞে, কেব্‌মে যে বেলা বাড়্‌চেক গে বাবাঠাকুর! বেশী রোদ উঠ্‌লে মা-জননী আমার কষ্ট পাবেক

জয়দেব। মহারাজ! করহ বিদায় দান.

আসি আমি।

উঃ-রাজ। অন্ধকার নিরখি ভুবন,

মহাত্মন্, কেমনে বিদায়-বাণী বাহিরিব মুখে!

পরাশর। মহারাজ, হরিনাম সংকীর্ত্তন করুন, আমরা মহাপ্রভুর নাম শুন্‌তে শুন্‌তে পবিত্র ধাম হ'তে যাত্রা করি। জয় মহাপ্রভুর জয়।

উঃ-রাজা। সব মহাপ্রভুর ইচ্ছা! জয় মহাপ্রভুর জয়।

সকলে। জয় মহাপ্রভুর জয়।

গীত

জয় মহাপ্রভু জগন্নাথ—দীনের শরণ হরি।
দীনের শরণ হরি, পাতকী-শরণ হরি।
পাতকী-শরণ হরি, কাঙাল-শরণ হরি।
কাঙাল-শরণ হরি, ভকত-শরণ হরি।
ভকত-শরণ হরি, দীনে দয়া কর বংশীধারি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পরাশরের কুটির।

রন্ধনরতা বিমলা আসীন।

বিমলা। মিন্‌সে আমাকে একলা ফেলে চ'লে গেল। কারো স্বামী যায় দু'পয়সা রোজগার ক'রতে, আর আমার স্বামী গেছে

আমাকে খোঁয়ার ক'র্‌তে! একবার এলে হয়, আস্‌তেই হবে। বিম্‌লী বাম্‌নীর পাতার কুঁড়েয় এসে ঢুক্‌তেই হবে। গুণের দেব্‌তার পীরিতের চেয়ে বিম্‌লী বাম্‌নীর পীরিত বড় কম নয়! সে নয় পরকালের, আর আমি নয় ইহকালের। দুটী কালেরই ত পীরিত চাই। পরকালের বৈকুণ্ঠ আর ইহকালের বৈকুণ্ঠ, এ দুই একই কথা। পরকাল বড় ব'লে ইহকালকে কেউ বড় একটা কেউকেটা ক'র্‌তে পারে না। গুণের দেবতা পরকালে সুখ-শান্তি দান করেন, আর পত্নী ইহকালে সেই সুখ-শান্তি দান করে। সুখ-শান্তি দুটী জিনিষই ত দুই কালেরই এক। যাক্ মরুক্‌গে, মিন্‌সের জন্যে রান্না চাপিয়েছি, এখন রাঁধিগে। মর্ মিনসে, তুই ত গুণের দেবতার পীরিতে ম'জে পালালি, কিন্তু আমার তাতে কি হ'ল? তোর অভাবে ত বিম্‌লীর আর সুখ-শান্তি হ'লনা। সেই দু'বেলা ঘর-সংসারের কাজ, সেই তোর সন্ধ্যে-আহ্নিকের ঠাঁই করা, আসন পাতা, কোশাকুশি দেওয়া, ভাত রাঁধা, ভাতবাড়া, তোর আবার বিছনা করা, কোন্‌টা ক'মেচে বল্? সবই ত ক'র্‌তে হ'চ্চে? আমি ত তোর কাজের কোনটা বাদ দিইনি। লোকে দেখে পাগল বলে! মিন্‌সে, তোর ভাতগুলো যখন তোর নাম ক'রে জলে ভাসিয়ে দি, তখন আমার কাজ আমি ক'রচি ব'লে আনন্দ পেলেও মায়ার মনে কি হয় বল্ দেখি? দূর নিমকহারাম মিন্‌সে! তোর নিজের কাজটাই বড় হ'ল! দীনা হীনা কাঙালিনীর কথাটা আর মনে হ'লনা? যাই, ওমা—

এ যে বেলা যায় যায় হ'লো গো, এখনি মিন্‌সের সন্ধ্যাহ্নিকের জায়গা ক'র্‌তে!

মুড়ি খাইতে খাইতে পাঠশালার ছাত্রবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কি মাসি, কি হ'চ্চে?

বিমলা। মর্ পোড়াবমুখো ছেলে, আবার জ্বালাতে এসেচিস্?

শ্রীকৃষ্ণ। পাঠশালায় যাচ্ছিলুম, মনে ক'র্‌লুম—একবার মাসীর সঙ্গে দেখা করে যাই। তা—মাসি ত আসবা মাত্রই যে রকম ক'রে উঠ্‌লো, তাতে এখনই পালাতে হয় দেখচি। না মাসি, আব আস্‌ব না, পালাই। (গমনোদ্যত)

বিমলা। পালিয়ে যাবি কেনরে ডিঙ্‌রে মুখপোড়া, এলি যদি যাবি কেন? আয়, আয়, বোস্। এই আসনখানা পেতে দিচ্চি, বোস্। একটা গান গা। (আসন প্রদান)

শ্রীকৃষ্ণ। তোর এই ভক্তির জন্যেই ত তোর গাল খেয়েও আসি মাসি, তা না হ'লে—

বিমলা। ও মুখপোড়া, অমনি পেয়ে ব'স্‌লি বুঝি! আমি ওকে ভক্তি করি! অনামুখোর কথা শুন্‌লে মা! আসন পেতে দিয়েচি কিনা, তাই ওর নাম ভক্তি করা হ'ল! আরে বোকা ছেলে! ওকে কি আর ভক্তি বলে? এ গেরস্তের ধর্ম্ম, কেউ লোকজন বাড়ীতে এলে তাকে আগে ব'স্‌তে দিতে হয়, নৈলে গেরস্থের পিতৃপুরুষরা এ[illegible] অতিথিকে ব'স্‌তে

মাথা পেতে দেয়। এ যে গেরস্থের কাজের মধ্যে একটা কাজ। মুখে আগুণ। আমি ওকে ভক্তি ক'র্‌চি!

শ্রীকৃষ্ণ। তুই যা বল্ মাসি, তোর কিন্তু ভক্তি খুব!

বিমলা। মার্‌বো পোড়ারমুখোর মুখে পাঁচ ঝাঁটা। আমার ভক্তি খুব, আমার ভক্তিতে উনি আসেন, আমার ভক্তিতে ভক্তের ভগবান বাধা প'ড়েছেন! দেখ্ ছোঁড়া, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্।

শ্রীকৃষ্ণ। তা-মাসি চট্‌চিস্ কেন? তাই আমি নয় ভক্তের ভগবানই হ'লুম।

বিমলা। ওরে মুখপোড়া, তুই ভগবান হবি? নিপিতে ছোঁড়া! যাই, আগে মিন্‌সের সন্ধ্যে-আহ্নিকের যোগাড়টা ক'রে দিয়ে আসি, তুই ততক্ষণ বোস্।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ মাসি, মেসো কোথা যে তার জন্যে তুই সন্ধ্যে-আহ্নিকের যোগাড় ক'রে দিবি? তুই দিনই এই রকম ক'বিস্, ভাত রাঁধিস্, ভাত জলে ভাসিয়ে দিস্, বিছনা ক'রিস্, আবার মেসোকে গাল দিতে দিতে ঘুমিয়ে প'ড়িস্, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্ নাকি?

বিমলা। ওরে কম্‌বক্তা, তুই কি তার বুঝ্‌বি বল্? বিম্‌লী বাম্‌নী আসল কাজ ভুলেনি, তাই লোকেও বলে পাগল, আর তুইও ব'ল্‌ছিস্ পাগল!

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ মাসি, মেসোর জন্যে তোর বুঝি মন কেমন করে, নয়?

বিমলা। তবে রে অভাগির বেটা, আবার ডিঙরেমি ধ'র্লি ? দেখ্বি বিম্লীর ঝাঁটা !

শ্রীকৃষ্ণ। যদি তুই ঝাঁটাই মার্বি, তবে আস্তে ব'লিস্ কেন ?

বিমলা। মরণ আমার ! আমি ওঁকে আস্তে বলি !

শ্রীকৃষ্ণ। ব'লিস্ না ?

বিমলা। কখন ব'ল্লুম ?

শ্রীকৃষ্ণ। গাল দিয়ে !

বিমলা। মুখপোড়া ডিঙ্রে দেখ্চ ?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যি মাসি, তোর গাল আমায় বড় মিষ্টি লাগে।

বিমলা। এ অনামুখো ছেলে কে গো ? জগতের সব লোক আমার কথায় চ'টে যায়, আর এ মুখপোড়া আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে !

শ্রীকৃষ্ণ। সাধ ক'রে ঘোরে ? কেমন মিষ্টি গাল !

বিমলা। আরে পোড়ারমুখো, গাল কি মিষ্টি ?

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কেন মাসি,তোর বাড়ী না এসে থাক্তে পারিনা ?

বিমলা। এ কথা কিন্তু বড় মিষ্টি ! বুঝি সেই জন্যই তোকে ভালবাসি।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিও তাই আসি। মাসি, আজ বুঝি মেসো আস্বে।

বিমলা। আবার নষ্টামি সুরু ক'র্লি পোড়ারমুখো !

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ-বাদ্য)

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ মাসি, শোন্, মেসো গান ধ'রে আস্চে !

বিমলা। আ-মর্ তাই ত রে মুখপোড়া, তোর কথাই যে সত্যি

হ'ল দেখ্‌চি! তবে আয় ত দেখি! আজ তোর ভাগ্যে অনেক-গুলো মোয়া আছে, দেখ্‌চি। ওমা, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যে এসে প'ড়্‌লো গো! আয়, আয়, মিন্‌সে, আয়!

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান)

এতদিনের পর ঘর দোর ব'লে মনে প'ড়েচে!

পদ্মাবতী, জয়দেব, পরাশর, নিরঞ্জন,
ও দিগম্বরের প্রবেশ।

বিমলা। ও মিন্‌সে, এতদূর! একবার মুখের একটী কথারও পাত্রী হ'লুম্‌নি? মরুক গে, তুই না কথা ক'স্‌, না ক'ইলি; কিন্তু দুঃখ রৈল, বিম্‌লীকে তুই চিন্‌লি না, নাই চিন্‌লি, কিন্তু বিম্‌লী আসল কাজ ভুলে না। এক্‌টা প্রণাম করি, তোকে দেখি, তারপর তোর কাজ তুই ক'রে যা। (প্রণাম)

জয়দেব। পরাশর! সাধ্বী-পত্নী সনে কর সম্ভাষণ।

পরাশর। কেন সাধ্বি! হও ক্ষুন্নমনা?
নও হীনা তুমি—নারীকুলে লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
স্বামী আমি—এস প্রিয়ে,
লও মোর প্রিয় উপহার—"হরিনাম"
মনস্কাম যাহে হইবে পূরণ।

(বিমলার কর্ণে হরিনাম প্রদান)

বল হরিনাম, এই ইষ্টমন্ত্র অমৃতসমান,
শয়নে স্বপনে সাধ্বি! ভুল' না কথন।

বিমলা। না, না, আমি তা পার্‌ব না, হরি ব'ল্‌তে যাব কেন রে মিন্‌সে! তুই আমার হরি, তুই আমার সর্ব্বস্ব, তাতে যদি তোর দয়া হয় তো হোক্, নৈলে বিম্‌লীর কিছুরই দরকার নেই।

জয়দেব। মা, তোমার অতুলনা স্বামী-ভক্তিগুণে কিছুরই আবশ্যক হবে না, এখন স্বামীর অনুগামিনী হও।

দ্রুতপদে দিগম্বর-পত্নীর প্রবেশ।

দিগম্বর-পত্নী। মা ঠাক্‌রুণগো, ছুটে এস, গয়লা মিন্‌সে যা ব'লেছেক, তাই গো তাই! ঐ যে আমার বামুনদিদির আঁচলের ধন জয়া! জয়া, জয়া, বাবারে, এমন ক'রে কি তোর মায়ের চাক্‌রাণীটাকে ভুলে থাক্‌তে হয় বাবা! দেখ্ বাবা, তোকে ভেবে ভেবে আমার কি হাল হ'য়েছেক দেখ্। ওমা, ভুলে গেছি যে, বাবা একটা পের্‌ণাম নাও, বাবাঠাকুর তুমিও চাক্‌রাণীটার এক্‌টা পের্‌ণাম নাও। তোমাকেও এক্‌টা পের্‌ণাম গো। (প্রণাম)

দিগম্বর। ওরে, আমার আগে আমার মা-জননীকে পের্‌ণাম ক'রিস্। গিন্নি! আমার কেমন মা-জননী হ'য়েছেক দেখ্ দেখি!

দিগম্বর-পত্নী। আমার জয়ার বৌ নাকি গো কর্ত্তা! তবে আমার মা-জননী বটেই ত। আহা, মা আমার লক্ষ্মী, লক্ষ্মী! মা, পের্‌ণাম করি গো! (প্রণাম)

নিরঞ্জন-পত্নী ও শিশুকন্যার প্রবেশ।

শিশুকন্যা। কৈ আমার বাবা কৈ, আমার বাবা !

দিগম্বর। আয় দিদি, আয়। এই যে তোমার বাবা।

শিশুকন্যা। বাবা, তুমি আমাদের কেমন ক'রে ভুলে ছিলে গা।

নিরঞ্জন। তা, তা, আমি ব'ল্‌ব কেমন ক'রে মা ! এই আমাদের দেবতা তা ব'লতে পারে। দেবতা যে আমায় ভুলিয়েছিল মা।

নিরঞ্জন-পত্নী। ঠাকুরপো ! ঠাকুরপো ! এসেচ ? আমার টেঁপির উপর রাগ ক'রোনা ঠাকুরপো। আয় মা, তোর খুড়োমশায়কে প্রণাম কর্। তোমাকে আমি একটা প্রণাম করি। (প্রণাম) হাঁ ঠাকুরপো, এ মেয়েটী কে গা ?

দিগম্বর। আমাদের মা-জননী, আমাদের মা-জননী গো মা-ঠাকুরুণ।

নিরঞ্জন পত্নী। কি, জয়া ঠাকুরপো কি বিয়ে ক'রেচ নাকি ?

দিগম্বর-পত্নী। হাঁ মাঠাকুরুণ, আমাদের লক্ষ্মী-মা এসেছেন।

জয়দেব। হরি, সাজান সংসার কেমন অগ্রসর হ'য়ে আস্‌চে। পরাশর ! আর কেন, হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে চল, কেঁদুলিতে প্রবেশ করা যাক্। এই দেখ, কেমন ধীরে ধীরে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'চ্ছে ঠাকুর।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

পরাশর, নিরঞ্জন, ভক্তগণ ও শিষ্যগণের প্রবেশ।

গীত

মদনমোহন! দাঁড়াও এসে মোহনবেণু ল'যে করে,
(একবার আসতে হবে হে, ও বাঁকাসখা) নৈলে তোমার ভক্ত মরে।

[সকলের প্রস্থান।

গ্রাম্যব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

১ম ব্রাহ্মণ। ওহে, কি হ'লক হে। জয়া যে আচ্ছা বুজরুক সেজে আইছে বটে! রাধামাধবের নগরকীর্ত্তন বার ক'রেছেক।

২য় ব্রাহ্মণ। আহে, ও নুকুরকুটের কথা ছেড়ে দাও, দিগম্বরে বেটা ত গোঁড়া, নিরঞ্জনে গোঁসাইটা ত একবারে ম'জে গেছেক।

৪র্থ ব্রাহ্মণ। বিভা ক'রেছেক, কি—কি ক'রেছেক, তাই বা কে জান্‌ছেক?

১ম ব্রাহ্মণ। বেটাকে একঘরে ক'রতুম, কেবল নিরঞ্জনে গোঁসাইটা সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছেক।

২য় ব্রাহ্মণ। দেশশুদ্ধ লোককে ত ক্ষেপিয়ে তুলেছেক ভায়া!

হরির লুট, আর হরির লুট, আর কি গীত রচনা ক'রেছেক, তাতে ত দেশের মানুষ হৈ হৈ ক'রে ম'র্‌ছেক। আহে, তুমি কেন কথা কওনি বটে ?

রামরূপের প্রবেশ।

রামরূপ। এত বড় আস্পর্দ্ধা, এত বড় হিম্মত ? শালা কামিখ্যে গিয়ে কাঁউরে বিদ্যে শিখে এসে গাঁয়েব সর্ব্বনাশটা ক'রে ছাড়্‌লেক্ ? আব তোমরাও ত কিছু ব'ল্লেক না হে !

৩য় ব্রাহ্মণ। ওহে মুখুর্জ্জে, শোন, জয়া শালার আক্কেলটা শোন। রাধামাধবেব বিগ্রহ-পাথর ডুবিয়ে রেখে সকাল বেলা উঠে কি পরবটা ক'র্‌লেক, তোমারা ত সব শুনেছ হে !

সকলে। ও'কথা শোনা গেছেক, ও কথা শোনা গেছেক বটে।

রামরূপ। শালা আবার ক'রেছেক কি জান, শালাব আস্পর্দ্ধা কি কম্। আমাব মাগটাকে শালা বলেক "হরির মানত্ মান্‌লে ছেলে হবেক।" কি ভাগ্যি—আমি তখন ছিলুমনি, শালার বরাতের জোর খুব, তা না হ'লে রক্ত গঙ্গা—রক্ত গঙ্গা ঘ'ট্‌তক্ ! শালা, আমি রামরূপা, আমি পাঁচবাড়ীর কাঁড়ি মারি, আর আমার ঘরেই—বাঘের ঘরে শালা ঘোঘের বাসা ! দাদা, আমায় ভালই বল, আর মন্দই বল, আমি কিন্তু শালাকে অল্পে ছাড়্‌বক্‌নি। এই ব'লে চল্লুম, দাদা, রামরূপার মাগকে কুপরামর্শ দেবার ফল শালাকে আমি হাতেহাতেই দেখাব।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

সকলে। আহে ভায়া রামরূপা! শোন, শোনহে, শোন, শোন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর-সম্মুখ।

বৃক্ষতল।

গীতগোবিন্দ-লিখনরত জয়দেব ও পদ্মা আসীন।

পদ্মা।　　　গীত

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে,
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥
উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে,
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে॥
মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে॥

গোবিন্দের মহাগীতে ভাবোন্মত্ত সদা প্রাণনাথ,
প্রাতঃ-সন্ধ্যা নাহিক বিরাম,

অবিরাম লিখনপঠনে রত।
প্রভু! প্রভু!
হ'ল ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বিগত।
সমাগত গঙ্গাস্নান-কাল।

জয়দেব। একি—একি হ'ল, একি!
কি লিখিতে কিবা লিখি!
শোন—শোন—শোন চারুমুখি—
"স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং,
সরসলসদলক্তকরাগম্॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্—"
তারপর, তারপর—অদ্ধপদ কি লিখিব আর,
কি তার হইবে ভাব,
কি তার হইবে ভাষা!
হায়, হায়, সে ভাব—সে ভাষা না জুয়ায়,
ভাবে প্রভু হারা স্বীয় ভাব,
বিহীন স্বভাব, স্মৃতি হারা হ'লেন আপনি,
চিন্তামণি বাড়ালেন শক্তির মহিমা,
সীমার অতীত হ'য়ে।
মাথা খেয়ে গ্রন্থে আমি সেই ভাব,
কোন্ ভাবে করিব প্রকাশ? পাই ত্রাস—

অহো নির্ম্মম ভাবুক,
এইবার শিরে বজ্রপাত তোর।

পদ্মা। কেন প্রভু, এত চঞ্চল হ'চ্ছেন ? গঙ্গাস্নান ক'রে এসে চিত্ত স্থির করুন। দেখুন, কত বেলা হ'য়ে গেছে। এরপর তত দূর পথ গিয়ে কখন গঙ্গাস্নান ক'ববেন ?

জয়দেব। অ্যাঁ—গঙ্গাস্নান ? গঙ্গাস্নানে যেতে হবে। পদ্মা, তুমি আমার গ্রন্থখানি তুলে রাখ। আমি গঙ্গাস্নান ক'রে আসি। তাই ত, প্রভু, প্রভু, অর্দ্ধপদ কিরূপে পূরণ ক'রব ?

[প্রস্থান।

পদ্মা। যাই, আমি এখন বন্ধনোদ্যোগ করি গে। পদ্মা, প্রভুর সেবায় তোব দেহ আজ ধন্য !

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত জয়দেব ভাববশে চলে,
ভাবে দোলে অর্দ্ধপদ কিসে কবিবে পূবণ !
আসিয়াছে হৃদে যেই ভাব,
কৃষ্ণ-ভক্ত না লিখিতে পারে তাহা।
কাঁদে প্রাণ কেমনে লিখিবে—
রাধাপদ কৃষ্ণ মাথে নিলেন তুলিয়া !
কিন্তু ভক্তরে আমার !

রাধা বিনে কৃষ্ণের কি আছে হায়
না লিখিতে পার যদি তাহা,
তবে আমিই লিখিব ভক্ত,
তোব পুণ্য গ্রন্থে আজ,
সেই ভাব-গাথা বাধাপদ,
সেই শ্লোকার্দ্ধচরণ—
"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"
যাই এবে জয়দেববেশে,
পদ্মাবতীপাশে,
গ্রন্থ লই তার কাছে গিয়া।

[প্রস্থান। ↘

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। পদ্মা, পদ্মা, লো সুন্দরি,
আন ত্বরা করি –
গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি মোর।

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। একি প্রভু! ক্ষণকাল—
নাহি হ'তে গত,
প্রত্যাগত কেমনে জাহ্নবীস্নান করি।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। হয় নাই স্নান সমাপন,

পথিমাঝে হইল স্মরণ,
কবিতার অর্দ্ধপদ,
অমনি ফিরিনু পথ হ'তে,
আনহ ত্বরিতে,
গ্রন্থ আর মস্যাধার শরের লেখনী!

পদ্মা। আনি প্রভু!

[প্রস্থান।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) সরলা কোমলা পদ্মা—
স্বামী-ভক্তি অতুলনা তার,
বিকার নাহিক হৃদে—
নাহি বুঝে আমি কোন্ জন!
ধন্য সতি, নারীকুলে আদর্শ রমণী—
(প্রকাশ্যে) কই পদ্মা!

গ্রন্থ, মস্যাধার ও লেখনীসহ পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। এই নাথ!
গোবিন্দের গীতিগাথা—
মস্যাধার শরের লেখনী।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। দাও। (গ্রহণ)
যাও তুমি করগে রন্ধন।
নাহি যাব আজ গঙ্গাস্নানে,

এইখানে হ'ব স্নাত।

পদ্মা। যথা আজ্ঞা প্রভু,

স্নান-বারি রাখি গে যতনে।

[প্রস্থান।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। (গ্রন্থ বাহির পূর্ব্বক)

(স্বগত) ভক্ত জয়দেব.

মরি, মরি, তোর প্রাণে কি ভাবের গাথা !

কবিতার কথা হবে মন-প্রাণ।

"স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,

জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।

ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণ দ্বয়ং,

সরসলসদলক্তকরাগম।

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্—"

এই লিখি ভক্ত-প্রাণ অমনি ব্যাকুল,

আকুল অন্তরে ছোটে লেখনী ফেলিয়া,

ভাবে গদগদ হিয়া, ঝরে অশ্রুনীর ;

নহে স্থির,

কেমনে লিখিব বলি,—

"দেহি পদপল্লবমুদারম্"।

ভক্তরে, ভক্তরে,

তোর ভাব নাহি রবে অপ্রকাশ,

পীতবাস আজ নিজে করিবে প্রকাশ,

আপন শ্রীহস্তে লিখি সেই ভাবরাশি।
এস জয়দেব, এস ভক্তবর;
কর পাঠ তব গাথা,
"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"
দেখ দেখ অনন্ত ভুবন,
দেখ দেখ বিশ্ববাসিগণ,
কৃষ্ণ আজ আপন শ্রীহস্তে লিখে –
ভক্ত-ভাবগাথা—
"দেহি পদপল্লবমুদারম্।" (লিখন)

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। প্রভু! স্নান-বারি আনিয়াছি ঘরে।
জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। চল পদ্মা,
কবিতার অর্দ্ধপদ হ'য়েচে পূরণ—
চল এবে স্নান-পূজা করি সমাপন।

[পদ্মার প্রস্থান

(স্বগত) সরলার এখনও স্বামী-জ্ঞান মোরে!
এ সারল্য-পুরস্কার কি দিব রে সতি,
তোর হস্তে আজ করিব ভোজন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

বিমলা ও পরাশরের প্রবেশ।

পরাশর। হরিনামে মুক্তি হয়।

বিমলা। নাম ক'র্‌লেই মুক্তি হয়?

পরাশর। নাম ক'র্‌লেই মুক্তি।

বিমলা। আমি ত জানি, স্বামীর সেবা ক'র্‌লেই মেয়ে মানুষের মুক্তি, এত কখন শুনি না মা!

পরাশর। এখন শোন্, পরে কাজ ক'রে দেখিস্।

বিমলা। কাজ ক'রে তোমরা দেখ, আমার মন বলে—তুমিই আমার সব। নাম ক'রতে হয়, তোমার নাম ক'র্‌ব। সেবা ক'রতে হয়, তোমার সেবা ক'র্‌ব। তোমার কিছু ভাল মন্দ হয়, তোমার সঙ্গে সুখদুঃখ ভোগ ক'র্‌ব। তুমি এমন জ্যান্ত দেবতা থাকতে আমি তেমন আকারহীন মরা দেবতার পূজা ক'র্‌ব কেন! মুখপোড়া পুরুষগুলো মাগের মাথা খেতে এমন ক'রে সকলের মন বিগড়ে দেয় কেন মা!

পরাশর। বিমলা, মনের বলেই সব; মন থাক্‌লেই দূরের গঙ্গা কাছে এসে পৌঁছায়। প্রভু এই এখন গঙ্গাস্নান ক'রে

রাধামাধবের মন্দিরে এসে প্রবেশ ক'র্‌লেন; তাঁরই মুখে শুন্‌লাম বিমলা, মা গঙ্গা নাকি প্রভুকে আজ দেখা দিয়ে ব'লেচেন,ভক্ত জয়দেব! আর তোকে এত দূর পথ হেঁটে স্নান ক'র্‌তে হবে না, আমি প্রতিদিন অজয়ের কদম্বখণ্ডির ঘাটে গিয়ে উদয় হব'। তুই সেখানে স্নান ক'রিস্।

বিমলা। সবই কি আজগুবি কথা মা!

পরাশর। না বিমলা, সব সত্য। প্রভুর মুখে শুন্‌লাম, মা এও ব'লেচেন,—"লোকের বিশ্বাসের জন্য আমি প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে আমার হাতের শঙ্খ দেখাব।"

বিমলা। সত্যি গা! আমাকে দেখাবে?

পরাশর। জগতের লোক দেখ্‌বে, তুমিও দেখ্‌বে।

বিমলা। তবে চল না গা, তোমার তেমন প্রভুকে আর একবার দেখে আসি।

পরাশর। হাঁ যাব, তবে বিমলা, তিনি আগামী কল্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হবেন।

বিমলা। তুমি যাবে না ত?

পরাশর। যেতে হবে বৈকি।

বিমলা। আমাকে সঙ্গে নিবে?

পরাশর। না।

বিমলা। দূর হতভাগা, পা কন্ কন্ ক'র্‌লে পা টিপে দিবে কে?

পরাশর। প্রভুর কার্য্যে পা কন্ কন্ ক'র্‌বে কেন?

বিমলা। প্রভুর আবার এমন কি কাজ প'ড়্‌ল ?

পরাশর। রাধামাধবের সেবার কার্য্যে কিছু অর্থের আবশ্যক।

বিমলা। তাই বুঝি প্রভুর সঙ্গে জোট বেধে যাবে ?

পরাশর। না বিমলা, আমরা প্রভুর সকল শিষ্য মিলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে গমন ক'র্‌ব। নিরঞ্জন,দিগম্বরও যাবে।

বিমলা। আমাকে সঙ্গে নিলে দোষ হ'ত কি ?

পরাশর। প্রভুর আজ্ঞা নেই।

বিমলা। আমার প্রভুরও কি তাই আজ্ঞা নাকি ?

পরাশর। প্রভুর প্রভুর অমতে কি কোন কাজ হ'তে পারে ?

বিমলা। তবে তুমি যাও, আমি মালা গাঁথি গে।

পরাশর। মালা গেঁথে কি ক'র্‌বে ?

বিমলা। খেলা ক'র্‌ব, আমি কচি খুকি কিনা, খেলা বড় ভালবাসি।

পরাশর। খেলার ছলে আমার রাধামাধবের গলায় পরিয়ে দিয়ে তোমার পরমার্থিক খেলাটাও সেরে নিও।

বিমলা। তা কেন, আমার রাধামাধবের গলায় আগে পরিয়ে দোব।

[প্রস্থান।

পরাশর। বিমলা কে ? বিমলা সত্যই বিমলা ! স্বামী-ভক্তির পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি, নিদ্রিত নারী জগতের জাগ্রত দেবী।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) জয়দেব!

কি মধু সঙ্গীত রচনা রে তোর।

গাই আর বাব।

গীত

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,

জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।

ভণ মসৃণবাণি করবাণি চবণদ্বয়ং,

সবসলসদলক্তকবাগম্।

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্,

দেহি পদপল্লবমুদাবম্॥

যতবাব গাই এ সঙ্গীত,

তত যেন ঢালে সুধা প্রাণে।

যাই এবে, স্নান করি আসে জয়দেব,

রহিলে এখন—

ক্ষণে হ'য়ে যাবে রহস্য প্রকাশ।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

অপর পার্শ্ব।

ভোজনরত জয়দেববেশধারী শ্রীকৃষ্ণ ও পদ্মাবতী আসীন।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। (আচমন করিতে করিতে) পদ্মা। আজ তুমি অপূর্ব্ব রন্ধন ক'রেছিলে, অনেক দিন আমি এমন রন্ধন ভোজন করি নাই। এখন তুমি প্রসাদ ভক্ষণ কর। আমি একটু বিশ্রাম লাভ করি। (গৃহমধ্যে শয়ন)

পদ্মা। (তাম্বুলদান পূর্ব্বক) যে আজ্ঞা প্রভু, দাসী আপনার আজ্ঞা পালন ক'রে এইক্ষণেই পদসেবার্থে গমন ক'রবে। (আহারে উপবেশন)

জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। ধন্য আমি—ধন্য আমি,
মম গঙ্গাস্নান-পথকষ্ট হেরি,
দেবী সুরেশ্বরী ক'রেছেন কৃপা,
ব'লেছেন প্রতিদিন আসিবেন কদম্বখণ্ডির ঘাটে।
পদ্মা, পদ্মা,
একি আচরণ।
ভোগ সমর্পণ না করি মাধবে,
মোর সেবা না করিয়ে সতি,

কোন ভাবে বসিয়াছ করিতে আহার।
নারী-বিধি সকলি ভুলিলে ?

পদ্মা। সর্ব্বেশ মহান্।
কে তুমি জানি না,
সামান্য ললনা আমি,
কে তুমি বল না দেব,
স্বামী মূর্ত্তি ধরি পুনঃ ভর্ৎসিছ আমায় ?

জয়দেব। কি কহ ভাবিনি।
অনুমানি হ'য়েচ বা কারো কাছে প্রতারিত।
কর ব্যক্ত সত্য যা ঘটনা।

পদ্মা। হা—হা—প্রভু কি কহ কৌশলে ?
কোন ভুলে হব' প্রতারিত ?
আপনি ত পথ হ'তে ফিরে,
আসিলেন ঘরে,
কবিতার অর্দ্ধপদ হ'য়েচে স্মরণ বলি।
গ্রন্থ খুলি লিখিলেন—
স্বীয় করে সেই অর্দ্ধপদ,
এখনও রহিয়াছে গ্রন্থে লেখা তাহা।
পরে স্নান করি, পূজাহ্নিক সারি,
ভোগ দিয়া মাধবেরে,
প্রসাদান্ন করিলা ভক্ষণ।
তাম্বুল গ্রহণ করিলেন স্বীয় করে।

শয্যা'পরে যাইলেন বিশ্রামের হেতু,
দিলা আজ্ঞা দাসীরে ভোজনে।

জয়দেব। একি শুনি পদ্মাবতি!
কবিতার অর্দ্ধপদ লিখিয়াছি আমি!
অপূর্ব্ব কাহিনী!
অহো বুঝেচি ভামিনি,
চিন্তামণি বুঝি করিলেন মায়া।
বুঝি কেন—তবে নিশ্চয় নিশ্চয়, মায়াময়—
অর্দ্ধপদ লিখিলেন গ্রন্থে মম!
আন গ্রন্থ, আন গ্রন্থ,
ধন্য সতী পদ্মাবতি!
শ্রীকর-অক্ষর আজ হেরিব নয়নে!
এ কর্ম্ম-জীবনে লভি শান্তি,
ভ্রান্তি টুটি হব' অগ্রসর—
মুক্তি-দ্বার-দেশে।
কই, যাও পদ্মা, আন ত্বরা—
গোবিন্দের আনন্দ-সঙ্গীত।

পদ্মা। পুলকে শিহরে অঙ্গ,
হা, হা, হা, ত্রিভঙ্গ! কোন্ রঙ্গ—
দাসী সনে করিলা মাধব!
দেখা দিয়ে নাহি দিলে পরিচয়?

[প্রস্থান।

জয়দেব। সত্য, না হবে আকাশ-বাণী,
না, না, মিথ্যা বাণী পদ্মা নাহি কহে!
যাই গৃহে, দেখি গিয়া মাধব-শয়ন। (গৃহমধ্যে গমন)
কোথা হে বংশীবদন!
মরি মরি এ যে চারিদিকে—
মকরন্দ বয়, গন্ধে ধায় অলি,
ফুলকলি যেন ফুটেচে আলয়ে!
ছড়ায়ে রয়েছে শয্যা আলুথালু হ'য়ে!
সব চিহ্ন আছে ছেয়ে!
নাহি মাত্র নয়নের মণি কৃষ্ণরায়।

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। প্রভু, প্রভু, আনিয়াছি গোবিন্দ-সঙ্গীত।

জয়দেব। (গৃহ হইতে বাহির হইয়া)
কই কই দেখি পদ্মাবতি!
অগ্রে হেরি শ্রীহরির শ্রীহস্ত-অক্ষর,
দাও, দাও গ্রন্থ। (গ্রন্থদর্শন)
আহা রে—আহা রে এই যে রে—
বৃহৎ অক্ষরে হৃদয়ের ভাবগাথা মোর!
লিখেছেন কমললোচন—
"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"
হা কৃষ্ণ—গোলোকচন্দ্র,

নন্দের নন্দন—হরি—রাধার বল্লভ,
বিধির দুর্লভ—ব্রজাঙ্গনা-ধন,
গোকুল-রতন—করুণার সিন্ধু,
রাখালের প্রাণবন্ধু,
কোন্ অপরাধে অপরাধী দাস ?
মন-অভিলাষ পদ্মার পূরালে,
ভাণ্ডাইলে শুধু অধম কিঙ্করে ?
ধন্য পদ্মা সার্থক রমণী !
যার হস্তে নিজে চিন্তামণি,
আজ গৃহে করিলা ভোজন !
ত্রিলোচন যে প্রসাদ যাচে,
রাজ-উপচার যার কাছে অতি তুচ্ছ,
প্রিয়ার আমার—
সে প্রসাদে আজ হ'ল অধিকার।
হরি, হরি, দাও পদ্মা, প্রসাদ আমায়।

পদ্মা। প্রভু, প্রভু, এ প্রসাদ উচ্ছিষ্ট আমার।

জয়দেব। না, না, পদ্মা, এ প্রসাদ উচ্ছিষ্ট না হয়,
প্রজাপতি ধায়—কুক্কুর-বদনচ্যুত প্রসাদ লভিতে,
জানে বিধিমতে এ প্রসাদ গুণ দেব পঞ্চানন !
দাও পদ্মা, প্রসাদ আমায়—
তার আর আপত্তি তুল' না,
রে ললনা, এস যাই ধন্য হ'য়ে। (প্রসাদ ভক্ষণ)

দয়াময়! সার্থক—সার্থক আজ প্রাণ,
পুনর্জন্ম খণ্ডিলাম প্রসাদ লভিয়া,
পুলকেতে হিয়া করে উল্লম্ফন,
কর সংকীর্ত্তন,
অহ্বানিয়া আন পরাশরে,
ডাক দিগম্বরে।
হরি, হরি, কি আনন্দ—কি আনন্দ—
কৃষ্ণচন্দ্র-পদরজ প'ড়িল কুটীরে মোর,
বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল।

নিরঞ্জন, পরাশর, দিগম্বর ও ভক্তগণের প্রবেশ।

সকলে। বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল!
দাও প্রভু শ্রীহরি-প্রসাদ।
ধন্য হব' ধন্য হব' প্রসাদ ভক্ষিয়া। (প্রসাদ গ্রহণ
এ প্রসাদ একদিন পান পঞ্চানন,
পঞ্চমুখে করেন ভোজন,
ব্রহ্মা নেন্ কুক্কুর-বদন হ'তে।
সে প্রসাদ আজ পেয়েছি গৃহেতে,
প্রসাদ, প্রসাদ, প্রভুর প্রসাদ! (প্রসাদ গ্রহণ)

জয়দেব। কর কর প্রসাদ ভক্ষণ,
দাও, দাও বদনে ফেলিয়া,
বদন হইতে পুনঃ দাও আমার বদনে।

গাও—গাও—প্রভুর মহিমা,
বল হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। (নৃত্য)

সকলে হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। (নৃত্য)

গীত

মনের ময়লা ঘুচাও ও মনোময়।
হৃদয়মাঝে হও হে উদয়। (দীননাথ হে)
নৈলে দীনবন্ধু কে আর বলবে তোমায় দয়াময়॥
এস দয়াল ঠাকুর (এস কাঙালের সখা,
এস ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে)
(এস রঙ্গিনী সঙ্গিনী শ্রীরাধায় লয়ে বামে)
(বড় আছি তাপিত ত্রিতাপের জ্বালায়,
কর শীতল পদছায়া দানে)
তুমি যে তাপনাশন—পতিতপাবন,
তোমার শরণে ঘুচে যম ভয়॥

ঐকতান বাদন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অজয়-তীর।

পরাশর, দিগম্বর, নিরঞ্জন, নাগরিক ও নাগরিকাগণ আসীন।

সকলে। আজ গঙ্গা মা আস্‌বেন। অজয়-ঘাটে আজ গঙ্গা মা আস্‌বেন। কেঁদুলি পবিত্র হ'য়ে যাবে। জন্ম স্বার্থক হবে। বাজা, বাজা ভাই, শঙ্খ ঘণ্টা বাজা। (শঙ্খ, ঘণ্টার বাদ্য)

গ্রাম্যব্রাহ্মণগণ, রামরূপ, রাজ-গুরু ও শিষ্যগণের প্রবেশ।

রাজ-গুরু। বৎসগণ! আজ আমাদের তান্ত্রিকধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা-বিশ্বাসের শেষ পরীক্ষা। হয়—মহামায়া আদ্যাশক্তির মহা-পূজার মহাযজ্ঞ বঙ্গ হ'তে সমগ্র ভারতে সুবিস্তৃত হ'তে

থাকৃবে, নয়—আজ সেই মহাযজ্ঞ লুপ্ত হ'য়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহোৎসবের মহায়োজনের সূত্রপাত হবে। শুন্‌চি—বৈষ্ণব-সাধু জয়দেবের জন্য মহাশক্তিময়ী মা জাহ্নবী আজ এই অজয়-ঘাটে এসে সম্মিলিতা হবেন। কিন্তু মা, অল্পায়াসে আজ যদি বৈষ্ণব-সাধু সত্য সত্যই তোর নিকট এত দয়ার অধিকারী হয়, তাহ'লে আমাদের এ কঠোর সাধন—বীরাচারের পুরস্কার কৈ জননি! তাই মা, আজ পরীক্ষা ক'র্‌তে এসেচি। এস শিষ্যগণ, এস। এই খানেই দণ্ডায়মান হ'য়ে মায়ের করুণা-বৈচিত্র দর্শন করি এস। জয় মা শিবশঙ্করী! (সকলের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। ধন্য মা তুই, আজ তোকে দর্শন ক'র্‌তে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হ'য়েচে। তবে কৈ মা, তুই এখনও কেন আসিস্‌ না জননি!

রামরূপ। এসেছেক! কাঁউরে বিস্তেয় আর মা ভুল্‌বেক্‌নি!

দিগম্বর। আঃ, রওনা মশায়, একবারে যা তা ব'ল্‌ছক যে? বাবাঠাকুরকে তোমরা কি সামান্যি নোক পেয়েছ?

রামরূপ। আঃ, বেটার বাবাঠাকুর একবারে স্বগ্যের বেক্ষারে!

জয়দেব। মা-মা—গঙ্গে! মা—মা—আয় মা মকরবাহিনি!

সকলে। ঐ রে, কুলু কুলু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে! মা আস্‌চেন,

মা আসচেন! জয় মাতর্গঙ্গে! জয় মাতর্গঙ্গে!! বাজা, বাজা, শাঁখ ঘণ্টা বাজা। (বাগ্য)

রাজ-গুরু। স্থির হও, স্থির হও সবে,
সম্ভবে না কভু গঙ্গা-আগমন!
হ'তে পারে আসে বন্যা অজয়ের বুকে।

রামরূপ। ব'লুন মশায়। ওরে শালারা, এ আর কেঁউরে বিদ্যেয় হবে না।

পরাশর। হয় - নয় দেখ্ দেখ্—অজয়ের দুকূল প্লাবিত হ'চ্ছে!

দিগম্বর। ওরে বেটারা, চোখ্ মিলে ভাল ক'রে দেখ্না—এ গুলো কি তোদেব মাথা আর মুণ্ডু! এ গুলো কি?

(সহসা গঙ্গাস্রোতে অজয় প্লাবিত)

জয়দেব। এসেচিস্ মা! আয় মা, একবার তোর শীতল জল স্পর্শ ক'রে ধন্য হই।

চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বাবয়ব ভূষিতাম্।
রত্নকুম্ভাং সিতাম্ভোজাং বরদমভয়প্রদাম্॥
শ্বেতবস্ত্রপরিধানাং মুক্তামণিবিভূষিতাম্।
তৎ ধ্যায়েৎ সুরূপাঞ্চ চন্দ্রায়ুতসমপ্রভাম্॥
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাম্॥
সুধাপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠামার্দ্র গন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্॥

মা—মা—আজ জন্মসার্থক হ'ল মা! (অবগাহন)

রাজ গুরু। কখনই নয়, কখনই নয়, মা কখন বর্ত্তমানা নন্! বন্যায় অজয় প্লাবিত হ'য়েচে!

জয়দেব। মা—মা, তুই সত্য এসেচিস্ কি না, তা সাধারণে বিশ্বাস করে না। দ্রবময়ি! তুই যদি সত্য আসিস্ মা, তোর বাক্য যদি সত্য হয় মা, তা হ'লে সেই মকরবাহিনীরূপে সাধারণকে দেখা দে। তোর কলঙ্কনাশিনী নাম সার্থক কর্ মা!

(সহসা মকরবাহিনীরূপে সঙ্গিনীদ্বয় সহ গঙ্গার আবির্ভাব ও শূন্যে দেবগণ)

গঙ্গা। প্রাণাধিক ভক্ত জয়দেব!
তোর পুণ্যে কেন্দুবিল্ব আজি হইল সার্থক।
কদম্বখণ্ডির ঘাট - মহাতীর্থ হ'ল আজ হ'তে!
তোর স্নানকালে নিতি নিতি আসিব রে আমি।
আর পৌষসংক্রান্তি দিনে,
যেবা স্নান করিবে অজয়ে,
শতকোটীজন্মপাপ হবে বাপ্ ধ্বংস তার,
পার হবে ভব-সিন্ধু ক্ষণে নিরখিলে। (অন্তর্ধান)

জয়দেব। মা—মা— (তন্ময়)

রাজ-গুরু। অহো—মা—মা, এতক্ষণে বুঝ্লুম—বৈষ্ণবের সাধনা অতি সরল ও সহজ সাধনা। আমার ন্যায় সেবক সেই কঠোর বীরাচার সাধনায় সহজে তোকে পায় না! তখন জননি,

আর কেন এই বীরাচার সাধনার নরকপাল, রুদ্রাক্ষ, ত্রিপুণ্ড্র, রক্তচন্দন ধারণ? এই নে—তোর জলে আজ বিসর্জ্জন দিলুম। এস সাধু জয়দেব, এস হরিভক্ত মহা-সন্ন্যাসি, একদিন চণ্ডীপুরে তারা-মার মন্দিরে তোমাকে যে অশ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন ক'রেছিলাম, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেল। এখন আপনি আমার গুরু। গুরু! আজীবন বীরাচারী সন্ন্যাসী আজ আপনার শিষ্য হ'বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েচে! দিন্—দিন্—যে হস্তে তার নরকপাল থাকৃত, সেই হস্তে তুলসীমালা দিন্। যে ললাটে সে ত্রিপুণ্ড্রক ধাবণ ক'রত, সেই ললাটে হরিনামের তিলক অঙ্কিত ক'রে দিন্। গুরু! গুরু! আপনার মহিমায় হতভাগ্য বীরাচারী সন্ন্যাসী আজ আপনার পদানত, দাসকে শিষ্য ব'লে গ্রহণ ক'রুন। হরিবোল হরি। (প্রণাম)

জয়দেব। আসুন, আসুন, সব মায়ের ইচ্ছা। হরিবোল, হরিবোল ব'লে চল। যে শাক্ত, সেই বৈষ্ণব, যে বৈষ্ণব, সেই শাক্ত। কিছু ভেদাভেদ নাই, সবই এক।

রামরূপ ব্যতীত সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

গীত

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরল তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে,
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত—

সুরজলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং,
পাহি কৃপাময় মামজ্ঞানম্ ॥
হরিপাদপদ্ম তরঙ্গিণি গঙ্গে,
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপাময়ি ভবসাগরপারম্॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং,
পরম পদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ,
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে,
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজোদ্যান।

অরুণা, হেমন্ত ও বসন্তের প্রবেশ।

অরুণা। আমার কেমন দুটী ছেলে—বসন্ত আর হেমন্ত।

হেমন্ত। না মা, আমি ওকে ছেলে ব'ল্‌তে দোব না।

অরুণা। ছিঃ হেমন্ত, তোমার দুষ্টুমি হ'চ্ছে। ওকে কি? বল দাদাকে।

হেমন্ত। দাদা কেন ব'ল্‌ব? আমি ত হ'য়ে অবধি ওকে দেখিনি! দাদা হ'লে ও ত আমার আগে হ'ত।

অরুণা! দেখ্‌বি কোত্থেকে? ওকে যে তারা মা নিয়ে গিয়েছিলেন! লবকে হারিয়ে মা সীতা যখন কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, মহামুনি বাল্মিকী যেমন কুশ থেকে কুশীকে তৈরী ক'রে মা সীতাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তেম্‌নি আমায় প্রবোধ দিতে মা তারা তোকে তৈরী ক'রেচেন! (বসন্তের প্রতি) আহা! বাছার মুখটী বিষণ্ণ হ'য়ে গেচে দেখ্‌! না বাবা, তুমিই আমার বড় ছেলে। হেমন্ত কে? ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েচি।

বসন্ত। মা! মা!

অরুণা। আহা—বাবা আমার, বাপ্‌ আমার! (মুখ চুম্বন)

হেমন্ত। আমাকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েচ? বেস, ঐ যাকে তারা-মন্দির থেকে রাজবাড়ীতে এনে রেখেচে, সেই ত' ওর মা।

অরুণা। সে ত তোর দাদার পালন-মা! আমি যেমন তোর।

হেমন্ত। তবে আমার মা কে?

অরুণা। কৈন আমি।

হেমন্ত। তুমি যদি আমার মা, তবে কুড়িয়ে পেয়েচ কেন ব'ল্‌চ?

অরুণা। যার যত ছেলেপুলে, সব কুড়িয়ে পাওয়া বৈকি। হয়-হরি, নয় তারা, যাঁরা হোক্‌ দেওয়া ছেলে বৈত নয়?

বসন্ত। হাঁ মা, তারা বড় না হরি বড়?

অরুণা। ও দুইই বড়।

বসন্ত। একজন ছোট না হ'লে আর একজন বড় হবে কেমন ক'রে মা! এই—আমি বড়, হেমন্ত ছোট।

হেমন্ত। হাঁ, ছোট! আমি বড়, তুমি ছোট।

অরুণা। ওরে, ছোট বড় বয়স নিয়ে। আচ্ছা—তোদের কাছে কে বড়? তোদের উনি?—না আমি?

বসন্ত। কেন, বাবা যে তোমার গুরুলোক। তাই বাবা বড়।

অরুণা। আর যখন উনি বকেন, তখন কে বড়?

বসন্ত। তখন মা, তোমার কোল বড়।

অরুণা। আর যখন আমি মারি, তখন?

হেমন্ত। তখন বাবার বুক বড়।

অরুণা। তা হ'লে দুজনেই সমান। তেমনি যখন হরি মারেন, তখন তারা বড়। আর যখন তারা মা মারেন, তখন বাবা হরি বড়। তা হ'লেই হ'ল—দুইজনেই বড়, কেমন?

বসন্ত। হাঁ মা, এইবারে বুঝেচি। ওঁরা ভগবান কি না, দুইজনেই বড়।

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। রাণি! আমাদের গুরুদেব মহাপুরুষ জয়দেব ঈশ্বর রাধা-মাধবের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ ক'রতে এখানে এসেচেন। আমি তাঁর শ্রীচরণ ছাড়্‌ব না ব'লেই তাঁকে সভা-পণ্ডিত পদ দিয়েচি। গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌বে এস।

অরুণা। কি সৌভাগ্য! গুরুদেবের পদধূলি প'ড়েচে! চলুন প্রভু, গুরুর চরণ দর্শনে চলুন; বাবা হেমন্ত, বসন্ত, গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌বে এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

বেগে রামরূপের প্রবেশ

রামরূপ। গা টা আমার জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল! এতদিন ধ'রে বনের মধ্যে ওৎ পেতে র'য়েছি, কিছুতেই আর জয়া-বেটাকে বাগে ফেল্‌তে পার্‌লুম নি। বেটা আজ নাকি অনেক টাকা নিয়ে কেঁদুলিতে যাবার জন্যে ন'দে থেকে বেরুচ্ছে। দেখ দেখি, কোন শালাটি নেই! কি করি গা? ওরে শালারা—

দস্যুগণের প্রবেশ।

দস্যুগণ। আরে রও না ঠাকুর—ষাঁড়ের মত চেঁচালে আর কি হবে?

রামরূপ। আঃ—এইটে কথা হ'ল? হাঁরে শালারা, আমার নুন খাস্ না? একেবারে হাত পা কেটে—বেটা যেন ন'ড়্তে চ'ড়্তে না পারে! তাহ'লে এক তো মাইনের গণ্ডা বাঘে খায় নি, তার উপর বক্‌সিস্।

দস্যুগণ। ঐ যে কারা আস্‌ছে না?

রামরূপ। ঐ রে—শালারা—ঐ রে, ওত্ মার্, ওত্ মার্।

(সকলের লুক্কায়িত হওন)

জয়দেব ও মুটেগণের প্রবেশ।

জয়দেব। ভক্তগণ,
কর্ণধারহারা হ'য়ে—
আছে সব আশা-পথ চেয়ে।
তাই যাইতেছি সংগৃহীত অর্থ ল'য়ে—
ভোগ-রাগ-পূজার কারণ,
নিয়োজিতে পূজক-ব্রাহ্মণ প্রতিদিন—
প্রাতঃ সন্ধ্যা সেবা দিতে রাধামাধবেরে।
দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করি,
সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার চিরস্থায়ী করিব বিধান।
বহু কষ্ট করিয়াছ বাপ্‌ধন।
এই ঘোর বন করি অতিক্রম,
নিরাপদ সুগম সুপথ পাব।

রামরূপ ও দস্যুগণের প্রবেশ।

দস্যুগণ। লোট্ পাট্—মার্ মার কাট্ কাট্।

[মোট ফেলিয়া মুটেগণের পলায়ন।

জয়দেব। একি! অকস্মাৎ করিল কি দস্যু আক্রমণ!
অনুচরগণ প্রাণভয়ে করে পলায়ন!
দেবধন একা আমি বাঁচাই কিরূপে?
যাঁর কার্য্যে এসেছি ধরায়,
তাঁর কার্য্যে দিব প্রাণ—
আত্মার সদ্গতি হবে।
কামনা সাধনা মম সকল পূরিবে।

১ম দস্যু। ওরে, টাকা আগ্‌লে ব'সেচে! বেটাকে মেরে কেড়ে নে।

জয়দেব। দেব-অর্থে ক'র না লালসা,
ভাব দশা, তোরা নর হ'য়ে পশুর সমান!
এতই কি অর্থের পিপাসা?
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান'?
অর্থের কি এতই মোহিনী শক্তি?
দেব-ভক্তি ত্যজি নির্ম্মম পিশাচ-বৃত্তি ক'রেছ আশ্রয়!
এ সংসার ক'দিনের?
যবে ছেড়ে যাবে, একা যাবে!
এ অর্থ কোথায় রবে?

তাই বলি পরমার্থ করহ সঞ্চয়,
সেই মাত্র সাথী পরকালে—
বাঁচাইবে নরক-যন্ত্রণা হ'তে।

১ম দস্যু। যখন তিলক কাট্‌ব, তখন ঐ সব কথা শুন্‌বো, এখন ভালোয় ভালোয় টাকাগুলো ছাড়্।

২য় দস্যু। শালার হাত দুটো কেটে দে, জড়িয়ে ধরা বেরিয়ে যাক্।

জয়দেব। না—না হস্ত মম ক'র না ছেদন,
করহ নিধন—এই ভিক্ষা চাই।
হস্ত প্রয়োজন—
তপ যপ যজ্ঞকার্য্যে, কর ধরি ইষ্ট-আরাধনা।
প্রদানিতে প্রভু-পদে তুলসী চন্দন,
অঙ্গে তিলক রচন,
সাধু-পদ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ, অঙ্গেতে লেপন,
ভজন পূজন আদি হস্ত বিনা সুকঠিন!
হ'লে সে হস্ত বিহীন,
বিফল জীবনে কিবা ফল?
ছার দেহ যাক্ রসাতল,
এই দণ্ডে বধ' মোরে।

রামরূপ। দে বেটার হাত কেটে, কামিখ্যের কাঁউরে বিদ্যে ঘুচে যাক্। (দস্যুগণ কর্ত্তৃক হস্ত কর্ত্তন)

জয়দেব। দয়াময় হরি। কি মঙ্গল ইচ্ছা তব।

অজ্ঞান অধম আমি বুঝিতে না পারি। (পতন)
কিবা অপরাধ ক'রেছি চরণে,
তাই এই যন্ত্রণা-দাহনে দহিছ মুরারি !

দস্যুগণ। এই ঠাকুর, তোমার কথা মত কাজ সাবাড় হ'য়ে গেল।

জয়দেব। একি হরি ! একি হেরি পরীক্ষা তোমার ?
দাও বারি—দাও বারি !

রামরূপ। এখন টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে চল্ না। কেমন শালা, হ'য়েচে ত ? এতক্ষণে আমার বুকের জ্বালা কতকটা মিট্‌ল'। কেমন বেটা, আমার মাগ্‌কে পট্‌টি লাগাবি ?

(রামরূপ ও দস্যুগণ গমনোদ্যত, সহসা বিষধর সর্পের দংশন)

জয়দেব ব্যতীত সকলে। উঃ বাপ্‌রে—বাপ্‌রে গেলুম, গেলুম।
(পতন ও মৃত্যু)

দিগম্বর ও নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন। দিগম্বরে !
কেন্দুবিল্ব গ্রাম যেন ব্রজধাম !
নবদ্বীপ যেন সেই মধুপুর !
সাক্ষাৎ গোবিন্দ মোর যেন সে প্রাণের জয়া !

দিগম্বর। হে—হে—বাবাঠাকুর, ঠিক্ ক'য়েছ বাবাঠাকুর ! তাহ'লে আমরা কে বাবাঠাকুর !

নিরঞ্জন। তুই নন্দ পিতা,
স্নেহ তোর নন্দের সমান !

দিগম্বর। হুঁ—হুঁ—বাবাঠাকুর, তাই ত আমি নন্দের মত বোকা গয়লাটী সাজিক্ নি ! তোড়ি—কি ঘড়ি—যেই বাবা আমার, আমাদের ভুলে নবদ্বীপে গিয়ে রইলেক্ শুনন্থ, অম্নি বাবাঠাকুর, মধুপুর-নবদ্বীপের রাস্তা ধ'র্নু। আচ্ছা—আমি যেন তাই হ'নু, তাহ'লে তুমি কি হ'লেক বাবাঠাকুর।

নিরঞ্জন। আমি গোবিন্দের চরণের ধূলা,
রেণু হ'তে রেণু, ক্ষুদ্র অণু দিগম্বর !

দিগম্বর। উহুঁ—বাবাঠাকুর, মিল্লক্ নি। তুমি আমার গোবিন্দের বড় ভাই—বলরাম !

জয়দেব। কোথা ত্রিভঙ্গ মুরারি,
দাও বারি, দাও বারি।

নিরঞ্জন। কোথা কার স্বর দিগম্বর !
যেন গোবিন্দের সুধামাখা বাণী !

দিগম্বর। তাই ত গো বাবাঠাকুর, আমার নীলমণি যেন কথা কইলেক্ !

নিরঞ্জন। একি ! একি !
পড়িয়ে ধরায় গোবিন্দ আমার !!
দিগম্বরে ! এ যে—
বহে ঘোর রুধিরের ধার !
মরি ! মরি ! কার হ'ল হেন হীনমতি ?

ভাই!—ভাই!—
কানাই!—কানাই!
একি দশা হ'ল, কে করিল হেন কাজ?
কেশব রে, একি তোর ছলনা না মায়া? (রোদন)

দিগম্বর। হা বাপ্ নীলমণিরে আমার, কি ক'র্লিক্, কি ক'র্লিক্! কে তোর এমন দশা ক'রলেক ধন।

জয়দেব। কারা কাঁদ্‌চে? রেণে খুড়ো আর নিরঞ্জন দাদা নয়? ঠাকুর কি বারি নিয়ে এলেন না দাদা!

নিরঞ্জন। ভাই, বারি চাই?
যাই, যাই, আনি গিয়া বারি।
দিগম্বরে, শীঘ্র যা রে—
রাজধানী নবদ্বীপে,
রাজবৈদ্যে আন্ ত্বরা।
নতুবা এ রক্তধারা কিছুতেই নাহি হবে উপশম!
(গমনোদ্যত)

জয়দেব। দাদা নিরঞ্জন!
অন্য বারি নাহি প্রয়োজন,
কৃপা-বারি দাও—প্রভু প্রেমামৃত বারি!
রাজবৈদ্য কি করিবে মোর?
কর অহোরাত্র হরিনাম,
প্রভু-গুণ-গান, আর মহোৎসব!
এ যন্ত্রণা সব তবে হবে নিবারণ!

নিরঞ্জন ! অনিবার করি হরিধ্বনি,
চল রাজধানী মাঝে—
প্রভুকে করিয়া কোলে।

(জয়দেবকে কোলে গ্রহণোদ্যত)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। আজ আসুক্ না অনামুখো মিন্‌সে ! তাই পথের ধারে দাঁড়িয়ে র'য়েচি। দু'কথা এম্‌নি শোনাব, তার গুরুর নাম ভুলিয়ে দোব। মিন্‌সে আমার সাধু গো ! তার গুরু যেমন সাধু, সে ও তেম্‌নি সাধু। সে ডিঙ্‌রে জয়দেব কি ক'র্‌লে দেখ্‌লে ত ? রাধামাধবের জন্যে ভিক্ষে ক'র্‌তে গিয়ে ন'দে গিয়ে ব'সে রৈল ! শুন্‌চি—সেখানে গিয়ে রাজার সভাপণ্ডিত হ'য়েচে। ওমা ! এই যে আমার সেই কালমাণিক আস্‌চেন ! ছোঁড়া এদিকে আবার খুব রসিক ! রসান্ না দিয়ে .আবার

কথা কওয়া হয় না! বুঝি ত সব, তবু কেমন ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা না ক'য়ে কিছুতেই থাক্‌তে পারিনি। বলি—ও ছোঁড়া—

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। আজ শ্রীপঞ্চমী, পাঠশালাব ছুটী, তাই মনে করনু যে একবার মাসির সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। কেন মাসি! পথের ধারে দাঁড়িয়ে গা? মেসো কি ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েচে নাকি?

বিমলা। এই দেখ দেখি ভাল মানুষের ছেলের আক্কেল! আমি কি কথা ব'লেচি মা, যে এসেই আমাব সঙ্গে লাগ্‌ল?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। কিসে লাগ্‌লুম্ মাসি? (হাস্য)

বিমলা। কিসে লাগ্‌লি? মাসি ব'লেই হাসি কেন রে মুখপোড়া!

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। যাও, আমি তবে চল্লুম। (গমনোদ্যত)

বিমলা। যাবি কেন, দাঁড়া না! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা বল।

বিমলা। মিন্‌সের কিছু খপর জানিস্?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। সে রাধামাধবের ভোগ দিচ্চে।

বিমলা। এই দেখ দেখি মিন্‌সের আক্কেল! আমি তার ভোগ নিয়ে ব'সে আছি, আর সে মিন্‌সে কিনা পরের ভোগের জন্যে মাথা কাটাকাটি ক'রে ম'র্‌চে।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। তা তুই বল্‌বি মাসি, আর যেন সে রাধামাধবের ভোগ না দেয়।

বিমলা। হায় রে কপাল! সে যদি আমার হ'ত, আমার কথা শুনত, তাহ'লে কি বিম্‌লী বাম্‌নীর এমন দশা হয়? (রোদন)

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। না মাসি, তুই আর কাঁদিস্‌নি! আমি তোর কান্না দেখ্‌তে পারি নি। তুই এখন কি চাস্‌, তাই আমাকে বল্‌। আমি যেমন তেমন ক'রে পারি, মেসোকে বুঝিয়ে তাই ক'র্‌ব।

বিমলা। সে আর তোর কাজ নয়।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ মাসি, এ আমারই কাজ! আমি যখন যা বলি, তাই হয়।

বিমলা। তাই নাকি? তাহ'লে তুই পার্‌বি?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। খুব পার্‌ব মাসি!

বিমলা। আমার ইচ্ছা হয় ছোঁড়া, তোর মেসোর সঙ্গে দিন রাত্তির থাকি। আমার চোখ্‌ ছাড়া যেন সে না হয়। ঐ যা তুই আমার প্রাণের কথা শুনে ফেল্‌লি!

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। না শুন্‌লে তোর প্রাণের কাজ আমি ক'র্‌তে পার্‌ব কেন মাসি! তুই এক কাজ কর্‌, তুই মেসোকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে যা।

বিমলা। বৃন্দাবনে কেন যেতে গেলুম রে অনামুখো! বৃন্দাবনে আমার কি?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। তোর যদিও কিছু নয় মাসি, কিন্তু মেসো

বৃন্দাবনে গেলেই আর কোথাও যেতে চাইবে না। তাহ'লেই তুই দিন রাত্তির ধ'রে চোখ্ ভ'রে দেখ্‌বি।

বিমলা। (স্বগতঃ) ফচ্‌কে ছোঁড়াব যুক্তি মন্দ নয়! (প্রকাশ্যে) তা সে যাবে কেন?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। যে কৃষ্ণভক্ত মাসি, সে বৃন্দাবনের নাম পেলে কি আর ঘরে থাক্‌তে পার্‌বে।

বিমলা। তা সে কি আর তার গুরু ছেড়ে যাবে?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। গুরু ত জয়দেব? তাকেও কেন মেসো নিয়ে যাক্ না।

বিমলা। গুরু কি যেতে চাইবে?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। সে আবার যাবে না?

বিমলা। দিগম্বরে নিরঞ্জন?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। সকলেই মাসি, পা তুলে র'য়েচে!

বিমলা। তা হ'লে কি তাই ব'ল্‌ব?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। ব'লবার জন্যে তোর বুক ফেটে যাচ্চে, তুই আবার ব'ল্‌বি না?

বিমলা। মব্ পোড়ারমুখো, আবার জট্ ধ'রে কথা ক'স্?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। না মাসি,সত্যি কথা ক'য়েচি, রাগ ক'রিস্‌নি। এখন আমি চল্লুম, বৃন্দাবনেও আমি গিয়ে দেখা ক'র্‌ব, আমি তোকে না দেখে থাক্‌তে পার্‌ব নি! কৈ মাসি মোয়া দিবি নি! তা আজ থাক্, বৃন্দাবনেই নিয়ে যাস্, সেখানে গিয়েই খাব।

[প্রস্থান।

বিমলা। তাই হবে, আমার ঘরেও আজ মোয়া বাড়ন্ত! তা ছোঁড়া বুদ্ধিমান বটে। কথাটা লাগ্‌লে ভাল। সাত পাঁচ ভাবার চেয়ে মিন্‌সেকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে নিশ্চয়ই আমার মনের আশা পূর্ণ হবে। ঐ যে মিন্‌সে আস্‌চে। বলি, ছাই পাঁশ খাওয়া হবে কখন?

পরাশরের প্রবেশ।

পরাশর। যখন বিমলার দয়া হবে।

বিমলা। তা শুন্‌চিনে, খেয়েই রওনা হ'তে হবে।

পরাশর। কোথায়?

বিমলা। বৃন্দাবনে।

পরাশর। স্বপ্ন দেখ্‌লে নাকি? এ অভাগ্যের ভাগ্যে ভগবান তা কি আবার লিখেচেন!

বিমলা। ভগবান না লিখেন, বিমলা লিখেচে।

পরাশর। তবেই আমার যাওয়া হ'য়েচে।

বিমলা। তামাসা নয়, ছাই পাঁশ শিগ্‌গির শিগ্‌গির খেয়ে নিবে চল। খেয়েই কিন্তু রওনা হ'তে হ'বে।

পরাশর। কেন বিমলা, রহস্য কর? গুরু আমায় যখন ত্যাগ ক'রেচেন, তখন বৃন্দাবন দর্শন আমার এ দগ্ধ অদৃষ্টে কিরূপে থাক্‌বে?

বিমলা। আছে, নিশ্চয়ই থেকে র'য়েচে! তুমি আমাকে মন

ঠিক্ ক'র্তে বল্‌ছিলে, আমি এখন ব'ল্‌চি, তুমি তোমার নিজের মন ঠিক্ কর।

পরাশর। ঠিক্ ক'রলুম, কিন্তু গুরুর আদেশ না পেলে বৃন্দাবনে কেমন ক'রে যাব?

বিমলা। কেন, আগে ন'দে চলো। সেখানে গুরুর অনুমতি নিয়েই যাবে।

পরাশর। বেস বিমলা, তাই ভাল। বৃন্দাবন নিত্য আনন্দ-নিকেতন, সেখানে আমার শ্রীনন্দনন্দন। আনন্দে যে দিগ্বিদিক হারা হ'তে হয় বিমলা। গুরুর অনুমতি নিয়ে সেই বৃন্দাবনে যাব। চল্ বিমলা, বিলম্ব করিস্ না। প্রভুর অনুমতি গ্রহণ ক'র্তে এখনই নবদ্বীপ যাই চল্। প্রভু! প্রভু! কি আনন্দ দিলে প্রভু।

গীত।

"বামে ল'য়ে রাইকিশোরী দাঁড়াও ওহে বংশীধারি।
নয়ন মুদে হের্‌ব হৃদিমাঝে (দেখি কেমন সাজে)
এই আমার হৃদি বৃন্দাবনে॥
মানস তুলসীচন্দন, দিব হে শ্রীমধুসূদন,
(আমার মনে এই অভিলাষ আছে)
আমি চন্দন দিব, (এই অনুরাগে রাগ মিশায়ে)
আমি চরণে দিব, (এই দেহ-তুলসী ক'রে)"

[প্রস্থান।

বিমলা। ওবে চুলোমুখো, দাঁড়ানা ? চাব্‌টী পিণ্ডি গিলে নিয়ে চল্‌না। আরে দিগ্‌ধরাণে মিনসে, বৃন্দাবন যাবি, মোটঘাট বাঁধ্‌বি না ? দেখ্‌লে—উনোপঞ্চাশে বুড়োমুখোর আক্কেল!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ঠাকুরবাড়ী।

শায়িত জয়দেব ও শুশ্রূষারত রাজা লক্ষ্মণসেন, নিরঞ্জন ও দিগম্বর।

দিগম্বর। বাপ্‌ নীলমণিরে! ভাল ক'রে কথা কনা বাপ্‌ আমার! একদিন যে তুমি যশোমতীর কোলে এম্‌নি ক'রে ছিলে বাপ্‌!

নিরঞ্জন। কানাইধন, কেন এমন ক'রে মায়া ক'রে পড়ে আছ দাদা! হাঁরে লীলাধর, এম্‌নি ক'রেই কি লীলা ক'র্‌তে হয়?

লক্ষ্মণ। প্রভু! মহোৎসব হ'ল সমাপন,
কিঞ্চিৎ ভোজন করুন এক্ষণে।

জয়দেব। মহারাজ!
লক্ষ লক্ষ মুখে ক'রেছি ভোজন আজ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি কিছু মোর।
ভোর হ'য়ে আছি সাধু-সমাগমে,

নাহি প্রাণে ক্ষুধার তাড়না!
দেয় অনিবার খাদ্যের উদ্গার,
অতি ভীত আমি মহারাজ, তব আচরণে!

রাজ-গুরুর প্রবেশ।

রাজ-গুরু। হরিবোল, হরিবোল। বাবা! দীন শিষ্য প্রণাম ক'র্‌চে, আশীর্ব্বাদ করুন! (প্রণাম)

দিগম্বর। ওরে আমার লালমণির পায়ে যে বেহ্মা মহাদেবও গড় দেয়!

লক্ষ্মণ। একি! প্রভু যে? আসুন, আসুন, অনেকদিন আপনার চরণ দর্শন পাই না। প্রভুর প্রমুখাৎ শুনেছিলাম, আপনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেচেন! প্রভু, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

রাজ-গুরু। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বাবা! তিনি যে সাজে সাজাচ্ছেন, সেই সাজে সাজ্‌চি! উপস্থিত মহাপ্রভু দর্শনে পুরুষোত্তমে গিয়েছিলুম, সেইখানে মহাপ্রভু দর্শন ক'রে এ স্থানে গুরু-দর্শনে এসেচি বাবা। প্রভুর জন্যে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ এনেচি, প্রভু! তা অধমের হস্তে গ্রহণ ক'র্‌বেন কি?

জয়দেব। মহাপ্রসাদ? প্রভু! প্রভু! কি দয়া তোমার? সুদূর নীলাম্বু-তীরে ব'সে দূর বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অধম ভিখারীকেও তোমার স্মরণ আছে! দাও সাধু, ব্রহ্মার বাঞ্ছিত রত্ন গৃহে ব'সে প্রাপ্ত হ'লে কে না তার প্রার্থনা করে বাবা!

রাজ-গুরু। নিন্ প্রভু! হস্ত প্রসারণ করুন।

লক্ষ্মণ। হায় প্রভু! আপনি কি জানেন না—দুরাত্মা দস্যুতে প্রভুর আমার হস্তচ্ছেদন ক'রেচে?

রাজ-গুরু। কি—কি ব'ল্লে বাবা, প্রভুর হস্ত ছেদন ক'রেচে? হাঃ হাঃ, হরিবোল, হরিবোল! তাতে আমার প্রভুর ক্ষতি বৃদ্ধি কি হ'ল? নরাধমেরাই উৎসন্ন গে'ছ। এখন প্রভু! হস্ত প্রসারণ করুন।

দিগম্বর। তাই বলি—নীলমণি! ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর্ বাপ্!

জয়দেব। সাধু! হস্ত নাই, হস্ত প্রসারণ কিরূপে ক'রব বাবা!

নিরঞ্জন। ও তো তোর মায়া ভাই! মায়া ছাড়্ ভাই কানাই।

রাজ-গুরু। হা প্রভু! দাসকে আর ছলনা ক'র্‌বেন না। প্রভুর হস্ত নাই? ও বুঝেচি। যে প্রভুর ইচ্ছায় মা আমার মদনমোহন হ'লেন, যে প্রভুর ইচ্ছায় মা আমার মকরবাহিনীরূপে দর্শন দিলেন, আজ সেই প্রভুর ইচ্ছায় ত প্রভুর হস্ত নাই প্রভু! যদি ভক্ত ভগবান সত্য হয়, যদি দয়া ধর্ম্ম সত্য হয়, তা হ'লে প্রভু, হস্ত প্রসারণ ক'রে দাসদত্ত মহাপ্রসাদ এই মুহূর্ত্তে গ্রহণ ক'রবেন! নিন্ প্রভু, মহাপ্রসাদ নিন্।

(জয়দেবের হস্ত পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত)

জয়দেব। দাও সাধু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, দাও, দাও, আমায় মহাপ্রসাদ দাও।

(রাজ-গুরু কর্ত্তৃক মহাপ্রসাদ প্রদান)

সকলে। প্রভু প্রভু, কে তুমি?

—

জয়দেব। চল সাধু, মা গঙ্গার কূলে বসি গে। হরিবোল, হরিবোল।

লক্ষ্মণ। কে তুমি গোঁসাই!
　　সাধুরূপে সাক্ষাৎ দেবতা!

দিগম্বর। সব আমাদের নীলমণির খেলা রে।

নিরঞ্জন। সব আমাদের নীলমণির খেলা।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজ-কক্ষ।

অরুণা ও ললিতার প্রবেশ।

অরুণা। হরি পরমদেবতা! পতির মঙ্গল কর। তাঁর বাসনা পূর্ণ কর।

ললিতা। দুদিন যে নিটাল উপোসে কেটে গেল মা! একটু জল না খেলে কেমন ক'রে দেহ থাক্‌বে জননি!

অরুণা। কি— কি কহিলি ললিতে,
　　স্বামী অগ্রে রমণী খাইবে?

ছার দেহ নাশে ভয় নাই,
স্বামী-তুষ্টি চাই,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মম স্বামী-সেবা,
সতী-বল স্বামী-পদ ধ্যানে!
যার কাছে দেব-শক্তি হারে,
যম ডরে দিল ফিরে—
সতীর সর্ব্বস্ব ধন!
পতি ইষ্টদেব—প্রত্যক্ষ দেবতা,
পতিই নারীর গতি,
পতি-পদে থাকে যার মতি,
সেই সতী পূজিত ধরায়!
পুলকে গোলোকে যায়—
হেলায়—শ্রদ্ধায়!

ললিতা। ব'লে বড় অন্যায় ক'রেচি মা! আমার অন্যায় হ'য়েচে। আমায় মাপ কর। আচ্ছা মা, তুমি যদি আগে মর, তা হ'লে কি হ'য়ে রাজা বাবার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌বে? আমার দেশে মা, মোড়লদের বৌটা ম'রে তার ভাতারের সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ত। গয়ায় পিণ্ডি দিতে তবে দৌরাত্ম্য থাম্‌লো।

অরুণা। উনি আমায় কি ভালবাসেন, তা তোরা জানিস্‌নি। চক্রবাকী ম'রে গেলে চক্রবাক কতক্ষণ বেঁচে থাকে! উনি ত তেমনি আমার জন্যে প্রাণ দেবেন। আর যদি অদৃষ্টদোষে সে সর্ব্বনাশ হয়, উঃ—ব'ল্‌তে প্রাণ শিউরে উঠে—তখন

দেখ্‌বি, একসঙ্গে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে এক্‌ চিতায় দুজনে শোব।

যথা চন্দ্র ও চন্দ্রিকা,
চন্দ্রিকার অবসান হয় যবে মেঘ-অন্তরালে,
কোথা চন্দ্র থাকে লো তখন?
তরু-শিরে—
নিশির শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদলোপরে,
তটিনীর প্রেমমাখা হিয়ার মাঝারে,
চন্দ্রিকার' খেলা শেষ হয়।
আলো-ছায়া এক সাথে উৎপত্তি বিলয়।

ললিতা। আমরা কি গো—ভাতাবকে গালে পূরে তবুও এখন পর্য্যন্ত পেট ভরাচ্চি। মাগো, তোমরাই যথার্থ সতী লক্ষ্মী! লক্ষীপূজোর মত চৌকী পেতে তোমাদের পূজো ক'র্‌তে হয়।

নেপথ্যে—পদ্মাবতী। কৈ—কোথায়? রাণী মা কোথায়? কে আমার রাণী মা?

অরুণা। ললিতে, অন্তঃপুরে এত কোলাহল কেন—রাণী মা ব'লে কে চীৎকার ক'র্‌চে না?

ললিতা। ঐ যে মা, কে একটী স্ত্রীলোক পাগলিনীর মত এই দিকে ছুটে আস্‌চে।

উন্মাদিনীভাবে পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। রাণী মা তুমি? মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মপত্নী তুমি?

অরুণা। হাঁ মা, আপনি কে?

পদ্মা। রাক্ষসী আমি, জান না মা, কেঁদুলির বন হ'তে একটা রাক্ষসীকে তোমরা আনতে পাঠিয়েছিলে! সেই রাক্ষসী আমি। সে কথা যাক্, এখন আমার প্রভুর সংবাদ কি বল? তিনি কোথায় আছেন? শীঘ্র আমাকে একবার সেখানে নিয়ে চল। অহো—প্রভু আমার একা আছেন! প্রভু,প্রভু,দাসীর অপরাধ নেবেন না! দাসী জানে না, আপনি এ অবস্থায় আছেন!

অরুণা। কে মা? গুরু-পত্নী আপনি? ধন্য মা, তনয়া ধন্যা হ'ল। পদ-ধূলি দিন, প্রণাম করি। (প্রণাম) আমার স্বামীকে আশীর্বাদ করুন। বসুন মা, একটু স্থির হোন্, তারপর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন।

পদ্মা। ব'স্‌ব, স্থির হ'ব, পতিব্রতা সাধ্বী তুই মা, এ কথা কেমন ক'রে ব'ল্‌লি? সংসার অন্ধকার, গাঢ় কাল অন্ধকার—নিরাশার মেঘে সমাচ্ছন্ন! ক্ষীণ আশারও বিদ্যুচ্ছটা নেই। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের অস্তিত্ব বুঝি লোপ পেয়েচে? অবলা ভিখারিণী রমণী তন্মধ্যে পতিতা মা! স্থির হ'তে পার্‌ব কেমন ক'রে? হৃদয়ে দুশ্চিন্তা প্রখরা প্রবাহিনী দুকূল ভেঙ্গে ব'য়ে চ'লে যাচ্চে, আকুলা না হ'য়ে থাকি কেমন ক'রে? শ্মশানের জ্বলচ্চিতা দেখেচিস্, কালবৈশাখের ঝঞ্ঝাবাতে সমুদ্র-পীড়ন দেখেচিস্, আগ্নেয়গিরির দ্রব ধাতু-সম্বলিত অগ্ন্যুদ্গম দেখেচিস্, সূর্য্যরশ্মিসন্তপ্ত বালু-কঙ্কর পূর্ণ মরুভূমি ভীম বক্ষ দেখেচিস্, দেখে থাকিস্ ত চুপ কর্।

ও কথা আর ব'লিস্ না। যা ব'লেচিস্, আর যেন মা, তোর মুখে আমায় এ কথা না শুন্‌তে হয়! এখন আগে—আমার প্রভু কোথায়, কেমন আছেন, তাই বল্।

ললিতা। (স্বগত) এ যে আমাদের রাণীর উপর এক কাঠি!

অরুণা। মা! সত্য ব'ল্‌তে গেলে—তাঁর অতি শোচনীয় অবস্থা। সে অবস্থা দেখ্‌লে পাষাণও ফেটে যায় মা! তিনি এ যাত্রা জীবন রক্ষা পাবেন ব'লে ত বোধ হয় না!

ললিতা। মরণাপন্ন মা, মরণাপন্ন! এতক্ষণ আছে কি নেই; বোধ কবি নেই।

পদ্মা। কি কি নেই, গোঁসাই নেই? না—না আমার বিশ্বাস হয় না।

হৃদয় বল্লভ। চ'লে গেছ অভাগীরে ফেলে?
কিবা দোষে আমারে বিমুখ হ'লে,
তোমা ছাড়া দাসীর কে আছে?
প্রাণ চ'লে গেছে,
ছার দেহ আর কতক্ষণ!
এ মহামিলন!
নাথ। যায় দাসী মহামিলনের পথে! (পতন ও মৃত্যু)

অরুণা। ললিতা, কি ক'র্‌লি! কি ক'র্‌লুম!

ললিতা। একি গো, এ ত মূর্চ্ছা নয়, দাঁতি ত লাগিনি!

অরুণা। তবে কি পতিশোকে সতী প্রাণ দিলেন? হায়! হায়! আমি কি পাতকিনী! গুরু-নারী হত্যা করলুম!

আরে রে ললিতে, কি দেখিস্ আর,
হ'য়ে গেছে সর্ব্বনাশ !
মহারাজে দে গো সমাচার !

[ললিতার দ্রুত প্রস্থান।

যাবে—যাবে, সব যাবে,
রাজ্য—বংশ কিছু না থাকিবে আর !
কলঙ্কে ভরিবে দেশ।
নারী নাশে নারী-কলঙ্কিনী।
কে তুমি মা—সতীত্বের আদর্শ রমণী,
পুণ্যময়ী কমলারূপিনী,
পদস্পর্শে করিলে ধরণী ধন্যা।
অতি গর্ব্ব ছিল যে আমার,
পতিব্রতা মহাসাধ্বী আমি।
সে গর্ব্ব কি হরণ কারণ,
দর্পহারী শ্রীমধুসূদন,
পাঞ্চালীর দর্প যথা হরেছিলে,
সেই ছলে করিলে কি দর্প চূর মম ?
প্রভু, প্রভু,
জ্ঞান-চক্ষু ফুটেচে আমার,
ফল ফলিল শিক্ষার।
বিপদবারণ !

এ বিপদে কর ত্রাণ।
দানি সতী-প্রাণ
কলঙ্ক মুছাও হরি!
কি করি, কি করি, কোথা যাই ?
অনুতাপে জ্ব'লে যায় হিয়া,
আন্ আন্ কেউ তীক্ষ্ণ তরবার,
বিকারবিহীন হ'য়ে দে লো গলদেশে।
কিংবা আন্ আশীবিষে,
ত্বরা এসে করুক দংশন।
এ জীবন এই দণ্ডে যাক্,
হোক্ থাক্ এ পোড়া শরীর!
কালামুখ দেখাব কেমনে ?
ধিক্ নারী নামে,
ধিক্ আমি নারী-কলঙ্কিনী। (রোদন)

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। শুনেছি—শুনেছি—
ললিতার মুখে আদ্যন্ত কাহিনী,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ অভাগিনী,
কৈলি হত্যা প্রভুর ঘরণী,
ইহা হ'তে আর এই বিশ্বে কি আছে অখ্যাতি ?
অহো—কি বলিবে পণ্ডিত গোঁসাই,

শুনিবেন যবে তাঁর সতী নাই ,
বুঝি বা পাগল হবে শিব প্রমথেশ,
ক্রোধে কণ্ঠে উঠিবে গরল,
এ মহীমণ্ডল যাবে হুহু জ্ব'লে !

জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। কি হেতু রাজন্ !
আমায় আহ্বান পুরে ?
কেন ঝরে দুনয়নে বারি-ধারা ?
কুঞ্চিত বদন কেন হেরি ?
মরি ! মরি ! কোন্ চিন্তা হ'য়েচে তোমার ?
যদি পারি – বল তার করি প্রতিকার রাজা !

অরুণা পিতা ! পিতা ! ধরি দুটী পায়,
কন্যায় রক্ষহ প্রভু !

লক্ষ্মণ। হায় প্রভু ! অভাগিনী নারী,
ঘটায়েচে কোন' কথা ব'লে এই অঘটন !
পাপিনী রমণী,
করিল অনা'সে প্রভুর ঘরণী হত্যা !
কর প্রভু, করহ বিচার,
দাও দণ্ড বিধিমতে। (পদধারণ)

জয়দেব। কি হ'য়েচে রাজা,
কিসে তুমি হ'য়েচ কাতর ?

ভেবেচ কি মনে মরিয়াছে সতী পদ্মাবতী?
অসম্ভব নরপতি,
শ্রান্তা পদ্মা লভিছে বিশ্রাম।
পদ্মা, পদ্মা ওঠ সতি,
মম আজ্ঞা বিনা লুটিছ ধরায় কেন?
ওঠ হরিনামে,
স্বামী-আজ্ঞা করহ পালন।
(হস্তস্পর্শে পদ্মাকে উত্তোলন)

সকলে। চমৎকার। চমৎকার। হরিবোল।
ধন্য ধন্য প্রভু, ক্ষমা-অবতার!

পদ্মা। প্রভু, প্রভু, সার্থক জীবন মোর,
হরিবোল!
একি প্রভু, শুনেছিনু যাহা,
সে কি সব লীলা তব?

অরুণা। ধন্য লীলাময়!
মৃত্যু-শয্যা থেকে সুস্থ দেহে ফেরে!
মা। মা! কন্যা আমি তোর,
কর্‌-ক্ষমা দীনা তনয়ায়। (পদধারণ)

ব্রাহ্মণ। দে মা পদরেণু,
ক্ষমা কর্‌ অবোধ সন্তানে। (প্রণাম)

পদ্মা। কেন বাছা,
ক্ষুণ্ণমনে ধরি পদে?

বিপদে কিম্বা সম্পদে ?
ক্ষমাই মায়ের প্রাণ !

লক্ষ্মণ ও পদ্মা। সেই মা বটে মা তুই !
দেবী উমা আসীনা ভারতে !

নেপথ্যে—মৃদঙ্গ, করতাল ও হরিনাম ধ্বনি।

জয়দেব। শোন রাজা, মৃদঙ্গের রোল,
ঘন ঘন উঠে হরিবোল,
ভবের সম্বল যাহা !
কে যেন আহ্বানে মোরে!

বেগে দিগম্বর ও নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন। ব্রজে চল ব্রজের গোবিন্দ,
মধুপুরে আর কাজ নাই।
ভাই ! আসিয়াছে পরাশর আর ভক্তগণ !
ও নীলরতন।
নিতে তোরে প্রেম-বৃন্দাবনে !

দিগম্বর। চল্ বাপ্, নন্দের দুলাল !

জয়দেব। যাব বৃন্দাবন,
দাও রাজা, বিদায় এখন।
এস পদ্মা—

অরুণা। মা ! মা !
পায়ে ঠেলে কোথা যাবে চ'লে,

অশান্ত সন্তান শত দোষে হ'লে দোষী,
স্নেহ-করুণায় করিয়ে মার্জ্জনা,
আদর-চুম্বনে—
কোলে তুলে নেয় গো জননী।
তুই কি পাষাণী,
ছেদি মায়ের বন্ধনী,
যাবি চ'লে বৃন্দাবনে।
মুখপানে ফিরে কি চাবে না,
পদসেবা করিতে দিবে না,
এতই কি পরিত্যজ্য মোরা?

পদ্মা। বাছা!
স্নেহময় জননীর প্রাণ,
সে কি পারে ত্য'জিতে সন্তান মায়া?
যখনি ভাবিবে, যখনি কাঁদিবে,
তখনি আসিয়ে দেখে যাব—
সুধামাখা চাঁদমুখ!

অরুণা। পায়ে রেখ',
মনে ক'র অধম দাসীরে।

লক্ষ্মণ। প্রভু! বিদায় কি চাও,
সঙ্গে লও,
শ্রীচরণহারা ক'র না দাসেরে।
কহি পদে ধ'রে,

ভোগ-সুখ-ঐশ্বর্য্যে আমার,
বীতশ্রদ্ধা বিরাগ হ'য়েছে মম!
আকাঙ্ক্ষা মিটেছে,
বুঝিয়'ছি অসার সংসার।
এবে ত্রাস,
শমনের গ্রাস নরক-যন্ত্রণা,
কর ত্রাণ,
পদাশ্রয়ে ক'র না বঞ্চনা!

জয়দেব। বৎস! বন্ধন মোচন—
অতি শীঘ্র হইবে তোমার!
কার্য্যকাল এখন' র'য়েছে বাকী।
মোরা মাত্র নিমিত্তের ভাগী,
যাঁর কার্য্য তিনিই কারণ।
কার্য্যফল তাঁহারে প্রদানি,
একমনে ডাক চিন্তামণি,
শান্তি পাবে নরক-সংসারে,
অবহেলে তরে যাবে ভবপারে রাজা!
ওই মোর মদনমোহন,
কর সঞ্চালনে ডাকে!
বল হরিবোল, বল হরিবোল!
ওই মোর মদনমোহন।
আয় আয় ভাই শ্রীদাম-সুদাম,

নেচে নেচে চল্ যাই বৃন্দাবনে!
যমুনার কূলে যাব,
যমুনার জল পিব,
মাধবের মধুলীলা করিব দর্শন!
অই সেই মধু বৃন্দাবন,
কর সংকীর্ত্তন—বল হরিবোল।

[প্রস্থান।

সকলে। বল হরিবোল, বল হরিবোল!

লক্ষ্মণ। হায় প্রভু, বুঝিনু, বুঝিনু,
নিজ কর্ম্মদোষে আজ—
হারাইনু তোমা হেন নিধি!

[প্রস্থান।

সকলে গীত।

এম্‌নি ক'রে ব্রজের রাখাল চরিয়েছিল ধেনু,
তোরা বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল।
এম্‌নি ক'রে গোপীর হরি বাজিয়েছিল বেণু,
তোরা বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল।
এম্‌নি ক'রে ব্রজের কালা দাঁড়াইত তমালের তলে,
তোরা বল্ হরি বোল্ বল হরিবোল বল্ হরিবোল।
এম্‌নি ক'রে রাধার শ্যাম যেত' ভাবে ঢুলে,
তোরা বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল বল্ হরিবোল ॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন।

নিকুঞ্জ কানন।

শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও গোপীগণ।

গীত

মঞ্জুতবকুঞ্জতলকেলিসদনে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস রতি রভসহসিতবদনে॥
নবভবদশোকদলশয়ানসারে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস কুচকলসতরলহারে॥

পদ্মা, জয়দেব, পরাশর, বিমলা, দিগম্বর, নিরঞ্জন, দিগম্বর-পত্নী ও নিরঞ্জন-পত্নীর প্রবেশ।

জয়দেব। হের প্রতি কুঞ্জে বিহরে আমার বিনোদিয়া,
অরুণিত চরণে মণিমঞ্জীর বাজে রুনু রুনু রনুরনিয়া!
আমরি রে তুলনার নাহি অন্ত!
নব ঘননিন্দিত উজ্জ্বল অঙ্গ— গন্ধ আপনি বসন্ত!
শিরে শিখণ্ডক খেলে,
ডাকে "সখা আয়" ব'লে!
সখা! সখা!

পদ্মা। মেঘের আড়ালে যথা সৌদামিনী,
শ্যাম-বামে কে তুমি রমণী ?
আমারে সঙ্গিনী ব'লে ডাক,
কথা রাখ, দাও দেখা আর বার।
সখি ! সখি !

নিরঞ্জন। ভাই নীলমণি !
লীলা সাঙ্গ কর্, ধর্ মূর্ত্তি দ্বিভুজ-মুরলীধর,
গোলোক-আলোকদাতা,
দে রে ভাই পুলক পরাণে।

নিরঞ্জন-পত্নী। বামে লও বাধা প্রাণের মাধব !

দিগম্বর। কোলে আয় প্রাণের গোপাল,
আর পাঠাব না তোরে গোষ্ঠগোচারণে !

দিগম্বর-পত্নী। ননী আনিয়াছি নীলমণি,
খাও যাদু, খাও চাঁদমুখে।

পরাশর। প্রভু ! প্রভু ! দেখা দাও যুগল মুরতি রূপে !
প্রভু ! প্রভু !

বিমলা। ফের্ আবার প্রভু ! এ প্রভুপাগ্লা মিন্সে যে বিম্লীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ ক'র্লে গা ! বলি হাঁরে হতভাগা, এখানে এসেও তোর আবার "প্রভু প্রভু" কি র্যা ? এই ত তোর প্রভু সাম্নে দাড়িয়ে ! বলি "প্রভু প্রভু" বলা কি তোর বাতিক না কি ? প্রভু আবার ক'টা থাকে ? আমরা মেয়ে মানুষ, আমরা ত জানি যে আমাদের প্রভু

একটা—ভাণ্ডার। তার সেবা ক'র্‌তে, তার মন যোগাতে পার্‌লেই আমাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবই করা হয়। ওমা—এর আবার তা নয়! প্রভুর উপর আবার প্রভু? কৈ রে—অনামুখো, তোর সে প্রভু কৈ?

জয়দেব। হের হের বৃন্দাবনচাঁদে!

বিমলা ব্যতীত সকলে। ধন্য ধন্য সার্থক জীবন।

বিমলা। ওমা! এ আবার কি?

পলকে যে চমকায় মন!

শ্রীকৃষ্ণ। ও মাসি, বৃন্দাবনে তোর যে মোয়া আন্‌বার কথা ছিল, কৈ আমায় মোয়া দে না মাসি!

বিমলা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—একি! একি নয়নের মোহ!

সেই সে চতুর শিশু নয়?

একি তুই কালা?

পাইয়ে অবলা বুঝি এত ছলা,

এতদিন করিলে কেশব!

এ সব কি রীতি তব?

না বুঝিয়া তোমা চিন্তামণি,

কত গাল দেছি নীলমণি,

অধিনীর ক্ষম অপরাধ।

শ্রীকৃষ্ণ। সতী তুমি হওগো জননি,

অতুল্যা ধরণীমাঝে!

ত্যজ অনুতাপ মাতা,

সতী বাক্য মম ফুলহার সম।
আর কেন,
মম অংশ অবতার জয়দেব।
ভাবী বঙ্গে ভক্তি-রাজ্য হইল স্থাপন।
তবে আর কেন ভিন্ন ভাবে রই,
আয় আয় সখা—আয়—আয়—আয়।

(জয়দেবকে অঙ্গে গ্রহণ)

রাধা। আয় সখি, আয়। (পদ্মাবতীকে অঙ্গে গ্রহণ)

সকলে। গীত

বৃন্দাবন সরোবরে রাজে রাধা নলিনী,
পিয়ত মধু ভৃঙ্গ মুরলীধারি॥

গোপীগণ। হাসত নাচত খেলত মাধব,
প্রেমে বিনোদ ঠামে বিনোদবিহারি॥

সকলে। ললিত তরল ঝরে পরিমল,
কর দল বিকাশে বালা,

গোপীগণ। আকুল গুঞ্জনে নলিনী রঞ্জনে,
উহুত অবগত কালা,

সকলে। বিলম্ব কাঁহে বঁধু পিয়া মুখ চুম্বই,
মাতয় মদনমথনকারি॥

যবনিকাপতন।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রী—পাত্রাদি।

২৯ শে ভাদ্র, শনিবার—১৩১৯

শ্রীকৃষ্ণ ... শ্রীমতী লীলাবতী দাসী।
শ্রীগৌরাঙ্গ ... ,, রাধারাণী দাসী।
জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ ... শ্রীযুক্ত হরিদাস দে।
জয়দেব ... শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব।
পরাশর ... পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
নিরঞ্জন ... শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল।
দিগম্বর ... ,, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
(পরে) ... ,, অমৃতলাল দে।
লক্ষ্মণসেন ... ,, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
রাজ-গুরু ... ,, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
উড়িষ্যারাজ ... ,, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়।
রামরূপ ... ,, জীবনকৃষ্ণ পাল।
সুদেব ... ,, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
হেমন্তকুমার ... শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।
বসন্তকুমার ... ,, রাজলক্ষ্মী দাসী।
প্রতিবেশিগণ } শ্রীযুক্ত অটল বসু, ভূষণ বসু, ললিত বসু,
,, অমৃত বসু ইত্যাদি।
ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডাগণ } শ্রীযুক্ত গণেশ বসু, প্রকাশ বসু,
,, খগেন বসু, উপেন বসু।
বেরাদার গণ } শ্রীযুক্ত ভূপেন বসু, নারায়ণ বসু,
,, সুরেন বসু, ভূষণ বসু।
দস্যুগণ ... ,, হারান বসু, গণেশ বসু।
বিদ্যাদিগ্‌গজ ... ,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
দূত ... ,, হারাণচন্দ্র মিত্র।
শ্রীরাধা ... শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।
গঙ্গা ... ,, হরিসুন্দরী দাসী (ব্ল্যাকী),
কবিতা ... ,, হরিমতী দাসী (ছোট)।

অরুণা	...	,, কুসুমকুমারী দাসী।
ললিতা	..	,, ক্ষান্তকালী দাসী।
সুমতি	..	,, চুনীবালা দাসী।
পদ্মাবতী	.	,, হরিমতী দাসী (বড)।
বিমলা	...	,, সরোজিনী দাসী।।
বসন্তের মাতা	..	,, সরযূবালা দাসী (বিন্দা)।
নিরঞ্জন-পত্নী		,, হরিসুন্দরী দাসী (ব্লাকী)।
দিগম্বর-পত্নী	..	,, বসন্তকুমারী দাসী।
নিরঞ্জন-কন্যা	..	,, বাণীসুন্দরী দাসী।
ললিতা		শ্রীমতী ক্ষান্তকালী দাসী।
শিক্ষক		শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব। ,, নিখেলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
সঙ্গীত শিক্ষক		শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস।
নৃত্যশিক্ষক		শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়,
বংশী বাদক		শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ, ,, ক্ষীরোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাদক		শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস, পচুবাবু, ,, ললিতমোহন দাস।
ষ্টেজ ম্যানেজার	...	,, আশুতোষ পালিত।
রঙ্গভূমি শয্যাকারক	..	,, রাজেন্দ্রনাথ দাস।
বেশকারী		,, শ্যামাচরণ রক্ষিত।
স্মারক	...	,, পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়।
পরিচালক		শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
অধ্যক্ষ		শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব।
সহকারী	...	,, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব।
বিজ্ঞাপনাধ্যক্ষ	..	শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয়দেব সম্বন্ধে কতিপয় সংবাদপত্রের অভিমত।

Statesman—September 28, 1912.

Babu Haripa la Chatterjee's new religious and historical drama "Joydeb" which has been twice performed very successfully at the Grand National Theatre * * *, The play * * * is designed to convey a religious moral and its previous productions have earned very fovourable criticism

The Telegraph—September 28, 1912.

* * * It is after an age that they have revived a class of Play that seemed to be extinct in Bengal although no one can dispute the fact that they were congenial to the soil * * * The time has come when our men of genius should come forward to lend their powerful pen in the cause of religion by arresting the current that is drifting us all to a Godless atmosphere * * *. Foremost among these must be placed the name of Babu Haripada Chatterjee, the author of this noble drama "JOYDEB" * * * he has been eminently successful * * * to revive the old spirit of devout writing that was characteristic of the Bengali race * * * amidst the whirling of undesirable surroundings * * * above all to make it suitable to the taste of the present day audience.

বসুমতী—১২ই আশ্বিন, ১৩১৯

* * * আমরা জয়দেব দেখিয়া প্রীত হইয়াছি * * * মোটের উপর নাটকখানি সুন্দর হইয়াছে। জয়দেব-নাটকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

নায়ক—৯ই আশ্বিন, ১৩১৯

* * * অভিনয় দেখিয়া আমরা বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি * * * পরাশরের ও জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণের স্তব, গীতগোবিন্দের পদাবলী এতই মধুর যে মুগ্ধ হইতে হয়। * * * এরূপ মনোহর হরিসঙ্কীর্ত্তন যে কি মধুর তাহা যাহারা শুনেন নাই তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

বঙ্গবাসী—১২ই আশ্বিন, ১৩১৯

* * * বহুদিনের পর আঘাতের পর প্রতিঘাত আসিয়াছে। এ প্রতিঘাতের প্রবাহের তোড় তমলতর। * * * একে জয়দেবচরিত তাহার উপর স্বরচিত নাটক। দুধে চিনি মিশিয়াছে। চন্দ্রপুলীতে ক্ষীরের পর দেওয়া হইয়াছে। ভক্ত নাট্যকার ভক্ত চরিত্রের নাটক লিখিয়াছেন। * * * কবি হরিপদ আপনার বিচিত্র কল্পনা-প্রভায় প্রসঙ্গক্রমে ভক্ত চরিত্রের যোগ্য আনুষঙ্গিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া জয়দেব নাটকে প্রকৃতপক্ষে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক করিয়াছেন। গ্রন্থকারের অদ্ভুত শক্তি। * * * শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে ভাবে নাটক লিখিয়াছেন তাহাতে ল্যাণ্ডোর কথা মনে পড়ে। ল্যাণ্ডো সেক্সপিয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন He was more original than his originals He breathed upon dead bodies and brought them into life. গ্রন্থকার মূলে যাহা পাইয়াছেন নাটা তাহা অপেক্ষা মৌলিক; তিনি মৃতদেহে প্রাণ আনিয়াছেন। * * *